পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 186 Saturday, 7 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৮৬ সংখ্যা ❋ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, শনিবার, ৭ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কাশ্মীর ভারতের

পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কাটরা, ৬ জুনঃ কাশ্মীর ভারতের, পাকিস্তানকে এই বার্তা দিয়ে শুক্রবার বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু চেনাব (চন্দ্রভাগা) ব্রিজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সরকারি এই অনুষ্ঠানে আইফেল টাওয়ারের থেকে উঁচু সেতুর উপরে তেরঙা ঝান্ডা দুলিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়ালেন মোদি। গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশেও কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোথাও দলীয় পতাকা কিংবা প্রতীকের চিহ্নমাত্র ছিল না। পহেলগাম জঙ্গিহানার পর পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দেওয়া অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই মোদির অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে শুধুই জাতীয় পতাকার। জম্মু-কাশ্মীরেও এদিন তার ব্যাতিক্রম ঘটালেন না তিনি। পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যুর পর এই প্রথম জম্মু-কাশ্মীর সফরে গিয়ে ইসলামাবাদকে সাফ বোঝাতে চাইলেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষত, বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতুতে তেরঙ্গা ঝান্ডা ঘুরিয়ে প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন কাশ্মীরের ওপর প্রথম এবং একমাত্র অধিকার ভারতের। পাহাড়, নদী আর প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সেতু দু'টিকে 'ইঞ্জিনিয়ারিং চমক' বলেই মনে করছেন সকলে। শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে রেলসেতু ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর সবজে পতাকা নেড়ে সেই ব্রিজের উপর থেকেই চালু করিয়ে দেন বন্দে-ভারত এক্সপ্রেস। বেশ কয়েক মাস আগে বিশেষভাবে তৈরি একটি বন্দে-ভারত ট্রেনের ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল চেনাব ব্রিজে। পাশাপাশি অঞ্জি খাদ রেল ব্রিজেও সফল ট্রায়াল রান হয়েছিল। সেই ব্রিজও এদিন উদ্বোধন করেন মোদি। ২৮ হাজার কোটি টাকা খরচে এই ব্রিজ তৈরি হয়েছে উদামপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা প্রকল্পের আওতায়। পৃথিবীর উচ্চতম সেতুটি (৩৫৯ মিটার) দাঁড়িয়ে আছে ১৭টি পিলারের ওপর। পুরো সেতুটি স্টিলের তৈরি এবং এর দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৩১৫ মিটার। যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে এই সেতুর। সে ভূমিকম্প হোক বা, বরফ ঝড় অনায়াসেই ব্রিজ সেই বিপর্যয় মোকাবিলা করতে পারবে। প্রায় ২৮ হাজার ৬৬০ মেট্রিক টন ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়েছে এই সেতু। ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ কাটরা-বানিহাল রেলপথে রয়েছে ৮৬ কিমি দীর্ঘ এক টানেল। এদিন বৈষ্ণো দেবীকে প্রণাম করে প্রধানমন্ত্রী শুরু করেন নিজের বক্তব্য। জানালেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী রেল নেটওয়ার্কের ভাবনা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আর যা সাধনে কাজ করেছে ভারতের একতা ও ইচ্ছাশক্তি। তিনি যে আত্মবিশ্বাসী, কাটরার মঞ্চ থেকে তা স্পষ্ট করে দেন। মোদি বলেন, ''আমি দেখেছি যত ভাল কাজ, সব আমার জন্য রেখে গিয়েছে আগের সরকার। এই প্রকল্পগুলি করা সত্যিই কঠিন ছিল। যার কারণ উপত্যকার পরিবর্তনশীল আবহাওয়া। কিন্তু তাও আমরা করিয়ে দেখিয়েছি।'' চেনাব, অঞ্জী যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নতুন দিশা। এই দুই সেতু কাশ্মীরের বাণিজ্য ও পর্যটনে গতি আনবে বলে কাটরা থেকে দাবি মোদির। তাঁর কথায়, ''এবার থেকে কাশ্মীরের আপেল আরও সস্তায় দেশের একাধিক রাজ্যে পৌঁছে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের মুকুট, যা একাধিক রত্ন দ্বারা তৈরি।'' এরপরেই ইঙ্গিতে বিরোধীদের দিকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ''ওরা কারা যারা সমাজ ঠিক করার কথা বলে? ওরা কারা যারা দলিতের নাম রাজনৈতিক রুটি সেঁকেছে? আমরা যে সব প্রকল্প তৈরি করেছি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওরা কারা যারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল? ওরা কারা যারা স্বাধীনতার পর প্রাথমিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল? ওরা আমাদের আদিবাসী ভাই-বোন, আমাদের দলিত ভাই-বোনেদের পরিবার। যাদের জন্য মোদি নিজের ১১টা বছর ত্যাগ করে দিয়েছে।'' প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরে গিয়েছেন। পহেলগাঁওয়ের কথা বলবেন না এমনটা হয় না। তার মধ্যে আজ তো আবার অপারেশন সিঁদুরের এক মাস পূর্ণ হওয়ার পালা। এদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মোদি তুলে ধরেন পহেলগাঁও প্রসঙ্গ। তুলে ধরে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত কাশ্মীরি সহিস আদিল হোসেনের কথাও। মোদির দাবি, ''পাকিস্তানিরা ভারতে সাম্প্রদায়িক হিংসা তৈরি করতে চেয়েছিল। কাশ্মীরে নির্বাচন হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। এটা সন্ত্রাসবাদীদের সহ্য হয় না। এখানকার মানুষ এতই সন্ত্রাসী হিংসা দেখেছে যে তারা তো ভেবেই বসেছিল সন্ত্রাসবাদী তাদের জীবনের শেষ ধাপ। কিন্তু আমি জম্মু-কাশ্মীরকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের করেছি। আমি এখানে বিকাশকে থামতে দেব না। যদি এখানকার যুব প্রজন্মের স্বপ্নপূরণের পথে কোনও বাধা তৈরি হয়। তা হলে সেই বাধাকে সবার আগে মোদিকে পেরতে হবে।''

'শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়কে খুশি করতেই যাবতীয় পরিবর্তন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ ওবিসি তালিকা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। ক্যাবিনেটে সদ্য ঘোষিত তালিকা নিয়ে ব। অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, মূলত একটি সম্প্রদায়কে খুশি করতেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে হিন্দু ওবিসি গোষ্ঠীর বড় অংশ কার্যত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু মনে করান, জাতীয় ওবিসি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৯৯টি উপজাতি ওবিসি স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬। কিন্তু রাজ্য সরকার সম্প্রতি তিন মাস ধরে একটি সমীক্ষা চালায়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে নতুন তালিকায় মোট ১৮০টি উপজাতিকে ওবিসি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৯টি উপজাতিই মুসলিম গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগের আঙুল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। অর্থাৎ, যেখানে আগে মুসলিম উপজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬, সেখানে এখন তা দাঁড়িয়েছে ১১৯-এ। এই বৃদ্ধি অনেককেই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওবিসি ক্যাটেগরির আওতায় থাকা ৮১টি প্রধান উপজাতির মধ্যে ৭৩টিই বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের। এছাড়া ওবিসি 'এ' ক্যাটেগরির মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সংরক্ষণের হার হল ৯০.১২ শতাংশ বলে অভিযোগ। অন্যদিকে 'বি' শ্রেণিতে সংরক্ষণের হার ৪৬ শতাংশ-যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক পক্ষ। বিরোধীদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ নির্বাচনী স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। একাধিক নেতা ও পর্যবেক্ষকের মতে, হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে এক শ্রেণির ভোটব্যাঙ্কে নজর দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, এই প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের সমাজগত ভারসাম্যকে বদলে দিতে পারে। সার্বিকভাবে, এই ওবিসি তালিকা পুনর্বিন্যাস রাজ্যে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। শাসক শিবির যদিও বলছে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংবিধানের গাইডলাইনের মধ্যে থেকেই। কিন্তু বিরোধীরা মনে করছে, এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশে করা হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে সমাজে।

'৪০ শতাংশই তৃণমূলের দেওয়া চাকরি পেয়েছে'

দুরন্ত বার্তা, কামারহাটি, ৬ জুনঃ কেউ উপস্থিত হচ্ছেন না, কেউ আবার বিধায়কের বক্তৃতার সময় বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাউন্সিলরদের 'স্পর্ধা' দেখে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। ভরা কর্মিসভায় 'পরিদাস পাল' বলে কাউন্সিলরদের আক্রমণ করলেন তিনি। বললেন, 'বাঁচানোর জন্য কোনও বাবা এসে পাশে দাঁড়াবে না।' সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তৃণমূলের দয়ার কারা চাকরি পেয়েছে। কামারহাটি নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের একটি কর্মিসভা চলছিল। এদিন দলের কাউন্সিলরদের উদ্দেশে মদন মিত্র বলেন, ''কী ভাবছেন নিজেদের? হরিদাস পাল? এখনই যদি গা থেকে তৃণমূলের জামাটা খুলে নেওয়া হয়, আর কাউন্সিলর পদটা নামের পাশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাড়ার কুকুরও পায়ে কামড় দিয়ে দেবে।'' বিধায়ক আরও বলেন, ''যদি ২৪ ঘণ্টার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দেন যে কামারহাটিতে তৃণমূল বলে আর কিছু থাকবে না, তাহলে সবাই তৃণমূলের নেতাদের পায়ের তলায় গিয়ে বসে পড়বেন।'' কোনও লাগাম না রেখেই এদিন মদন মিত্র বলেন, ''এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কর্মী এখানে তৃণমূলের দেওয়া চাকরি করেন। যাঁরা সেটা পাননি, তাঁরা কী ভাববেন ভেবে দেখুন।'' তাঁর কথায় হাততালির ঝড় ওঠে উপস্থিত বাকি কর্মীদের মধ্যে থেকে। তবে প্রশ্ন উঠছে, 'তৃণমূলের দেওয়া চাকরি'র কথা বলে কি কার্যত নিয়োগ দুর্নীতির কথা মেনে নিলেন মদন?

বাংলার মিড ডে মিলের টাকা যাচ্ছে কোথায়? কেন্দ্রের রিপোর্টে বড় প্রশ্ন বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ মিড ডে মিলে কি আগ্রহ কমছে বাংলার পড়ুয়াদের? কেন্দ্রের এক রিপোর্টে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট বলছে, ৩১ শতাংশ পড়ুয়া গত শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিলই খায়নি। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিলের অধীনে ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ পড়ুয়া। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে যা কমে হয়েছে ৮০ লক্ষ। কেন মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের আগ্রহ কমছে, তা নিয়ে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে রাজ্যের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইল কেন্দ্র। আবার কেন্দ্রের এই রিপোর্ট নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা তথ্য দিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সরকার পরিচালিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মিড ডে মিল দেওয়া হয়। কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিলের জন্য নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৬। সেখানে মিড ডে মিল পেয়েছে ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪৬ জন। অর্থাৎ নথিভুক্ত পড়ুয়ার ৬৯ শতাংশ মিড ডে মিল পেয়েছে। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় তা অনেকটাই কম। প্রায় অর্ধেক। এদিকে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিলের জন্য নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ৮০ লক্ষের সামান্য বেশি। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ৩১ শতাংশ পড়ুয়ার মিড ডে মিল না পাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''৫০ শতাংশ বাচ্চা মিড ডে মিল খাচ্ছে না। মিড ডে মিল প্রকল্পে কেন্দ্র যে টাকা দেয়, তার ৪ হাজার কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। রাজ্য খরচই করেনি। সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে, কী হচ্ছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'' রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকেও কাগজর কাটিং-সহ আমার বক্তব্য পাঠিয়েছি। তৃণমূলের লোকেরা মিড

ডে মিলের চাল চুরি করছে। ১০০ শতাংশ দেখিয়ে চাল নিচ্ছে। আর ৫০ শতাংশ চাল রান্না হচ্ছে।'' শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''মিড ডে মিল প্রকল্পে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সেরা কাজ করেছে বলে লিখিতভাবে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তখন শুভেন্দু অধিকারীর গাত্রদাহ হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে মিড ডে প্রকল্পে এই বাংলার ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে একদিন মাংস পাচ্ছে। একদিন মরশুমি ফল পাচ্ছে। বাংলার মিড মে মিলে খাবারের মান এতটাই উন্নত যে কেন্দ্র এসে শংসাপত্র দিচ্ছে।'' বিজেপির অভিযোগ ওড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ''আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ছাত্রভর্তি মাথায় রেখে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে গড় কভারেজ নিম্নরূপঃ পক্ষে প্রাক প্রাথমিক-৭৮ শতাংশ, প্রাথমিক-৭৪ শতাংশ এবং উচ্চ প্রাথমিক- ৫৮ শতাংশ। সব মিলিয়ে মোট কভারেজ ৬৯ শতাংশ। এছাড়া প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল বোর্ডের অনুমোদিত বাজেট অনুসারে ৯১ শতাংশ কভারেজ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে যা ২০২৩-২৪ এ ছিল ৮৫ শতাংশ। তাই পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে গেল গেল রব উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'' এরপরই তিনি বলেন, ''২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতবর্ষের বড় রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিলের অবস্থা যথেষ্টই ভাল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এনট্রি অনুযায়ী মিড ডে মিলের কভারেজ ৬৯ শতাংশ, সেখানে বিহারে ৪২ শতাংশ, গুজরাটে ৬৪ শতাংশ, রাজস্থানে ৫২ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে ৬৪ শতাংশ।''

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি নয়, জেঁকে বসবে ভ্যাপসা গরম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ রাজ্যের দুই বঙ্গেই ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার রূপরেখা। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমছে, বিপরীতে বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা। আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে গরম ও শুষ্ক হাওয়ার প্রকোপ বাড়বে। এ ছাড়াও অন্যান্য জেলাতেও অস্বস্তিকর গরম বাড়বে বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

৯০ মিনিট, ৯৫ প্রশ্ন, 'আইসি-কে গালিগালাজ করেছেন?' মনে নেই, বললেন অনুব্রত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ জুনঃ একসময় কেন্দ্রীয় সংস্থাকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়েছিলেন। পুলিশকে সাতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের জন্য। তাও আবার পুলিশকেই হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মামলা। জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযুক্ত সেই অনুব্রত মণ্ডল খোশ মেজাজেই বেরিয়ে আসেন এসডিপিও-র অফিস থেকে। প্রশ্ন ওঠে, অনুব্রতকে কি তাহলে কিছুই বলল না পুলিশ? সূত্রের খবর, ৯০ মিনিট অর্থাৎ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে অনুব্রতকে। পরপর ৯৫টা প্রশ্ন সাজানো হয়েছিল অনুব্রতর জন্য। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে হত 'হ্যা' বা 'না', আর বাকি প্রশ্নের উত্তর দিতে হত তথ্যভিত্তিক। সে সব প্রশ্নে নাকি নিরুত্তরই ছিলেন অনুব্রত। সূত্রের খবর, অনুব্রতকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ''কাকে ফোন করেছিলেন?'' অনুব্রত ফোন করার কথা স্বীকার করে নিলেও তিনি নাকি দাবি করেছেন এক কর্মীর মার খাওয়া নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছিল। পুলিশের দিক থেকে প্রশ্ন যায়, ''আপনি থ্রেট দিয়েছিলেন? গালিগালাজ করেছিলেন?'' সূত্রের খবর, এর উত্তরে অনুব্রত বলেছেন, ''না, আমি আর কোনও কথা বলিনি।'' শুধু তাই নয়, বোলপুরের আইসি লিটন দাসকে গালিগালাজ দেওয়ার কথা মনে করাতে অনুব্রত নাকি বলেছেন, সে কথা তাঁর মনেই নেই। বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরেই বলেছেন, ''নার্ভের ওষুধ খাই, কিছু মনে নেই।'' তাঁর স্বর নকল করে কেউ চক্রান্ত করছে, কেষ্ট মণ্ডল এমনটাও দাবি করেছেন বলে সূত্রের খবর। এখন প্রশ্ন হল, কোনও কিছুই যদি না করে থাকেন, তাহলে দলের কথায় ক্ষমা চেয়ে বসলেন কেন? সূত্রের খবর, অনুব্রত উত্তরে জানিয়েছেন, দলনেত্রী নেত্রী তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ তাঁর শিরোধার্য। নেত্রীকে ভগবান বলে মানেন তিনি। তাই নাকি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। লিটন দাসের সঙ্গে অনুব্রতর কথোপকথন ফাঁস হয়ে যায় আগেই। কদর্য ভাষায় কথা বলতে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতাকে। তাঁর বিরুদ্ধে হুমকি, যৌন হেনস্থার মতো অভিযোগ উঠেছে। এবার পুলিশ অনুব্রতর বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ করে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে আছে সব মহল।

ছোট পোশাক পরা মেয়েদের পছন্দ নয় কৈলাসের, পদত্যাগের দাবি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ মহিলাদের পোশাক নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। মেয়েদের ছোট পোশাক পরা পছন্দ নয়। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাকই মেয়েদের পরা উচিত। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর এ মন্তব্যেই চলছে চাপানউতোর। চেপে ধরেছে ঘাসফুল শিবির। ভিডিয়ো পোস্ট করে কৈলাসের পদত্যাগের দাবি করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলেও জোরদার চর্চা। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে এক মঞ্চ থেকে কৈলাস মেয়েদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, ''ভাল অলঙ্কার, ভাল-সুন্দর পোশাক পরা মেয়েদের সবাই পছন্দ করে। এটাই সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু, বিদেশে যাঁরা ছোট পোশাক পরে তাঁদের ভাল মনে করা হয়।'' এখানেই না থেমে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, ''ওখানে কম কাপড় পরা মেয়ে আর কম কথা বলা নেতাকে ভাল মনে করে হয়। কিন্তু, আমি এটা মনে করি না। আমি মনে করি এখানে মেয়েরা দেবীর স্বরূপ। আমার ছোট পোশাক পরা মেয়েদের ভাল লাগে না।'' তাঁর এ বক্তব্য নিয়েই এখন জোরদার বিতর্ক। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলের মহিলা সেলের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, ''এই ধরনের কথার আমরা ধিক্কার জানাই। কৈলাস বিজয়বর্গীর কাছ থেকে এর থেকে বেশি তো আশা করা যায় না। মহিলাদের নিয়ে এই ধরনের কথা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা নোংরামির পর্যায়ের পরে সেটা নিশ্চয় তাঁর দল দেখবে। আমাদের দল ওনার পদত্যাগ দাবি করছে। ওনার কথা শুনে মেয়েদের পোশাক পরতে হবে না।''

নীতীশের সরকারকে অপরাধের 'জঙ্গল মহল' আখ্যা তেজস্বীর

পাটনা, ৬ জুনঃ বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন বিহার সরকারের উপর তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি সরকারকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ধসের জন্য দায়ী করেছেন। পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, ''বিহারে অপরাধীরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, এবং পুলিশ অসহায় বলে মনে হচ্ছে। সরকারও ঘুমিয়ে আছে, যেন তাদের কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এটাই বিহারের বর্তমান পরিস্থিতি। এটি একটি মহা-জঙ্গলরাজ।'' তেজস্বী যাদব বিশেষ করে পাটনার এআইআইএমএস এবং পাটনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (পিএমসিএইচ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ''আপনি যদি হাসপাতালে যান, তাহলে দেখবেন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এখনও পিএমসিএইচ-এর সুপারিনটেনডেন্ট ড. আই.এস. ঠাকুরকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। কেন? আমি শুধু একটি প্রশ্ন করছি- আমাদের সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যিনি অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন, তার মেয়াদ বাড়ানো হলো। পিএমসিএইচ পরিচালনার জন্য কি আর কেউ যোগ্য নেই?'' তিনি অভিযোগ করেন যে, ড. ঠাকুর, যিনি গত বছর ৩১ জানুয়ারি অবসর নেওয়ার কথা ছিল, তাকে নীতীশ কুমার সরকার ২৯ জানুয়ারি মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে, সম্ভবত পিএমসিএইচ-এর ৫০০০ কোটি টাকার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে তার প্রভাবের কারণে। এআইআইএমএস পাটনার দুরবস্থা নিয়েও তেজস্বী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''গতকাল আমি এআইআইএমএস-এ গিয়েছিলাম। সেখানে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। হাসপাতালে কোনো শৃঙ্খলা নেই। রোগীদের আত্মীয়রা রাস্তায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোগীরা বেড পাচ্ছেন না। লোকজন আমার কাছে এসে বেডের জন্য অনুরোধ করছিলেন। এটাই বিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র। বিহার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাফিয়ারা, যাদের উচিত সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করা, তারা বরং আরও কষ্ট

দিচ্ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''পিএমসিএইচ এবং এআইআইএমএস-এর মতো প্রতিষ্ঠানে বেড বরাদ্দে ব্যাপক অনিয়ম চলছে।'' তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের শাসন ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী একটি অচেতন অবস্থায় রয়েছেন এবং তিনি এখন আর তার পদে থাকার উপযুক্ত নন। তিনি ভুলে যাচ্ছেন, বিধায়ক, সাংসদ বা এমনকি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মুখ বা নামও তিনি চিনতে পারছেন না।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর বয়স নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এটি ১৩-১৪ কোটি বিহারবাসীর প্রশ্ন। এই জনগণের ভাগ্য এমন লোকদের হাতে, যারা নিজেরাই নিরাপত্তাহীন। একজন ক্লান্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিহার শাসন করছেন।'' এই প্রসঙ্গে তেজস্বী মুজাফফরপুরে একটি ১১ বছরের দলিত মেয়ের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, মেয়েটিকে পিএমসিএইচ-এ সময়মতো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি এবং প্রায় চার ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, ''এই ঘটনা বিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ধসের প্রমাণ।'' এই ঘটনায় বিরোধী দলের চাপের মুখে সরকার পিএমসিএইচ-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ড. অভিজিৎ সিংকে বরখাস্ত করেছে। সংরক্ষণের বিষয়ে আরজেডি'র অবস্থান স্পষ্ট করে তেজস্বী বলেন, ''শুরু থেকেই আমরা সংরক্ষণের পক্ষে। এই বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, এবং আমরা আগেও প্রতিবাদে অংশ নিয়েছি। প্রয়োজন হলে আমরা আবারও লড়াই করব।'' তিনি উল্লেখ করেন, পাটনা হাইকোর্ট গত বছর ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব বাতিল করেছে, এবং এই বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের এনডিএ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য তিনি নীতীশ কুমার ও বিজেপি'র সমালোচনা করেন। তেজস্বী আরও বলেন, ''বিহারে অপরাধের হার বেড়ে গেছে, এবং কোনো জেলা এই ধরনের জঘন্য ঘটনা থেকে মুক্ত নয়।'' তিনি মুজাফফরপুরের বালিকা গৃহ কাণ্ডের উল্লেখ করে বলেন, ''অপরাধ আবারও চরমে পৌঁছেছে।'' তিনি নীতীশ কুমারকে অচেতন এবং রাজনৈতিকভাবে উদাসীন বলে সমালোচনা করেন, দাবি করেন যে মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেন না বা আইনশৃঙ্খলার পর্যালোচনা করেন না। এই ঘটনাগুলি বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে আরজেডি এবং কংগ্রেস, নীতীশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সরব হয়েছে। কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ মিছিল করেছে এবং নীতীশ কুমার ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডের পুতুল দাহ করেছে। বিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুরবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি রাজ্যের জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। তেজস্বী যাদবের এই আক্রমণ এবং তার দলের প্রতিবাদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

শুক্রবার নতুন রেপো রেট ঘোষণা করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

মুম্বই, ৬ জুন ঃফের সুদ কমাল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)। শুক্রবার নতুন রেপো রেট ঘোষণা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এদিন তাতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা বলেছেন আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। ফলে ৬ শতাংশ থেকে ওই সূচক নেমে এসেছে ৫.৫০ শতাংশে। এই নিয়ে চলতি বছরে তৃতীয় বারের জন্য হ্রাস পেল রেপো রেট। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিলে ২৫ করে মোট ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।উল্লেখ্য, রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর মুদ্রানীতি কমিটির (এমপিসি) বৈঠক শুরু হয়। আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার পৌরহিত্যে এমপিসি কমিটির সিদ্ধান্ত শুক্রবার ঘোষণা করা হলো।

বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার আরসিবি কর্তা

বেঙ্গালুরু, ৬ জুন ঃচিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এ বার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) কর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করল পুলিশ। পদপিষ্ট হয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হলেন আরসিবির কর্তা। জানা গিয়েছে, আরসিবির মার্কেটিং হেড নিখিল সোসালেকে গ্রেফতার করা হয়েছে শুক্রবার। বেঙ্গালুরু ছেড়ে মুম্বইয়ে 'পালিয়ে' যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু বিমানবন্দর থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আরসিবি কর্তা ছাড়াও আরও তিনজনকে এদিন আটক করা হয়েছে। স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা 'ইভেন্ট ফার্মের' আধিকারিকদের আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বলে জানান।

পর্যটকের ঘাটতি হবে না, বিপর্যয় সত্ত্বেও আশাবাদী সিকিম

গ্যাংটক, ৬ জুনঃবিপর্যয়ের জেরে চুংথাং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। উত্তর সিকিমের বিপর্যয় সত্ত্বেও পর্যটকের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঘাটতি হবে না। আশাবাদী সিকিমের পর্যটন দফতর।সেই রাজ্যের পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গেছে, এবারে বার্ষিক প্রায় ২৫ লক্ষ পর্যটকের টার্গেট রয়েছে। সিকিমে সব মিলিয়ে ২০০টি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক পর্যটন কেন্দ্র জনপ্রিয়। বিপর্যয় সত্ত্বেও তাই পর্যটকরা সিকিমের অন্য স্পট বেছে নিচ্ছেন। সুতরাং টার্গেট পূরণে সমস্যা হবে না বলেই আত্মবিশ্বাসী সিকিমের পর্যটন দফতর রয়েছে।

দিল্লিতে আইটিও অফিসে অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ দিল্লিতে আইটিও অফিসে অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার সকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে দিল্লির রাজস্ব ভবনে।জানা গেছে, রাজস্ব ভবনের আইটিও অফিসের ২৩৮ নম্বর ঘরে আগুন লাগে। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ দমকল বিভাগ এই সংক্রান্ত একটি ফোন পায়। দ্রুত দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে মিনিট দশেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুন লাগলো তা এখনও জানা যায়নি। হতাহতের খবর নেই বলে জানান সূত্র থেকে।

গ্রাহকদের টাকা নিয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ, ধৃত ব্যাংকের মহিলা কর্মী

জয়পুর, ৬ জুন ঃ বাড়িতে বেশি টাকা রাখা সুরক্ষিত নয়, চুরির ভয় থাকে। টাকা সুরক্ষিত রাখতেই সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন। কিন্তু ব্যাঙ্কেও কি টাকা সুরক্ষিত? আপনার ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকা অন্য কেউ ব্যবহার করছে না তো? এক ব্যাঙ্ক কর্মীর কাণ্ডে এই প্রশ্নই এখন সাধারণ মানুষের মনে। রাজস্থানের কোটার একটি ব্যাঙ্কের এক অফিসার সাধারণ মানুষের জমা রাখা ৪ কোটি টাকাও বেশি গায়েব করে দিয়েছেন। সাক্ষী গুপ্তা নামক ওই যুবতী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রিলেশন ম্যানেজার পদে ছিলেন। তিনি ব্যাঙ্কের ইউজার ফিক্সড ডিপোজিটের লিঙ্ক ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের টাকা উধাও করে দেন। জানা গিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট ৪১ জন গ্রাহকের ১১০টি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৪.৫৮ কোটি টাকা বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেয়। সেই টাকা নিয়ে তিনি স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করেন অল্প সময়ে বেশি রিটার্ন পাওয়ার জন্য। তবে লাভ তো দূর, বরং সব টাকাই ডুবে যায়। যাদের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে টাকা নিয়েছিল, সেই টাকা ফেরত দিতে পারেনি। গতকাল রাতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা কমল হাসান এবং ডিএমকে প্রার্থীদের

চেন্নাই, ৬ জুন ঃ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে তামিলনাড়ু বিধানসভা কার্যালয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য ডিএমকে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তামিলনাড়ু থেকে ৬টি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন যে ডিএমকে ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং জোটসঙ্গী মাক্কাল নিধি মায়াম একটি আসনে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।ডিএমকে থেকে বর্তমান সাংসদ উইলসন, কবি সালমা এবং প্রাক্তন বিধায়ক শিবলিঙ্গম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সঙ্গে ডিএমকে জোট সঙ্গী মাক্কাল নিধি মায়াম এর নেতা কমল হাসানও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে এদিন সাংসদ উইলসন, কবি সালমা, প্রাক্তন বিধায়ক শিবলিঙ্গম এবং কমল হাসান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই সময় উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্টালিন, ভাইকো, সাংসদ কানিমোঝি এবং অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে করোনা সংক্রমণ বেড়ে ৫৩৬৪ ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ দেশের করোনা পরিস্থিতি ফের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে হল ৫৩৬৪। বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়িয়ে ৫,৩৬৪-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় চার জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে।বিভিন্ন রাজ্যে ৪,৭২৪ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল

বা হোম আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। মৃতদের মধ্যে একজন কেরলের, দুইজন কর্ণাটকের ও একজন পঞ্জাবের বাসিন্দা। তারা সবাই ৬৫ বছরের বেশি বয়সের প্রবীণ রোগী ছিলেন।কেরলে সর্বোচ্চ আক্রান্ত রাজ্য, যেখানে ১,৬৭৯ জন করোনা রোগী রয়েছে। এর পর রয়েছে গুজরাত (৬১৫), পশ্চিমবঙ্গ (৫৯৬) এবং দিল্লি (৫৬২)। দিল্লি স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার দিল্লিতে ৫ শতাংশ পজিটিভিটি রেটের সঙ্গে ১২৪ নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,৬জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার কল্যাণে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সাড়া শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার টাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) যুক্ত ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘণ্টা কাজ করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে কাজ করলেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৫ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই। চন্দ্রিকার কণ্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইই সব তার চাহিদা মেটাচ্ছে । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে ডেটাকেও আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি সে ভাবেই নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । এখানে বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া) স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয় । ন্যূনতম ঘণ্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায়

মেয়েদের ছোট পোশাক পছন্দ করি না, বিজেপি মন্ত্রী কৈলাশের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া

মৌসুমী সেনগুপ্ত,কলকাতা, ৬ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের মন্তব্য ঘিরে ফের বিতর্ক উঠেছে। মেয়েদের ছোট পোশাক পরা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না বলে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমী সংস্কৃতি এবং ভাবধারার সঙ্গে তিনি একমত নন। তাঁর এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে আসার পর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সামসুজ্জোহা বিশ্বাস লিখেছেন, এটাকে বিতর্কিত মন্তব্য বলা সমীচীন নয়। উনি উনার রুচি ও মানসিকতা অনুযায়ী কথা বলেছেন। উনার এই মানসিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।স্বপন পাল লিখেছেন, যে যার মানসিকতা নিয়ে চলুন, তাতে কারও আপত্তি

করার কিছু নেই! সাবির আলি শেখ লিখেছেন, পোষাক মানুষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। পোষাক পরিধান করার পর ও উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরছে অধিকাংশ নারী। এটা মায়ের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। অন্যদিকে, অরিজি বিশ্বাস লিখেছেন, এর সাথে সেল্ফি তুলতে যায় যারা তাদের খুরে নমস্কার। আহসান আলি লিখেছেন, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম কার রুচি হবে ওর সঙ্গে সেলফি নিতে। করুণ কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, লোকটা মানে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বাংলায় দলের ইনচার্জ থাকা কালীন ২১শে টিকিট বিলি করেছিল কামিনী কাঞ্চনের বিনিময়ে। এটা আমার কথা নয়। ওদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বলেছেন বহুবার।প্রসঙ্গত কৈলাশবাবু জানিয়েছেন, ছোট পোশাক পরে কোনও মেয়ে যদি তাঁর সঙ্গে নিজস্বী তুলতে আসেন, তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ছবি তোলেন না। মেয়েদের 'দেবী' বলে মনে করেন, দাবি করেছেন কৈলাস।

ঈদে পশু কোরবানি নিষিদ্ধ করা নিয়ে তসলিমার মন্তব্যে সায় নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৬ জুন ঃ ঈদে পশু কোরবানি নিষিদ্ধ করা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করলেন বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।শুক্রবার ভোরে তিনি এই পোস্ট করেছেন। এর ৬ ঘণ্টা বাদে মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ৬০০, ৩৮ ও ৮৭। মন্তব্যে প্রায় সকলেই সায় দিয়েছেন তাঁর মন্তব্যে।তসলিমা লিখেছেন, মরক্কোর সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এবারের ঈদে পশু কোরবানি নিষিদ্ধ। ৯৯ মুসলমানের দেশে কেউ কোরবানির ঈদে কোরবানি দেবে না। দীর্ঘদিন খরায় ভুগছে দেশ, গবাদি পশুর সংখ্যা কমে গেছে। সুতরাং পশু হত্যা করা যে উচিত নয়, তা সকলেই অনুধাবন করেছে। পশু কোরবানি

নিষিদ্ধ এমন ঘোষণা শুনলে বাংলাদেশের ধর্মান্ধগুলো কী করতো বলে মনে হয়?মহম্মদ হামিদ লিখেছেন, ঠিক করেছে নিরীহ প্রাণী গরুগুলা বেঁচে গেল। ইমাম হুসেন লিখেছেন, নিজেরা নিজেদের কুরবানি, বলি দিক। আসমা আহমেদ লিখেছেন, তবু ভালো ক্ষরার কারণে হলেও বহু প্রাণীর প্রাণ বাঁচলো। সমাধ হাসান লিখেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতো,বলতো এ ভারতীয় চক্রান্ত।নৃপেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, ধীরে ধীরে সব দেশেইক পশু কুরবানী বন্ধ হবে। দেবতাদের খুশী করতে হিন্দুরা নিয়মিত মানুষ বধ করত। সেটা বন্ধ হয়েছে অনেক আগে।উমিকা রায় লিখেছেন, কোরবানির জবাই আর খাওয়ার জন্য জবাই আলাদা ফার্ম বানিয়ে মেডিসিন দিয়ে পশুগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে মেশিন দিয়ে কেটে প্রোসেস করার মধ্যে কি কোনো তফা নেই ? অবশ্যই আছে। কোরবানি একটা নির্মম প্রক্রিয়া। পশুর কষ্ট হয় জবাই করলে। মারা যাওয়ার সময় প্রাণীর শরীর থেকে যে স্ট্রেস হরমোন করটিসল নির্গত হয়, সেটা মানুষ মাংসের সাথে গ্রহণ করলে মানুষের ও স্ট্রেস হরমোন বাড়ে। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা রক্তারক্তি খুনাখুনি কোন ধর্মের লোকেরা বেশি করে। আপনি জবাই করা মাংস খাবেন আর আপনার মাঝে স্ট্রেস এর আধিক্য থাকবেনা এটা হতে পারেনা।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সভায় তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যে কড়া প্রতিবাদ সুকান্তর

কলকাতা, ৬ জুন ঃ 'অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাণ্ডবেশ্বর এর তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাংঘাতিক অভিযোগের প্রতিবাদ করল বিজেপি। তার বক্তৃতার ভিডিয়ো যুক্ত করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি শুক্রবার এক্সবার্তায় প্রতিবাদ করেছেন।নরেন্দ্রনাথ বলেছেন, সিঁদুরকে নিয়ে যদি খেলা করে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। গোটাটাই নাটক, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকরা বেড়াতে এসেছে, কাশ্মীরে ১০ ফুট দূরে- দূরে জওয়ানরা থাকেন। পহেলগাঁও-সহ প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে জওয়ানরা থাকে। একদল দুষ্কৃতী চলে এল, তার তিন আগে সব নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।এদিকে, দেশের সেনাকে এভাবে অপমান নিয়ে সোচ্চার রাজ্য বিজেপি। সুকান্ত মজুমদার এক্স পোস্টে লিখেছেন, পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই জঘন্য এবং নিন্দনীয় মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে কতটা দেশবিরোধী বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি নির্লজ্জভাবে দাবি করেছেন যে ভারতের পাকিস্তানের সাথে মিল রয়েছে! এই বক্তব্য কেবল আপত্তিকর নয় - এটি স্পষ্টতই দেশবিরোধী বলে জানান তিনি।

রাজ্য প্রশাসনের নগ্ন চেহারাটা আবারও বেরিয়ে পড়ল, তোপ সুজনের

কলকাতা, ৬ জুন ঃপুলিশের হুমকি চিঠি- শুধু সুমন দে'র নয়, বস্তুত গোটা সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা বটেই। বৃহস্পতিবার রাতে এক্সবার্তায় এই অভিযোগ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।সুজনবাবু লিখেছেন, অনুরতর হয়ে প্রেসকে ভয় দেখানো। দাপট চোখ রাঙানো। পুলিশ-তৃনমূল-দুস্কৃতিদের রাজত্ব। স্বৈরাচারী প্রবনতা ক্রমশই ফুটে বেরোচ্ছে।অপর একটি এক্সবার্তায় সুজনবাবু লিখেছেন, ফিরহাদ হাকিম বা অন্য তৃণমূল নেতারা একবার নিজেকে ঐ পুলিশ অফিসারের চেয়ারে বসিয়ে দেখুক, অনুব্রত যে ভাষায়মাকে স্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন, সেটা শোনার পর ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি দিলে মেনে নিতেন তো?

এক লাফে অনেকটা বাড়ল সেনসেক্স

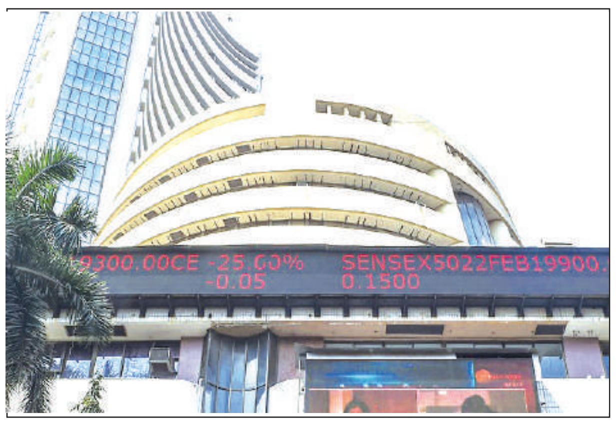

মুম্বই, ৬ জুন ঃ শুক্রবার সকালে এক লাফে ৬৯২ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় সেনসেক্স। প্রাথমিক হিসাব বলছে, ০.৮৪ শতাংশ বেড়ে আজ ৮২ হাজার ১৩৮ পয়েন্টে এসে ঠেকেছে এই সূচক।সেনসেক্স বাড়ছে, নিফটি ৫০ কি পিছিয়ে থাকবে? মোটে নয়। বাজার খোলার কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত একটু পড়ে এক লাফে নিফটি ছুঁয়ে ফেলেছে ২৩০ পয়েন্টের গণ্ডি। ০.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ হাজার ৯৭৯ পয়েন্টে এসে ঠেকেছে এই সূচক।কিন্তু বাজার স্টিটে হঠাৎ এই ' বন্যার'কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাত ধরেই শুক্রবার শেয়ার বাজারে এসেছে টাকার বন্যা। এদিন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিন দিনের মনিটারি পলিসি কমিটির বৈঠকের পর জানিয়েছে, তৃতীয় বারের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের রেপো রেট কমাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজারে যে প্রভাব ফেলবেই এই নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই।

কোহলিকে গ্রেফতারের দাবি সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ডিং

বেঙ্গালুরু, ৬ জুন ঃ বুধবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিজয় উৎসব বদলে গিয়েছিল বিপর্যয়ে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান, আহত হয়েছেন বহু। এরই মাঝে সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ডিং বিরাট কোহলি।কোহলির 'ট্রেন্ড' করা আর এমন কী বড় কথা। ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার প্রায়ই ট্রেন্ড করে থাকেন। তার অনুরাগীর সংখ্যা, কল্পনাতীত। তবে তাঁকে ঘিরে এই উন্মত্তার জেরেই যে প্রাণ হারালেন ১১ জন, এমনটাই মত অনেকের।এরপরেই ট্রেন্ডিং 'ArrestKohli'। অর্থাৎ বিরাট কোহলিকে গ্রেফতার করা হোক। নেটিজেনদের দাবি কোহলির ডাকেই কাতারে কাতারে ভিড় জমিয়েছিলেন আরসিবি অনুরাগীরা। তাঁর পরিণামে চরম পরিণতি হয়েছে এতজনের। তাই তাঁকেই গ্রেফতারের করা হোক।প্রসঙ্গত, এই দুর্ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন আরসিবির মার্কেটিং প্রধান নিখিল সোসালে। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকেই গ্রেফতার করা হয় বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজির মার্কেটিং প্রধানকে। বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ।

অভিনয়ে হাতেখড়ি কুণাল ঘোষের- এই শিরোনামে খবরে নেটনাগরিকদের তোপ

কলকাতা, ৬ জুন ঃ মনীষা মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা, অভিনয়ে হাতেখড়ি কুণাল ঘোষের। শুক্রবার একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে এই শিরোনামের একটি খবর সামাজিক মাধ্যমে আসার পর মন্তব্য এসেছে বিস্তর।পোস্ট করার ২৩ মিনিট বাদে বেলা সওয়া ১১টায় মন্তব্য হয়েছে ২৫টি। এর সিংহভাগের তোপ কুণাল ঘোষের দিকে।বিনয় হর লিখেছেন, ভালো পারবে। সারদার টাকার অন্তর্ধান রহস্যের কৃতিত্বের শংসাপত্র ওনার দখলে। প্রিয়ব্রত রায় লিখেছেন, শকুনে শকুন চেনে। কুণাল কুণালকে চেনে। আগেই বলেছি, ভাম-বিজেমূল-তৃজেপি সমগোত্রীয়। এস এন দাস লিখেছেন,

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনি খুবই বিভ্রান্ত এবং বিষণ্ণ বোধ করবেন। এর ফলে আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন। ধ্যানে আপনি অনেকটা সময় দেবেন এবং প্রচুর প্রার্থনা করবেন। বিরূপ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আপনার অগ্রগতি হবে।।

বৃষঃ এখন আপনাকে সমস্যা থেকে দৌড়ে পালানো বন্ধ করতে হবে এবং সরাসরি সেগুলির সম্মুখীন হতে হবে। আপনার ভালোবাসার মানুষরা আজকে আপনার বস্তুগত উদারতা উপভোগ করবেন।

মিথুনঃ প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি ভালো প্রমাণিত হবে। আপনার সম্পূর্ণভাবে এক অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন। বিবাহিত না হলে আপনারা বিয়ে বা বাগদান সম্পন্ন করতে চাইবেন।

কর্কটঃ আজকে আপনি, আপনার পরিকল্পনা খুব ভালোভাবে মেনে চলবেন। যদিও, আজকের দিনটি একটা বিরল একটি দিন, যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। আপনি নিজের মতামত নিজের কাছে রাখবেন এবং মাথায় কি আছে তা প্রায় প্রকাশই করবেন না।

সিংহঃ এক শুভ ও অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়ির ভালোর জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। বাড়ি জন্য নতুন কিছু জিনিসপত্রও কিনবেন। আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্নপ্রাশন্ন প্রশ্নের উদয় হওয়াও মাথায় নতুন কিছু প্রভাবিত করে পারে।। অন্নব্যবসীর প্রশ্নের সামনে পড়তে পারে।।

কন্যাঃআজকে অন্তর্মুখী হবে, চিন্তা করার দিন। শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে পান। ঝিনুকের মত নিজের মধ্যে বন্ধ হয়ে যান এবং অন্তরের মুক্তো খুঁজে পান। আজকে, আপনি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাদের তার প্রয়োজন আছে। প্রেমিকেরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং তাদের প্রেম জীবন সম্বন্ধে হয়তো কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

তুলাঃকর্মক্ষেত্রে ক্ষমতাধ থাকা কোনও ব্যক্তি হয়তো, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য খুব ভাল এবং আপনার নিজের চিন্তা এবং আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোনও কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। এই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা আপনার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হবে, যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন। আপনার হয়তো সময় কম পড়বে। এটি আপনার জন্য কঠিন হতে পারে।

বৃশ্চিকঃসকালের ঝলমলে আলোর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে দিনটিকে শুরু করুন। আশপাশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক উপভোগ করুন। সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে। প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন।

ধনুঃআজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন। আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন।

মকরঃপরিবারে কিছু দারুণ ঘটনা ঘটার কারণে সারা দিনটাই উচ্ছ্বাসে ভরে থাকবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কাজের জায়গায় আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন।

কুম্ভঃ আজকে আপনি লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন। আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন। নিস্ফল কিছুর পিছনে আপনি আপনার সংস্থান খরচ করবেন না এবং এই মনোভাবের কারণে আপনার পথ চলা মসৃণ এবং দ্রুত হবে।

মীনঃ আজকে আপনার জন্য খুব একটি খুবই ফলদায়ক দিন অপেক্ষা করছে। আপনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর

আবহাওয়া

শুক্রবার থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনে কমপক্ষে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। এমনিতে শুক্রবার আংশিক মেঘলা আকাশ। হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। বৃহস্পতিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ এবং সর্বনিম্ন ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ।হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, শনিবার থেকে গরম বাড়বে বীতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে। জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৪২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৫টা ০২ মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে।

সুন্দরবনের নদী বাঁধের সংস্কার সহ একাধিক দাবিতে রায়দীঘিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন এস ইউ সি আই দলের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৬ জুন ঃ এস ইউ সি আই (সি)

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ থেকে সুন্দরবন এলাকায় নদী বাঁধের ভাঙন,দুর্বল বাঁধগুলো রক্ষা করা সহ একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রায়দিঘী কাছারী মোড় ইরিগেশন ক্যাম্পাসে রায়দিঘী- কুলতলী - কুয়েমারী ইরিগেশন এস ডি ও দপ্তরে কয়েকশত মানুষের বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশ মানুষ শ্রীজমুখ থেকে মিছিল করে রায়দিঘী ব্রীজ- রায়দিঘী গোলপার্ক হয়ে রায়দিঘী ইরিগেশন ক্যাম্পাসে পৌঁছায়। এখানে কুলতলী-কুয়েমারী- রায়দিঘী দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় সু-উচ্চ- মজবুত স্থায়ী বাঁধের ব্যবস্থা , ভেঙে যাওয়া ও দুর্বল নদীবাঁধ অবিলম্বে মেরামত করা ও নতুন বাঁধ নির্মাণে অধিগৃহীত জমির ন্যায্য মূল্য দেওয়া এবং বাঁধ নির্মাণে আইলা প্রকল্প কার্যকরী করা , নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া , অকেজো স্লুইস গেট ও খালগুলি সংস্কার করার সহ বিভিন্ন দাবিতে আধিকারিকদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সুজিত পাত্র, ডায়মণ্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিশ্বনাথ সরদার, বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রকাশ মাইতি, বাপি মাইতি, পবিত্র মাইতি সহ আরো অনেকে।

সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে সংকল্প গ্রহন করা হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৬ জুন ঃ গত বৃহস্পতিবার ছিলো বিশ্ব পরিবেশ

দিবস।সারা রাজ্যের সাথে জয়নগর ও কুলতলির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, হাসপাতাল সহকারে বৃক্ষ রোপন, বিতরণ,ট্যাবলো সহকারে সচেতনতা মূলক পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। এদিন জয়নগর এক ব্লক প্রশাসন, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত,দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত,নারায়নীতলা পঞ্চায়েত, শ্রীপুর পঞ্চায়েত,উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত, জাঙ্গালিয়া, ধোসা চন্দনেশ্বর,খাকুড়দহ পঞ্চায়েত এলাকায় বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও ট্যাবলো সহকারে পদযাত্রা বের হয় এলাকায়।যাতে স্কুল পড়ুয়ারা সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য,বহু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান, কর্মীবর্গরন। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে গাছের চারা বিতরন করেন চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার।জয়নগর সাব টাফিকের উদ্যোগে তিলি পাড়া এলাকায় বৃক্ষ রোপন করা হয় এবং বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাব টাফিক ওসি সুভাষ পাল সহ আরো অনেকে। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে এদিন বৃক্ষ রোপনে সামিল হন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বাবুল মজুমদার সহ আরো অনেকে। জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা, বাইশহাটা, সাহাজাদাপুর,গড়দেওয়ানি, ময়দা ,মনিরতট ও চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় গাছ বসানোর মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। সুন্দরবনকে প্লাসটিক মুক্ত করতে এদিন সংকল্প গ্রহন করেন সাধারন মানুষ।

শ্রীরামপুরে অভিনব কায়দায় ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ৬ জুন ঃ হুগলির শ্রীরামপুরের বৌবাজার এলাকায়। গত ২৮ মে-র এই ঘটনার ভিডিয়ো বর্তমানে প্রকাশ্যে এসেছে। আর প্রকাশ্যে আসার পরেই তা রাতারাতি ভাইরাল। অভিনব কায়দায় ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে চুরি। সেই চুরির ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরির অভিযোগ উঠল এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, সেই দুষ্কৃতী গত ২৮ মে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ক্রেতা সেজে দোকানে আসেন। সেই সময় দোকানে অন্য কোনও ক্রেতা ছিলেন না। দোকানে ঢুকে সেই ব্যক্তি মহিলা কর্মীকে জানায়, আগের দিন তিনি যে সোনার চেনটা নিয়ে গিয়েছিলেন তা বদল করবেন। যেহেতু তিনি এর আগেও এসেছেন, তাই কর্মী কোনও সন্দেহ করেননি। এর পর কর্মী একগুচ্ছ সোনার চেন বের করে তাকে দেখান। অভিযোগ, সেই সময়ই ওই দুষ্কৃতী হঠাৎ কর্মীর হাত থেকে চেনের গোছা কেড়ে নিয়ে দৌড় দেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুষ্কৃতীর খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ৮০ গ্রাম ওজনের সাতটি সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে ওই দুষ্কৃতী দোকান থেকে চম্পট দিয়েছে। ঘটনার পরই সোনার দোকানের মালিক কমল পাল শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দোকানের মালিক জানিয়েছেন, গত ১৪ মে ওই ব্যক্তি প্রথমবার তাঁর দোকানে এসেছিলেন। ওইদিন তিনি দোকান থেকে একটি রুপোর চেন কেনেন। ফের ২৫ তারিখ একটি রুপোর আংটি কেনেন। এর পর ২৬ তারিখ আবার এসেছিলেন। ওইদিন তিনি একটি সোনার চেন কিনে নিয়ে যান। এর পর ২৮ তারিখ সেই সোনার চেনটি নিয়ে তিনি দোকানে আসেন। তখনই এই ঘটনা ঘটে।

ধরিত্রী যেখানে বিপদাপন্ন

বেবী সরদার ঃ প্রতিবছর ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই দিনটি পরিবেশ সুরক্ষার জন্য জনগণকে সচেতন করা ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।এই বছর ২০২৫ এ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য যাতে হ্রাস করে পরিবেশে তা পুনরুদ্ধার করে আবার পুনরব্যবহার করা হয় তা জনগণকে বোঝানো। ফলে বায়ুদূষণ ও ভূমিদূষণকে রোধ করা সম্ভব হবে ।আর প্লাস্টিক তো কার্বন, হাইড্রোজেন ,অক্সিজেন দিয়ে তৈরি, কিন্তু প্লাস্টিকের কোন পচন বা বিয়োজন হয় না। সেই কারণে প্লাস্টিকের বর্জ্য মাটিতে ও মেশে না । তাই প্লাস্টিকের প্রকার অনুযায়ী আলাদা করে ,যেমন- পলিওলিফিনস ,পলিস্টিরিন ও পলিভিনাইট ক্লোরাইড এগুলিকে তাদের প্রকার অনুযায়ী আলাদা করে পরিবেশের স্বার্থে পুনর্নবীকরণ করে তা গলিয়ে পুনর্ব্যবহার করলে ভূমি দূষণ কে রোধ করা যেতে পারে। না হলে তো ফলাফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি , তা হলো দিনের পর দিন আবহাওয়া ও জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন ঘটছে , যেমন ধরুন বছরে ছয়টি ঋতুর মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি ঋতুকে আমরা দেখতে পাই তা হল গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। কিন্তু শর, হেমন্ত ও বসন্তের কোন দেখা নেই। আর দিনের পর দিন মানুষ নিজেদের উন্নয়নের জন্য বৃক্ষরোপণ না করে শুধুমাত্র বৃক্ষচ্ছেদন করে চলেছে । ফলে বৃষ্টির অভাবে বায়ুর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন দেখা দিয়েছে। এর জন্য যেমন নরওয়ের মত শীতল স্থানে বরফ বলতে শুরু করেছে , তেমন আবার আলজেরিয়ার মত শুষ্ক মরুভূমির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাছাড়া বর্তমানে উন্নত মানব সমাজ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে তাদের কাজকর্ম করে চলেছে আর বনভূমিকে ধ্বংস করে চলেছে । ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা স্বাভাবিকের থেকে আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে , যাকে আমরা এক কথায় অতি উষ্ণতা বলছি। আর এই অতি উষ্ণতার ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পৃথিবীর উষ্ণতা ০.৩৩ সেলসিয়াস. থেকে 0.6* সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলাফল স্বরূপ আমি আগেই বলেছি, মেরু প্রদেশে বরফ গলা থেকে শুরু করে শুষ্ক মরুভূমির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ।আর এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা এভাবে অতি উষ্ণতা বাড়তে থাকলে- হয় প্রবল খড়া , নয়তো প্রবল বন্যা অথবা রোগ ও মহামারীর মত প্রকোপ ও বাড়বে । তাইতো সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বোধকে জাগানোর জন্য প্রতিবছর ৫ ই জুন এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

বিধাননগরে বাজার পরিদর্শনে টাস্ক ফোর্স আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ সবজি, মাছ সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারনের নাগালের মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকারের গঠির টাস্ক ফোর্স ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা আজ কলকাতা লাগোয়া বিধাননগরের বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেন। আজ তারা বিডি, এবি, এসি মার্কেটে গিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জিনিসপত্রের দাম খতিয়ে দেখেন। অকারনে জিনিসের দাম বাড়ালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুশিয়ারী দেওয়া হয়।

বারুইপুরে আবগারি অফিসের পাশে পুকুর ভরাট চলছে

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৬ জুন ঃ রাজ্যে আনাচে কানাচে পুকুর ভরাটের কাজ চলছে রমরমিয়ে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে চলছে এই বেআইনি ভরাটের কাজ।এবারবারুইপুর আমতলা রাস্তার ধারে একেবারে টিন দিয়ে ঘিরে নিয়ে সাদা বালি ফেলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পি ডবলু ডি এর দেওয়া রাস্তার পাশে গার্ডরেল ভেঙে এই কাজ হচ্ছে এমনই অভিযোগ। খোদ বারুইপুর কলেজের পাশেই বারুইপুর সার্কেল এর আবগারি দপ্তরের অফিসের পাঁচিল ঘেঁষে দেওয়া হয়েছে টিন। রাতের অন্ধকারে ও সকালে সাদা বালি এনে ফেলা হচ্ছে এই টিনের ঘেরা অংশের পুকুরে। এই ভাবে পুকুর ভরাট কে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বারুইপুরের হরিহরপুর পঞ্চায়েতের কেয়াতলা এলাকায় চলছে এই বেআইনি কাজ।এই এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এর আগেও কল্যাণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর ভরাট হলেও কোনোও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুকুর ভরাট করেই আবাসন, বালি সিমেন্টের কারখানা গনে উঠেছিল। এদিকে, এই প্রসঙ্গে বানির মালিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন তাঁরা কিছু জানেন না। পাশাপাশি হরিহরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কমল মিত্র বলেন, এটা শালী রেকর্ড জমি। পুকুর ভরাট হচ্ছে না। তবুও খতিয়ে দেখা হবে। রেকর্ডে পুকুর থাকলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত অন্যায় কাজ বরদাস্ত

পূর্ত দপ্তরের অফিসের পিছন দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ পূর্ত দপ্তরের অফিসের পিছন দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাটে চাঞ্চল্য। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড়ের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রের খবর, পূর্ত দপ্তরের অফিসের পিছন দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে এদিন ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তা নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জগৎবল্লভপুর থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের শরীরে কোনও বড়সড় আঘাতের চিহ্ন নেই। খুব সম্ভবত মৃতদেহটি তিন থেকে চার দিন ধরে পড়েছিল। কিভাবে ওই ব্যক্তি ওখানে এসেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার মানুষের অভিযোগ ওই ব্যক্তিকে খুন করে ওখানে ফেলে রাখা হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মনে হচ্ছে খুন করা হয়েছে। মুন্সিরহাটের বাসিন্দা শেখ ইসমাইল বলেন, এমনভাবে পড়ে রয়েছে

মেহরাজ মিদ্দা বলেন, দেখে মনে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে বডিটা পড়ে ছিল। মুখ দেখেও দেহ সনাক্ত করা যাচ্ছে না। অনুমান পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দার নিকিতা তেওয়ারি বলেন, মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। কিভাবে এখানে এসেছে তা জানা যাবে। দেহটি বোঝাই যাচ্ছে না। ৪-৫ দিন আগে মনে হচ্ছে মারা হয়েছে। মৃত যুবক গরুর ব্যবসায়ী হতে পারন। পাশে ব্যাগ এবং গামছা ছিল। মনে হচ্ছে টাকা পয়সা নিয়ে গন্ডগোলের জেরে এসো খুন করা হয়েছে। যেদিকে মৃতদেহ ফেলা হয়েছে সেদিকে কেউ আসে না। মুখের আলকাতরা মাখানো ছিল।

হরিপালে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা শিক্ষা আন্দোলনের জনক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তি উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ৬ জুন ঃ হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত বঃ দীপুর পাতকোয়াতলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বার্তাবাহক, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত, 'ডন' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বন্দিপুরের বীর সন্তান শ্রদ্ধেয় আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য জন্মদিনে তাঁর জন্মভিটায় এই কৃতি বঙ্গ সন্তানের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ও তার আবরণ উন্মোচনের একটি অনুষ্ঠান ও প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়েছে। এই পবিত্র দিনে মূর্তির আবরণ উন্মোচিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা শাসক মুক্তা আর্য, সাংসদ মিতালি বাগ, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, ডঃভাস্কর গুপ্ত (উপাচার্য,জে আই এস ইউনিভার্সিটি, কলকাতা), প্রফেসর অমিয় কুমার পাণ্ডা (উপাচার্য, রাণী রাসমণী গ্রিন ইউনিভার্সিটি), প্রফেসর অসিত কুমার মিত্র (সেক্রেটারি, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ), এস পি গ্রামীণ কামনাশিস সেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন অনেক দেরি হয়ে গেছে দেরিতে হলেও এই স্বাধীনতা জেলাশাসক আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আছেন আছেন অনেকে। হরিপাল

সংগ্রামীর ভারতের শিক্ষা আন্দোলনের জনক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবরণ মূর্তি উন্মোচন করা হলো। শিক্ষা নিয়ে তার অবদান অনেক আছে। তার জন্ম ভিটে সংরক্ষণ করা হয়েছে জন্ম ভিটাতে মিউজিয়াম বা অন্য কিছু করা যায় আমরা সরকারকে বলেছি এবং এখানে অনেক শিক্ষা জগতের ব্যক্তিত্বরা আছেন এমপি বিধায়ক অনেক মনীষীদের পিঠস্থান একটা একটা করে আমরা এবার তাদের ইতিহাস বার করব সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক কিছু দিয়েছেন তাকে আমরা সারা জীবন স্মরণ করব। আগামী প্রজন্মের কাছে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কি তার অবদান ছিল সেসব তুলে ধরেই আমাদের লক্ষ্য। এই গ্রাম তার জন্ম ভিটে।

আরামবাগ রেলের জন্মদিন, চলতে চলতে ১৩ বছর পূর্ণ হলো আরামবাগ রেলের

শুভঙ্কর দে, আরামবাগ, ৬ জুন ঃ আরামবাগ রেলের জন্মদিন। গুটি গুটি পায়ে চলতে চলতে ১৩ বছর পূর্ণ হলো আরামবাগ রেলের। প্রথম চালু হয়েছিল ২০১২ সালের এই দিনটায়। তখন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়। তাঁর হাত ধরেই আরামবাগ রেল চালু হয়। নিত্যযাত্রীদের কেউ কেউ বললেন, 'হ্যাপি বার্থডে আরামবাগ রেল', কেউ বললেন, ' রেলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা', কেউ বা বললেন, ' আরামবাগ রেল দীর্ঘজীবী হোক।' একজন বললেন, ' জট কাটুক আর কামারপুকুরে রেল চলুক।' আবার কেউ বললেন, ' ২৫ টাকায় আরামসে হাওড়া। শর্ট টাইমে, অল্প পয়সায় হাওড়া, ভাবা যায়? আমরা গর্বিত।' ওই দিন তিনি আরামবাগে এসে রেলের উদ্বোধন করেন। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত যাত্রীদের অনেক প্রত্যাশাই মিটেছে। প্রত্যাশা আরও আছে। যেমন, ভাবাদিঘি জট কাটিয়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটি পর্যন্ত রেল চলুক। যাত্রীদের আশা, এই জট খুব শীঘ্রই কেটে যাবে। বিগত ১৩ বছরে একটু একটু করে আজ লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এটাও দাবি। আরামবাগের বিধায়ক রেল দপ্তরে আপাতত তিনটি ট্রেন বাড়ানোর দাবি জানান লিখিত ভাবে। ভারতীয় রেলের স্বপ্নের তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইনের জায়গা আরামবাগ। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ রেলপথ ব্যবহার করেছেন। অল্প পয়সায়, অল্প সময়ে, আরামের যাত্রা হলো এই রেল। যাত্রী সংখ্যাও

আরামবাগের রেলের এই জন্মদিনকে স্মরণ করে যাত্রীরা তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানালেন। আরও উন্নয়নের আশা প্রকাশ করেন তাঁরা। আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, '৬ জুন ২০১২ সালে চালু হয়েছিল আরামবাগ তারকেশ্বর পর্যন্ত রেল চালু হয়। ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন ছিল। তারপর ধাপে ধাপে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ লাফিয়ে লাফিয়ে বো।ে চলেছে। তাই আমি জন্মদিনের আগেই ট্রেন বা।ানোর দাবি জানিয়েছি রেলের কাছে। আরামবাগবাসী হিসেবে এটা আমাদের গর্ব।' অনেকেই বলেছেন, ' না করে, এই জন্মদিনে আমাদের একান্ত আবেদন, ভাবাদিঘি জট কাটিয়ে দিন। রামকৃষ্ণ দেবের কামারপুকুর আর মা সারদাদেবীর পুণ্যভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে আরামবাগ রেল যুক্ত করুন। তা হলে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে।'

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের দুর্ঘটনা অপ্রত্যাশিত, মন্তব্য প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ ১৮ বছর পর বিরাট কোহলি প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর উন্মাদনা যেভাবে শেষ হল এটা সবার পক্ষেই অপ্রত্যাশিত ছিল, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের দুর্ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতনের।আরসিবি আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হবার পর বেঙ্গালুরুতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১২ জনের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেন বাংলার বিশিষ্ট প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। প্রসঙ্গত, বুধবার ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঢুকতে সমর্থকদের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীরতন শুক্লা ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, খেলোযা। এবং দর্শক হিসেবে বিষয়টি খুব খারাপ লাগছে। ১৮ বছর পর বিরাট কোহলি প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিযন হযেছে। এর উন্মাদনা যেভাবে শেষ হল এটা সবার পক্ষেই অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রোটোকল আরও বেশি শক্ত হওযা প্রযোজন ছিল। দর্শকের কাজ নিজের দলকে সাপোর্ট করা। ২০১২ সালে কলকাতায আইপিএল ফাইনাল হযেছিল। তখন ভালো ব্যবস্থা নেওযা হযেছিল। ওই সময অনেক সেলিব্রেটি ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন। সব সেলিব্রেশানের আগে নিরাপত্তার দিকটা ভালো করে দেখে নেওযা উচিত যাতে কারও জীবন না যায। এদিনের ঘটনা এই শিক্ষাই দিয়ে গেল। যে সমস্ত পরিবার তাঁদের লোকেদের হারিয়েছেন তাঁরাই কষ্টে রয়েছেন। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছ লাগালো সাংবাদিকেরা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৬ জুন ঃ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, একদিকে যেমন বৃক্ষ কেটে নগর তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে একদল মানুষ সারা বছরই বৃক্ষরোপন করছে, তাই কিছুটা হলেও পরিবেশের ভারসাম্য বজায থাকছে তবে এবার কোন সমাজ কর্মী অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনে জেলার সাংবাদিকেরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন পোর্টাল সাংবাদিক এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা হুগলির উত্তরপাড়া পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় গাছ পুঁতলেন। গাছ লাগানো হলো উত্তরপাড়ার ঐতিহ্য জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরীর মাঠে, এছাড়া উত্তর পাড়ার পার্শ্ববর্তী ডানকুনি ও চন্ডীতলা থানা সংলগ্ন এলাকাতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক সোমনাথ বোটব্যল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক বনস্পতি দে, তুতুল দে, রকি সাহা, আনন্দ বর্মন, সুশান্ত কুমার দাস, শ্রীধর কুন্ডু, খোকন কোলে, এছাড়াও ছিলেন রাজ্য সভাপতি সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী। সাংবাদিকদের এই কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রেরণা দিতে জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরীর মাঠে উপস্থিত হন উত্তরপাড়ার পৌর প্রধান দিলীপ যাদব মহাশয়। রাজ্য সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, সারা বছর আমরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে যুক্ত থাকি কোন সাংবাদিক আক্রান্ত হলে আমরা স্বশরীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, আমাদের লক্ষ্য বিভিন্ন জেলায় জেলা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সাংবাদিকরা একে অপরের পাশে থাকবো। বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনিয়ন্ত্রিত গাছ কাটার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তা রক্ষা করতে গাছ লাগানো অত্যন্ত জরুরী। সাংবাদিক সংগঠনের হুগলী জেলার সম্পাদক সোমনাথ বটব্যাল বলেন সারা বছরই গাছ লাগানোর প্রয়োজন আছে, অসাধু চোরা কারবারিদের উপাতে আজকে সবুজায়ন চরম সংকটে। উত্তরপাড়ার পৌরপ্রধান সাংবাদিকদের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সাংবাদিকদের এই প্রয়াস সত্যিই মানবিক, ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেযার অ্যাসোসিয়েশন সমাজের স্বার্থে এগিয়ে চলুক এটাই কাম্য।

ক্যানিং এ পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার এক নাবালক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৬ জুন ঃ এক পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি দিয়ে ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার এক নাবালক। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি, তারপরই ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি। গ্রেপ্তার হল নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আর এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পুরো ঘটনার তদন্তে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধৃত নাবালকের বিরুদ্ধে আগেই এলাকায় চুরি ও বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ আসছিল। তা নিয়ে সালিশি সভাও বসে। পঞ্চায়েতেরই সদস্য জয়ন্ত হালদার ও অন্যান্যরা নাবালককে অপকর্ম থেকে দূরে থাকতে বলেন। অভিযোগ, সেই থেকে নাবালক জয়ন্ত ও তাঁর অনুগামী বাঁটুল মণ্ডলকে খুনের হুমকি দিতে থাকে। তাঁদের খুন করবেন এমন কথা নাকি ধৃত কয়েকজনকেও জানিয়ে ছিল। আর এমন খবর এলাকায় চাউর হতেই পঞ্চায়েত সদস্য জয়ন্ত হালদার ও তাঁর অনুগামী ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।শুক্রবার এই ঘটনার বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য জয়ন্ত হালদার বলেন, আমার পাড়ারই বছর ১৬-র নাবালক। এলাকায় ও হাটে বাজারে বেশ কয়েকবার চুরি ছিনতাই করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েকবার শালিসি সভাও বসেছিল। সেখানে বিচার করেছিলাম। আমার প্রতি আক্রোশ ছিল বোধ হয়। সেই কারণে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। আতঙ্কে ছিলাম। পুলিশে অভিযোগ জানাই। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় খুশি।অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সব দিক খতিয়ে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু ৯৫ বছরের বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু ৯৫ বছরের বৃদ্ধার, দাসনগরের ভারতমাতা কলোনিতে চাঞ্চল্য। জলে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধার। শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ হাও।ার দাসনগর থানা এলাকার বালিটিকুরি নস্করপাড়া ভারতমাতা এক নম্বর কলোনিতে ওই ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম অন্নপূর্ণা মন্ডল (৯৫)। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দাসনগর থানার পুলিস। ঘটনাস্থলে যান এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর ত্রিলোকেশ মন্ডল। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরি নামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর পুকুর থেকে ওই বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে এবং একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা অন্নপূর্ণা মন্ডল (৯৫) বাড়ির পাশেই বড়ো পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। কোনও কারণে জলে পড়ে তলিয়ে যান তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ডুবুরি নামিয়ে জল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলর ত্রিলোকেশ মন্ডল জানান, বৃদ্ধার তিন মেয়ে বিয়ের পর অন্যত্র থাকেন এবং দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে অন্যত্র থাকেন। এবং আরেক ছেলের আগেই দুরারোগ্য অসুখে মৃত্যু হয়। অন্নপূর্ণা দেবী প্রত্যেক দিনই ওই পুকুরে স্নান করতে যেতেন। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ তিনি স্নান করতে গিয়ে কোনওভাবে জলে তলিয়ে যান। পরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ডুবুরি এসে তাঁর দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে পরিবেশ দিবসে কাপড়ের ব্যাগ বিলি

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৬ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পে আসুন সবাই শপথ করি প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ি শ্লোগান কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ ব্যবসায়ী দের কাপড়ের ব্যাগ বিলি করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। এছাড়াও পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ৬নং ঝিল পাড়ে এনইউএলএম এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় উদ্যানে দশটি সুপারী গাছ লাগান হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, এনইউএলএম সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ অন্যান্যরা।পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন প্রতি বছরের মতো এবছর ও পুরসভার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। একদিকে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে স্বচ্ছতা অভিযানে কাপড়ের থলি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় পাশাপাশি পরিবেশ সবুজায়নে চারাগাছ রোপন করা হয়েছে।

আজ থেকে ১০ দিন বন্ধ বাণিজ্য

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ জুন ঃ আগামী শনিবার ঈদ। সাধারণত ঈদ উপলক্ষে প্রতি বছরই বন্ধ থাকে পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। কিন্তু এ বার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় টানা ১০ দিন বন্ধ থাকছে দুই দেশের বাণিজ্য। ৫ জুন থেকে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাণিজ্য বন্ধ থাকবে আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত। একটানা ১০ দিন ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকলে ব্যাপক ক্ষতি হবে বলেই দাবি আমদানি, রফতানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা। এই ১০ দিন বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও দুই দেশের যাত্রী পারাপার অবশ্য চালু থাকছে। তবুও ঈদের ছুটিতে যাত্রীদের যাতায়াত অনেকটাই কম হবে বলেই ধারণা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৬ সংখ্যা, শনিবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

এক সন্ধিক্ষণে বিশ্ব অর্থনীতি বদলে যাচ্ছে— ভারত কি প্রস্তুত?

বিশ্ব অর্থনীতি এক ভয়াবহ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, দ্রুত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং পরিবর্তনশীল শ্রম গতিশীলতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থ এবং উন্নয়নের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ করছে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব যখন প্রবৃদ্ধি এবং ক্ষমতার অর্থ পুনর্নির্ধারণ করছে, তখন ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এখন যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে তা নির্ধারণ করবে যে এটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে নাকি অন্যরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পিছিয়ে থাকবে। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ক্রমবর্ধমান মার্কিন-চীন অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরবরাহ শৃঙ্খলের গভীর পুনর্গঠনের সূত্রপাত করেছে। দেশগুলি তাদের নির্ভরশীলতা পুনর্নির্মাণ করছে এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন পুনর্বিবেচনা করছে। এই মন্থনের মধ্যে, একটি ক্রমবর্ধমান ঐক্যমত্য রয়েছে যে ভারত নতুন বিশ্ব কনফিগারেশনে একটি কেন্দ্রীয় খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। তার বিশাল এবং তরুণ জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অবকাঠামো এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে, দেশটির বেশ কিছু অন্তর্নিহিত সুবিধা রয়েছে। তবে প্রস্তুতি কেবল সম্ভাবনার বিষয় নয় - এটি প্রস্তুতি, নীতিগত সমন্বয় এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়নের বিষয়ে। বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট লক্ষণ হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত গ্রহণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সবুজ শক্তি, রোবোটিক্স এবং ডিজিটাল অর্থায়ন অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার নিয়মগুলিকে পুনর্লিখন করছে। ভারত ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, আধার, ইউপিআই এবং ওএনডিসির মতো প্ল্যাটফর্মগুলি অন্যান্য দেশের জন্য মডেল হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রযুক্তি খাতের বৃদ্ধি, বিশেষ করে সফ্টওয়্যার পরিষেবা, স্টার্টআপ এবং ডিজিটাল পেমেন্টে, উন্নয়নের ঐতিহ্যবাহী স্তরগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শন করে। তবুও, দেশটি এখনও উচ্চমানের উৎপাদন এবং অত্যাধুনিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর, জৈবপ্রযুক্তি এবং সবুজ প্রযুক্তিতে একটি ফাঁকের মুখোমুখি। সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিবর্তনকে পুঁজি করে ভারত তমেক ইন ইন্ডিয়াদ এবং উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্প চালু করেছে। তবে, আমলাতান্ত্রিক জড়তা, জটিল ভূমি ও শ্রম আইন এবং অসঙ্গতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মতো কাঠামোগত সমস্যাগুলি বিদেশী বিনিয়োগকে সীমিত করে চলেছে। ভারতকে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে চীনের সত্যিকারের বিকল্প হতে হলে, আরও জরুরিতা এবং স্বচ্ছতার সাথে এই বাধাগুলি সমাধান করতে হবে। কাজের ভবিষ্যত হল আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে বিশ্ব অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে। অটোমেশন এবং AI লক্ষ লক্ষ নিম্ন-দক্ষ চাকরির হুমকি দিচ্ছে, যদিও তারা দক্ষ শ্রমের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে। শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বাস্তুতন্ত্রকে পুনর্গঠন না করা হলে ভারতের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ জনসংখ্যাগত দায়বদ্ধতায় পরিণত হতে পারে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল শিল্পের জন্য পুনঃদক্ষতা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। দেশের কেবল আরও চাকরি নয়, টেকসই খাতে উন্নত মানের চাকরির প্রয়োজন। আরেকটি রূপান্তরমূলক পরিবর্তন হল টেকসইতা এবং জলবায়ু-সচেতন প্রবৃদ্ধির দিকে বিশ্বব্যাপী মোড়। দেশগুলি নেট-শূন্য লক্ষ্যমাত্রার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে, সবুজ অর্থায়ন এবং পরিবেশ-উদ্ভাবন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ভারত নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সৌরশক্তির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু কয়লা এখনও তার জ্বালানি মিশ্রণের একটি প্রধান অংশ, এবং নগর দূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। একটি সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য উন্নয়নের চাহিদার সাথে পরিবেশগত দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, একটি চ্যালেঞ্জ যার জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভারতের ভূমিকা ক্রমশ কৌশলগত। এটি জোটের একটি জটিল জালে নেভিগেট করছে - কোয়াড এবং ব্রিকসের মতো ফোরামে সদস্যপদ থেকে শুরু করে পশ্চিমা ও রাশিয়ার মধ্যে তার সূদ অবস্থান পর্যন্ত। বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীরা দেখছেন যে ভারত কীভাবে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজেকে সারিবদ্ধ করে। ভারত যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য অংশীদারিত্ব আকর্ষণ করতে চায় তবে একটি স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসী এবং নীতিগত বিদেশী অর্থনৈতিক নীতি অপরিহার্য। ভারতের প্রস্তুতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবকাঠামো উন্নয়নও রয়েছে। রাস্তা, বন্দর, রেলপথ এবং লজিস্টিক নেটওয়ার্ক হল ধমনী যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রবাহিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি হলেও, শেষ-মাইল সংযোগ, নগর পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো অসম রয়ে গেছে। ডিজিটাল অবকাঠামোও সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে কেবল সংযোগই নয়, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা গোপনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, বিশেষ করে প্রযুক্তি শাসনকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে। ভারতের আর্থিক খাত স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, তবে এটিকে একটি নতুন বিশ্ব অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যও বিকশিত হতে হবে। ঋণ বৃদ্ধি, স্টার্টআপ এবং এমএসএমই-দের জন্য মূলধনের অ্যাক্সেস এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি গভীর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে, ধাক্কা রোধ করার জন্য নিয়ন্ত্রক পরিবেশ যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে, তবে উদ্ভাবনের সুযোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আঞ্চলিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক বৈষম্য অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে যদি সমাধান না করা হয়। সত্যিকারের প্রস্তুতির অর্থ হল সমগ্র ভারতকে একসাথে নিয়ে আসা; শহুরে ও গ্রামীণ, পুরুষ ও মহিলা, ধনী ও দরিদ্র। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের মতো সামাজিক অবকাঠামো কেবল কল্যাণমূলক বিষয় নয়, এগুলি অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। ভারতের গতি আছে, কিন্তু গতি যথেষ্ট নয়। আগামী দশকই সিদ্ধান্ত নেবে যে দেশটি বিশ্ব অর্থনীতির স্তম্ভ হয়ে উঠবে নাকি একটি উদীয়মান প্রতিশ্রুতি হিসেবে রয়ে যাবে। নীতিমালা অবশ্যই দূরদর্শী হতে হবে, শাসনব্যবস্থা দ্রুততর হতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। অর্থনৈতিক রূপান্তর স্লোগান দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না - এর জন্য টেকসই, কৌশলগত পদক্ষেপ প্রয়োজন। যখন বিশ্ব পুরাতন ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং নতুন নেতাদের সন্ধান করছে, তখন ভারতের সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিরল সুযোগ রয়েছে। এই ক্রসরোড কেবল প্রতীকী নয় - এটি বাস্তব এবং জরুরি। বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। ভারতকে কেবল মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে না, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী হতে হবে।

জিআই ট্যাগে সুরক্ষিত মহুয়ার ঐতিহ্য

মহুয়া;একটি শব্দ, এক অনন্য ঐতিহ্য, এক সংস্কৃতির বাহক। ভারতের আদিবাসী সমাজের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা এই মহুয়া গাছ এবং তার ফুল শুধু খাদ্য ও পানীয়ের উপকরণ নয়, বরং এক অর্থে তা আদিবাসী জীবনের আত্মা। সম্প্রতি মহুয়া ফুল থেকে তৈরি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই (Geographical Indication) ট্যাগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু এই ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো নয়, বরং তা ভবিষ্যতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে। ভৌগোলিক নির্দেশক ট্যাগ সাধারণত কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা প্রক্রিয়াকরণের মান, বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যতা স্বীকৃতি দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন দার্জিলিং চা, বীরভূমের কাঞ্চন কলা, মুর্শিদাবাদের জমদানি;সবই জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত। সেই তালিকায় এখন নাম উঠেছে মহুয়া-ভিত্তিক পণ্যের, যা মূলত ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে আদিবাসীদের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ট্যাগ পাওয়ার ফলে মহুয়া-ভিত্তিক পণ্যের মান ও উৎস নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না। এর ফলে একটি সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হবে, যার জেরে দেশীয় বাজার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও মহুয়া স্থান করে নিতে পারবে। পাশাপাশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এটি এক বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। মহুয়া গাছের সংরক্ষণ থেকে শুরু করে ফুল সংগ্রহ, শুকনো মহুয়া থেকে পানীয় তৈরি বা অন্যান্য খাদ্যপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় মহিলারা এবং পরিবারভিত্তিক উদ্যোগগুলি আরও বেশি করে যুক্ত হতে পারবেন। অনেকেই মহুয়া শব্দটির সঙ্গে শুধুমাত্র ‘মদ’ বা ‘আলকোহলিক বেভারেজ’-এর সম্পর্ক খুঁজে পান। তবে বাস্তবে মহুয়া ফুল বহু ধরনের খাদ্যপণ্য, ওষুধ, এমনকি প্রসাধনী তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একটি পুষ্টিকর ফুল, যার মধ্যে প্রাকৃতিক শর্করা ও খনিজ উপাদান রয়েছে। তদুপরি, মহুয়া ফুল থেকে তৈরি প্রাকৃতিক পানীয়ও অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। জিআই ট্যাগের মাধ্যমে এই বহুমুখী ব্যবহারের স্বীকৃতি আদিবাসী সমাজের জ্ঞানভান্ডারকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরবে। তবে শুধুমাত্র জিআই ট্যাগ দেওয়া যথেষ্ট নয়। এর বাস্তব প্রয়োগ, প্রশাসনিক নজরদারি এবং কার্যকর বিপণন কৌশল ছাড়া এই উদ্যোগ সফল হবে না। প্রথমত, স্থানীয় উৎপাদকদের জিআই সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে হবে, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন এই ট্যাগ তাঁদের জন্য কেমন সুরক্ষা ও সুযোগ এনে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে একযোগে কাজ করে বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় হাট-বাজার থেকে শুরু করে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে মহুয়া-ভিত্তিক পণ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এই কাজের জন্য প্রশিক্ষণ, প্যাকেজিং উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পেও নতুন দিগন্ত খুলতে পারে। ‘মহুয়া ট্রেল’, ‘আদিবাসী হেরিটেজ ট্যুরিজম’; এমন কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন পর্যটন বাড়বে, অন্যদিকে আদিবাসী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের পথ প্রশস্ত হবে। লোকশিল্প, গান, নৃত্য ও মহুয়া-ভিত্তিক উৎসবও এর সঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বিত উন্নয়নের মডেল গড়ে তোলা সম্ভব। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে; তা হল স্থানীয় ও প্রথাগত জ্ঞানকে মূলধারায় আনয়নের চেষ্টা। বহু যুগ ধরে উপেক্ষিত ও অবহেলিত এই ধরণের ঐতিহ্যগত সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের সময় এখন এসেছে। আদিবাসী সমাজের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহুয়া যেন শুধু একটি ‘ট্যাগ’ না হয়ে ওঠে, বরং এক অর্থবহ আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের প্রতীক হয়ে উঠুক, এটাই সময়ের দাবি। একইসঙ্গে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গিতে মহুয়ার গুরুত্বও অসীম। এই গাছ শুকনো অঞ্চল ও নিম্নবৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় টিকে থাকতে সক্ষম, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং কার্বন ধরে রাখতে সাহায্য করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মহুয়ার গুরুত্ব শুধু পুষ্টি ও অর্থনীতির স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই মহুয়া গাছের ব্যাপক চাষ এবং সংরক্ষণ-সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরি হয়ে পড়েছে। মোটকথা, জিআই ট্যাগ শুধুমাত্র একটি পণ্যকে বৈধতা দেওয়ার কাজ করে না; তা একটি সংস্কৃতি, একটি জনজীবন, একটি ইতিহাসকে সম্মানিত করে। মহুয়া সেই ইতিহাসের অংশ, যা আদিবাসী সমাজের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। এখন দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার সঙ্গে এই উদ্যোগকে বাস্তব রূপ দেওয়া, যাতে মহুয়া হয়ে ওঠে কেবল একটি ফুল নয়, বরং এক অভিজ্ঞান; সম্মান, উন্নয়ন এবং পরিবেশ-সচেতনতার প্রতীক।

একটা বল, একটা যুদ্ধ ক্রিকেটে বিরাট কোহলির দর্শন শুধুই জয়ের নয়, আত্মপ্রমাণের এক নিরন্তর লড়াই

ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরাট কোহলি এমন এক নাম, যাঁকে শুধুই ‘ব্যাটসম্যান’ বলে ব্যাখ্যা করা অসম্পূর্ণ। তিনি ক্রিকেটকে যেন এক আত্মযুদ্ধের ময়দানে রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে প্রতিটি বল, প্রতিটি ইনিংস তাঁর অস্তিত্বের দাবি, তাঁর আত্মপরিচয়ের প্রমাণ। অনেকেই ম্যাচ জিততে মাঠে নামেন, কিন্তু বিরাট কোহলি মাঠে নামেন নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি লড়েন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে, মাঠের পরিবেশের বিরুদ্ধে, এমনকি অনেক সময় নিজেকেও ছাপিয়ে ওঠার জন্য নিজের সঙ্গেও। বিরাট কোহলির ক্রিকেট দর্শন যেন কোনও পুঁথিগত তত্ত্ব নয়, বরং এক কঠিন মানসিক কাঠামো। তাঁর চোখে খেলাটা কেবল ব্যাট ও বলের খেলা নয়;এ এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি পারফরম্যান্স এক আত্মসমালোচনার উত্তর, প্রতিটি ফিফটি বা শতরান এক নিঃশব্দ চিৎকার ‘আমি এখনও শেষ হইনি।’ তাঁর এই দর্শনের শিকড় সম্ভবত নিহিত রয়েছে তাঁর শৈশবের কঠোরতা এবং কিশোর বয়সেই বাবাকে হারানোর অভিজ্ঞতায়। যে সন্ধ্যায় তাঁর বাবা মারা যান, পরদিন সকালে মাঠে নেমে শতরান করেন বিরাট। এই একটাই গল্পই যথেষ্ট বোঝাতে, ক্রিকেট তাঁর কাছে কেবল পেশা নয়, প্রার্থনার মতো নিবেদন। তাঁর ব্যাট ধরা মানে নিজের ভিতরের সবচেয়ে কষ্টকর প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজা। বিরাটের নেতৃত্বেও ফুটে উঠেছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যখন ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হলেন, তখন ভারত শুধু ভালো খেলা দল ছিল, অপ্রতিরোধ্য নয়। বিরাট এটিকে বদলে দিলেন। তাঁর টেস্ট দলের রূপ ছিল লড়াকু, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কখনও আক্রমণাত্মক;এমন এক দল, যারা বিদেশের মাটিতেও পিচ, আবহাওয়া, দর্শকদলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ম্যাচ জিততে চায়। এটি ছিল বিরাটের ‘অর্জনের দর্শন’ নয়, বরং ‘জয় এবং জয় ছাড়া কিছু নয়’ দর্শন। তাঁর আক্রমণাত্মক শরীরী ভাষা, মাঠে আগ্রাসী ভঙ্গিমা, বোলারদের উদ্দীপ্ত করা, স্লেজিংয়ের মোকাবিলা করার ধরণ;সব কিছুই বলেছে, তিনি খেলতে নামেন যুদ্ধের মানসিকতা নিয়ে। অথচ, এই আগ্রাসনের আড়ালেও এক আশ্চর্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার গল্প লুকিয়ে আছে। যে বিরাট খেলার সময় প্রতিপক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়েন, তিনিই মাঠের বাইরে কঠোর ডায়েট, একঘেয়ে ফিটনেস রুটিন, এবং বছরভর আত্মনিয়ন্ত্রণ মেনে চলেন। তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ধারাবাহিকতা। গড়, শতরান, ম্যাচ ফিনিশিং;সব ক্ষেত্রেই বিরাট এমন এক মানদণ্ড তৈরি করেছেন, যা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে আগে কেবল কল্পনা করা যেত। তবুও, সংখ্যার চেয়ে বড় বিষয় তাঁর মানসিক দৃঢ়তা। একের পর এক ব্যর্থতার পরেও তিনি থেমে যাননি, বরং নিজেকে পুনর্গঠন করেছেন, স্টাইল বদলেছেন, মানসিকতা পরিশ্রুত করেছেন। এই প্রতিনিয়ত আত্মসংশোধনের ক্ষমতাই তাঁকে সাধারণের বাইরে নিয়ে গেছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলনও দেখা যায় মাঠে। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা, কন্যা ভামিকা;এই পরিবার তাঁকে দিয়েছে সংযম ও স্থিতির এক ব্যতিক্রমী সংজ্ঞা। আগে যে বিরাট মাঠে আগুন হয়ে নামতেন, সেই বিরাট এখন আর একটু সংযত, কিন্তু তীক্ষ্ণতার অভাব নেই। তিনি আগের চেয়ে পরিণত, দায়িত্ববান, অথচ জেদে আগুন। বিরাটের বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছে বিস্তর। কেউ বলেন, তিনি অতিরিক্ত আঞ্জ বেগপ্রবণ, কেউ বলেন, তিনি মিডিয়া-সৃষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যাঁরা মাঠের ভিতর থেকে তাঁকে দেখেছেন, বা নেট প্র্যাকটিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরাতে দেখেছেন, তাঁরা জানেন;এই আবেগ, এই আগ্রাসন নিছক বাহ্যিক নয়, বরং এটা এক গভীর আত্মদর্শনের প্রকাশ। আজকের দিনে যখন ক্রিকেট একপ্রকার বিনোদনের উৎসে পরিণত হয়েছে, তখন বিরাট কোহলি প্রমাণ করে দিয়েছেন, খেলাটির আবেগ এখনও অমলিন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিটি ম্যাচ একটা পরীক্ষা, প্রতিটি ইনিংস এক প্রতিবাদ, প্রতিটি রান এক বিবৃতি; ‘আমি এসেছি, আমি দেখেছি, আমি জয় করেছি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি, আমি নিজেকে প্রমাণ করেছি।’ শেষ কথা বললে বলা যায়, বিরাট কোহলির ক্রিকেট জীবনের মানে শুধুই রানের খাতা ভারী করা নয়। তাঁর জীবনের মূল দর্শন; নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করা। তিনি ক্রিকেটকে শুধু খেলা হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন আত্মদর্শনের এক আয়না হিসেবে। যেখানে প্রতিটি বল, প্রতিটি ইনিংস, প্রতিটি লড়াই; একটি প্রশ্ন ‘তুমি কে?’ এবং উত্তর ‘আমি বিরাট কোহলি, যে এখনো শেষ নয়।’

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

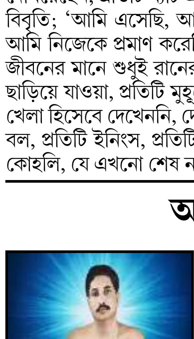

শাশ্বতী

আদর্শনিষ্ঠ উদ্যম, যা'দের চরিত্রে উদ্দাম হয়েই থাকে, সিদ্ধান্তমুখর কথাই তা'দের স্বতঃপ্রতিজ্ঞ, প্রচেষ্টাপরায়ণ, সিদ্ধিপ্রসূ, আর, এই-ই তা'দের মোক্ষম পরিচয় ; এমন লোক যদি পাও; বাজিয়ে নিও; দেখো কেমন। শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধান্ধাই যা'দের পরিচালক; বুঝে নিও তা'রা ঢের খাঁটি; অন্তঃকরণে; আর, উল্টো যা'দের প্রবৃত্তি; কথা ও ব্যবহার তা'দের যতই উপাদেয় হোক; সন্দেহ ক'রো, বুঝো, আর, সে-চলনেও বিরত থেকো,- এড়াবে অনেক জঞ্জাল। পা'ক বা না পা'ক দেওয়ার ধান্ধায় যে উৎফুল্ল, অক্লান্ত,; দেওয়ায় যা'র উপচানী ঝোঁক, দিয়ে সার্থক আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে অবিচ্ছিন্ন অটুট দায়িত্ব যা'র সানন্দ এবং সক্রিয়; অন্য বিষয়ে যেমনি হোক না কেন; আদর যা'তে স্বতঃস্ফূর্ত; সে-মানুষ তোমার গৌরবের। যা'র চলন-বলন এমনতরই- আদৃত না হ'য়েই পারে না, তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সে সৌন্দর্য্যে।

বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বক্তৃতা একাডেমিক স্বাধীনতায় ক্রমবর্ধমান সংকট

বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার ঘাঁটি, বিতর্ক, ভিন্নমত এবং মুক্ত চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানের জন্য একটি নিরাপদ স্থান হিসেবে দেখা হয়ে আসছে। এখানেই তরুণ মনকে অস্বস্তিকর সত্যের সাথে জড়িত হতে, মতবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং গণতান্ত্রিক সংলাপে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে, এই একই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাকশক্তির দ্বাররক্ষী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, প্রায়শই তাদের সাংবিধানিক অধিকারের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষ করে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক সমাজে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মত প্রকাশের স্বাধীনতার সীমানা লঙ্ঘন করছে। যদিও ভারতের সংবিধান ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনী একই ভূমিকা পালন করে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাস্তবতা প্রায়শই ভিন্ন গল্প বলে। যেসব ছাত্র এবং শিক্ষক রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল, আদর্শিকভাবে অসুবিধাজনক, অথবা কেবল অজনপ্রিয় বলে মনে করা হয়, তারা নিজেদেরকে তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়, নীরব করা হয়, এমনকি শাস্তিও পেতে হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ঘটনাগুলির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার মধ্যে উত্তেজনা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, একাডেমিক সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, অথবা অতিথি বক্তৃতা যা মূলধারার আখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করে, সেগুলো প্রায়শই প্রশাসনিক সংস্থা কর্তৃক বাতিল, ব্যাহত বা অনুমোদিত হয়। এই পদক্ষেপগুলি প্রায়শই ‘ক্যাম্পাস সম্প্রীতি বজায় রাখা’, ‘ব্যাঘাত এড়ানো’ বা ‘জাতীয় স্বার্থ’ রক্ষা করার মতো অস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে ন্যায্যতা অর্জন করে। কিন্তু তাদের মূলে, এই ধরনের পদক্ষেপগুলি শৃঙ্খলা রক্ষার হাতিয়ারের পরিবর্তে সেন্সরশিপের হাতিয়ার হয়ে ওঠার ঝুঁকি রাখে। এই সংঘর্ষকে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক করে তোলে তা হল গণতন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা পালন করা উচিত। এগুলি কর্পোরেট বোর্ডরুম বা ব্যক্তিগত ক্লাব নয়। এগুলি জনসাধারণের অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক নীতি দ্বারা পরিচালিত এবং করদাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত বক্তৃতা হ্রাস করে, তখন এটি তার উদ্ধে দ্দশ্য এবং আনুগত্য সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে - রাষ্ট্রের প্রতি, আদর্শিক নিরপেক্ষতার প্রতি, অথবা তার ছাত্র এবং অনুষদের প্রতি। এই দ্বন্দ্ব কেবল একটি আদর্শ বা রাজনৈতিক ঝোঁকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের ভিন্নমত দমন করার অভিযোগ রয়েছে, অন্যরা রক্ষণশীল বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দমন করার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অতএব, বিষয়টি বর্ণালীর কোন দিকটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে তা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের ম্যান্ডেট লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নিয়ে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন আদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন তারা বৌদ্ধিক বৈচিত্র্য এবং সমালোচনামূলক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অনুষদের সদস্যরাও নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ বলে মনে করেন। যেসব শিক্ষাবিদ সরকারি নীতি বা সামাজিক অনুশীলনের সমালোচনা করে গবেষণা প্রকাশ করেন বা কলাম লেখেন, তারা কখনও কখনও হয়রানি, জোরপূর্বক পদত্যাগ বা পদোন্নতি প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হন। তাদের বক্তব্য সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায়শই ইচ্ছামত কাজ করে, আইনি ন্যায্যতার চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধার দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়। বিচার বিভাগ মাঝেমধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে, দাবি করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংবিধানের বাইরে দ্বীপ হিসেবে কাজ করতে পারে না। আদালতগুলি একাডেমিক স্বাধীনতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে এবং যেখানে বাকস্বাধীনতা স্পষ্টতই ঝুঁকির মুখে ছিল সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করেছে। তবে, এই ধরনের বিজয় খুব কম এবং অনেক ছাত্র এবং অনুষদের আইনি আশ্রয় নেওয়ার জন্য সম্পদের অভাব রয়েছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন রয়েছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী? এটি কি বাধ্য নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, নাকি প্রশ্নবিদ্ধ মনকে লালন করার জন্য? যদি এটি পরবর্তী হয়, তবে এটি অস্বস্তিকর ধারণা থেকে দূরে থাকতে পারে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্ন করে বহুত্ববাদী বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করার দাবি করতে পারে না। বিপরীত বৃত্তির শাস্তি দেওয়ার সময় এটি বৌদ্ধিক কঠোরতার পক্ষেও দাঁড়াতে পারে না। অবশ্যই, সাংবিধানিক কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত বাকস্বাধীনতার সীমা রয়েছে। ঘৃণা মূলক বক্তব্য, সহিংসতার প্ররোচনা এবং মানহানি আইনের অধীনে সুরক্ষিত নয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই সীমানাগুলিকে ঝাপসা করে দিচ্ছে, নীতি, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বা সামাজিক আন্দোলনের সমালোচনাকে শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। এই সংমিশ্রণ কেবল বৌদ্ধিকভাবে অসৎ নয়, এটি আইনত সমস্যাযুক্ত এবং নীতিগতভাবে ক্ষতিকারক। এই বক্তৃতা ক্ষয়ের পরিণতি মারাত্মক। শিক্ষার্থীর একটি প্রজন্ম এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে যেখানে স্ব-সেন্সরশিপ একটি আদর্শ, যেখানে ভয় কৌতূহলের পরিবর্তে আসে এবং যেখানে বৌদ্ধিক সাহসের চেয়ে আদর্শিক সঙ্গতিকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। অনুষদরা নিরাপদ বিষয়গুলিতে পিছিয়ে পড়ছেন, এমন গবেষণার ক্ষেত্রগুলি এড়িয়ে যাচ্ছেন যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। একসময় উচ্চশিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া অনুসন্ধানের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে সম্মতির সংস্কৃতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলির প্রতি নিজেদেরকে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা অপরিহার্য। তাদের বক্তৃতা এবং অভিব্যক্তির উপর স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং আইনত সুষ্ঠু নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ছাত্র এবং অনুষদকে স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করার জন্য অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একাডেমিয়ার নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে যে জ্ঞান অর্জন স্বভাবতই বিঘ্নকারী, এবং ব্যাঘাত কোনও হুমকি নয় বরং অগ্রগতির জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা। সুশীল সমাজেরও ভূমিকা রয়েছে। অভিভাবক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণকে তাদের দ্বারস্থদের সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহি করতে হবে। সেন্সরশিপের মুখে নীরবতা হল জটিলতা। যদি গণতন্ত্রকে ব্যালট বাক্সের বাইরে টিকে থাকতে হয়, তাহলে আমাদের শ্রেণীকক্ষ এবং ক্যাম্পাসের মধ্যেই এটি লালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষণস্থঞ্জ ায়ী রাজনৈতিক চাপের ঊর্ধ্বে উঠে তার নৈতিক ও সাংবিধানিক দিক নির্দেশনা পুনরাবিষ্কার করতে হবে। তবেই এটি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে - কেবল শিক্ষার স্থান হিসেবে নয়, বরং চিন্তাভাবনা, ভিন্নমত এবং গণতান্ত্রিক চেতনার একটি ক্রুসিবল হিসেবেও। কারণ দীর্ঘমেয়াদে, যে বিশ্ববিদ্যালয় বাকশক্তিকে ভয় পায়, সে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই স্বাধীনতাকে ভয় পায়।

ওটাওয়ার সঙ্গে কূটনীতি দিল্লির নতুন করে ভাবার সময় এসেছে

ভারত ও কানাডার সম্পর্ক আজ এক অস্বস্তিকর জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও কড়া বিবৃতি, কখনও কূটনৈতিক বহিষ্কার, আবার কখনও বাণিজ্যিক আলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া;এই ঘটনাগুলি দু'দেশের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বকে প্রশ্নের মুখে এনে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিচার করলে ভুল হবে। বরং ভারতের পক্ষে এখনই সময় কানাডার সঙ্গে তার কৌশলগত অবস্থান ও কূটনৈতিক রূপরেখা নতুন করে ভাবার। দু'দেশের সম্পর্কের বর্তমান টানাপড়েনের কেন্দ্রে রয়েছে ক্যালগারির শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, খলিস্তান-সমর্থক প্রচার এবং তার সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তির কার্যকলাপ। দিল্লির অভিযোগ, ওটাওয়া এই ধরনের উগ্রপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমনকি ভারতীয় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লি। অন্যদিকে, কানাডা তাদের নাগরিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যুক্তি তুলে ধরে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। তবে এই বিবাদ এখন আর শুধুমাত্র শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদ বা খলিস্তান ইস্যুতে সীমাবদ্ধ নেই। এর প্রভাব পড়ছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, শিক্ষাগত সহযোগিতা এবং প্রবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। কানাডায় বসবাসকারী বৃহৎ ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসংখ্যা এই উত্তেজনার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভোগ করছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কানাডাকে তাঁদের দ্বিতীয় ঠিকানা করে তুলেছেন, তাঁদের মনেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতিতে ভারতের কী করণীয়? কূটনৈতিক জোরের মাধ্যমে কি আদৌ দীর্ঘমেয়াদী লাভ সম্ভব? না কি বরং ভারসাম্যপূর্ণ, সংলাপনির্ভর ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন? প্রথমত, ভারতকে বুঝতে হবে কানাডার রাজনৈতিক বাস্তবতা। জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের ওপর কানাডার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ রয়েছে, বিশেষ করে প্রদেশভিত্তিক রাজনীতিতে। ট্রুডো সরকার যেভাবে ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলির সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল, তাতে খলিস্তান ইস্যুতে তাদের ভূমিকা অনেকটাই জটিল। ফলে, দিল্লির উচিত হবে প্রকাশ্যে কড়া অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি, পর্দার আড়ালে আলোচনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা; যেখানে যুক্তি, প্রমাণ এবং কূটনৈতিক আঞ্জ লোচনার ভিত্তিতে সমাধান খোঁজা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ভারতের উচিত হবে বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পর্কচ্ছেদের রাস্তা না নেওয়া। কানাডা ভারতের অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশগুলির মধ্যে একটি। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া হাজার হাজার ভারতীয় ছাত্র কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখানকার অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখেন। এই শিক্ষা ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভেঙে দিলে ক্ষতিটা শুধুই কানাডার নয়, ভারতেরও হবে। বরং এই সম্পর্কগুলিকে কৌশলগতভাবে কাজে লাগিয়ে ওটাওয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতে পারে বেশি কার্যকর। তৃতীয়ত, দিল্লির কূটনৈতিক ব্যাখ্যাগুলিকে আরও স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। বিশ্বের কাছে ভারতকে খলিস্তানি আন্দোলনের হুমকিকে সুনির্দিষ্ট তথ্য, ঘটনার বিবরণ এবং নথিপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। শুধু বিবৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের সহানুভূতি আদায় সম্ভব নয়, বরং তথ্যনির্ভর প্রচার, কূটনৈতিক ব্রিফিং এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে দিল্লির সামনে আরও একটি সুযোগ এসেছে;তা হল কানাডার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পশ্চিমি জোটের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জোটগুলির অন্তর্ভুক্ত অংশীদার হিসেবে কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হলে, অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। ফলে কূটনীতির কৌশলে ভারসাম্য রাখা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর মানে এই নয় যে ভারতকে নিজের অবস্থান থেকে পিছিয়ে যেতে হবে। বরং, যুক্তি, কূটনৈতিক দক্ষতা এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি শক্ত অথচ সংযত অবস্থান নেওয়া দরকার। দরকার হলে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি তোলা যেতে পারে;বিশেষ করে যদি কোনও দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী প্রচার বা ষড়যন্ত্র হয়। সবশেষে বলা যায়, কূটনীতি হল দীর্ঘমেয়াদি খেলা, যেখানে আবেগ নয়, কৌশলই মুখ্য। কানাডার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিল্লির উচিত হবে এই বিষয়টিকে ‘অল-অর-নাথিং’ হিসেবে না দেখা। বরং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ, প্রবাসী সমাজ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার বিষয়গুলি মাথায় রেখে একটি পরিণত ও ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগনো। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির রসায়নে চিরশত্রু বা চিরবন্ধু বলে কিছু নেই, আছে কেবল চিরস্থায়ী স্বার্থ। সেই স্বার্থ রক্ষা করতে হলে এখনই প্রয়োজন, দিল্লি যেন কানাডার প্রতি তার কৌশল নতুন করে বিচার করে, আবেগ নয়, অভিজ্ঞতাকেই সঙ্গী করে।

রঘুনাথগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রক্তারক্তি কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষের জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটে জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের কার্যালয়ে। জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা চলছিল বিধায়কের কার্যালয়ে। সেই সময়েই তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে বচসা ও মারপিট শুরু হয়ে যায়। সেই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন জখম হন। আহতদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রানিনগর অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি খাইরুল ইসলামের ছেলেও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, একটি জায়গা রেকর্ড করা নিয়ে দফরপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান মঞ্জুর আলির লোকজনের সঙ্গে রানিনগর অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি খাইরুল ইসলামের অনুগামীদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। শুক্রবার সেই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য রঘুনাথগঞ্জের জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের কার্যালয়ে এসেছিল উভয়পক্ষ। সেখানে এসেই উভয় পক্ষের বচসা বেধে যায়। এরপর শুরু হয় হাতাহাতি- মারামারি। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। লোহার রড দিয়ে একে অপরকে বেপরোয়াভাবে মারধর করতে দেখা যায়। উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাওড়ার পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পরিদর্শনে পুরকর্তারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ ইদুজ্জোহা'র দিন হাওড়া পুরনিগম এলাকায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে শুক্রবার হাওড়া পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পরিদর্শন করেন পুরকর্তারা। আজ শনিবার

ইদুজ্জোহা'র দিন হাওড়া পুর এলাকার সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবারও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে হাওড়া পুরনিগমের তরফ থেকে। একদিন আগেই শুক্রবার পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে যাবতীয় প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'শনিবার ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে হাওড়া পুরনিগম এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডে যাতে জল সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেই কারণে শুক্রবার আমরা হাওড়ার পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শন করলাম। যাতে কোনও সমস্যা না থাকে সেই কারণে আগাম পাম্পগুলিকে একবার দেখে নেওয়া হলো। জলের ইনটেকে যদি কোনও সমস্যা থাকে তাও এদিন দেখে নেওয়া হয়। আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে শনিবার ইদুজ্জোহা'র দিন জল সরবরাহের কোনও সমস্যা না হয়। যাতে সঠিক সময়ে জল সরবরাহ আমরা করতে পারি তার জন্যই আজকে পদ্মপুকুর প্লান্ট পরিদর্শন করা হলো। আচমকা কোনও সমস্যা হলে যাতে দ্রুত তার সমাধান করা যায় তার জন্য কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যেকোনো উৎসবের ক্ষেত্রেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে থাকি পুরনিগমের তরফ থেকে। সেই জন্যেই আজকে পদ্মপুকুর ওয়াটার প্লান্টে এই স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হলো।'

বাড়ির মধ্যে স্বামী স্ত্রীর নিথর দেহ উদ্ধার মহিষাদলে, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ জুন ঃ বাড়ির মধ্যে স্বামী স্ত্রীর নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে, স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী। মানসিক অবসাদের জেরেই এই ঘটনা, প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মহিষাদল থানার রমনি মোহন মাইতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাউকুন্ডু গ্রামে। মৃত মোহনলাল হাজরা (৭০) ও লক্ষ্মী হাজরা (৬৫)। বাড়িতে দুজনেই থাকতেন। ওইদিন দুপুর থেকেই প্রতিবেশীরা সাড়াশব্দ পান নি। পরে বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্ত্রী লক্ষ্মী হাজরার দেহ। আর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে স্বামী মোহনলাল হাজরার দেহ। প্রতিবেশীরাই মহিষাদল থানায় খবর দেয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ও বাড়িটি সিল করে দিয়েছে। মোহনলালের এক সন্তানের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন সে মারা যায়। তারপর থেকে স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন মোহনলাল। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

আসানসোলের ছাত্রমৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর তথ্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ জুন ঃ আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এক যুবক নাকি তুলে নিয়ে যৌন হেনস্তা করেছিল নবম শ্রেণির ওই ছাত্রকে। পরবর্তীতে সেই ছবি প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চলতে থাকে টাকা আদায়। পরিবারের অভিযোগ, সেই ঘটনার জেরেই নাকি চরম সিদ্ধান্ত নেয় ওই ছাত্র। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৯ মে। ওইদিন উদ্ধার হয় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল সুদীপ মাজির ঝুলন্ত দেহ। প্রথমদিকে কী কারণে এই ঘটনা তা নিয়ে ধন্দে ছিল পরিবার। পরবর্তীতে পরিবারের তরফে মৃত ছাত্রের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা হয়। এরপর খতিয়ে দেখা হয় মৃতের মোবাইল। তাতেই প্রকাশ্যে আসে মূল ঘটনা। মৃতের মা চন্দ্রাবলী দেবী জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি মাসে আসানসোল কসাইমহল্লার বাসিন্দা ইমরান শেখ নামে এক যুবক সুদীপকে বলপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর গাড়িতে তাকে যৌন হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ছবি মোবাইলে তুলে রেখেছিল ইমরান। অভিযোগ, তারপর থেকে সেই ছবি দেখিয়ে বারবার ছাত্রকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা নেওয়া শুরু করে। ইন্সটাগ্রাম চ্যাট ও ফোন কল রেকর্ড থেকে মিলেছে এসবের প্রমাণ। জানা যাচ্ছে, এক পর্যায়ে সুদীপ জানিয়েছিল তার কাছে আর টাকা নেই। এরপর চাপ আরও বাড়তে থাকে। মৃতের পরিবারের দাবি, সেই চাপেই আত্মহত্যা করেছে সুদীপ। আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু করেছে তদন্ত।

দশম শ্রেণির ছাত্রী খুনের ঘটনায় জঙ্গিপুরে প্রৌঢ় প্রেমিক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ সামশেরগঞ্জ থানা মহিষাস্থলী দশম শ্রেণির ছাত্রী খুনের ঘটনায় প্রৌঢ় প্রেমিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জঙ্গিপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে ধরেছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার দুপুরে ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃত প্রেমিকের নাম গোলাব শেখ। বয়স ৫২ বছর। রঘুনাথগঞ্জ থানার ভাটুপাড়ার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, ধৃত জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কীভাবে খুন? পুলিশের দাবি, শ্বাসরোধ করে খুনের পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলার নলিকাটা হয়। যদিও অভিযুক্ত গোলাব ছাত্রীকে ধর্ষণ করেননি বলে জানিয়েছে পুলিশকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের ঘটনার পর গোলাব এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য জঙ্গিপুরে এসেছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন এফআইসিসিআই এফএলও নর্থইস্ট-এর সহযোগিতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস

মালিগাঁও, ৬ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউও) এফআইসিসিআই এফএলও নর্থইস্ট-এর সহযোগিতায় ৫ জুন ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওস্থিত তাদের সিরিশা রেল উদ্যানে একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যসূচির আয়োজন করে। বৃক্ষরোপণ অভিযানের নেতৃত্ব এনএফআর ডব্লিউডব্লিউও-এর সভানেত্রী শ্রীমতি শালিনী শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ করেন, এই উদ্দেশ্যের প্রতি নেতৃত্ব এবং অঙ্গীকারের একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। 'বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণের অবসান' বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে, এই পদক্ষেপে সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণ করার মতো বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থায়ী বিকাশের প্রতি এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর অবিরত প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার 'গো গ্রিন ইনিশিয়েটিভ'-এর অধীনে পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপগুলিকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে। মুখ্য প্রচেষ্টার মধ্যে ২০২৫ সালের শেষ পর্যন্ত ১০০ বিদ্যুতিকরনের দিকে দ্রুত অগ্রগতি রয়েছে, যার মধ্যে ৭০ এরও অধিক রেল নেটওয়ার্ক ইতিমধ্যেই বিদ্যুতিকরন করা হয়েছে, যা ভারতীয় রেলওয়ের কার্বন-নিরপেক্ষ পরিবহনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। নবীকরণযোগ্য জ্বালানি গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্টেশন, কার্যালয় এবং ওয়ার্কশপে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করছে। বৃষ্টির জল সংগ্রহ, জলাশয়ের পুনরুদ্ধার, এবং জলের অপচয় কম করতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং কুইক ওয়াটারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে জল সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্জ্য পৃথকীকরণ, কম্পোস্টিং, একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ এবং তার নেটওয়ার্কে ইনসিনারেটর এবং বায়ো-টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে শূন্য-বর্জ্য স্টেশনকে প্রোসাহিত করছে। আরও, বনায়ন এবং সবুজ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং আরও স্থায়ী রেলওয়ে বাস্তুতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবেশ রক্ষা এবং কার্যসূচীতে স্থায়ীত্বের সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে। এনএফআর ডব্লিউডব্লিউও এবং এফআইসিসিআই এফএলও-এর মতো সচেতনতামূলক পদক্ষেপের সাথে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে, এই জোনটি রেলওয়ে উন্নয়নকে পরিবেশগত দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।

উত্তরপাড়ায় জাতীয় মহিলা কমিশনের শুনানি হল, চেয়ারপার্সন পুলিশকে ভৎর্সনা করতে দেখা গেল

বনস্পতি দে, হুগলি, ৬ জুন ঃ হুগলিতে এবার আসলেন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা তাদের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার ৪ সদস্যের মহিলা কমিশনের একটি দল শুক্রবার হুগলির উত্তরপাড়ার

গণভবনে সকাল দশটা থেকে শুনানিতে বসেন। এদিন হাওড়া হুগলি দুই জেলার মহিলাদের ডাকা হয় শুনানিতে। এই মহিলারা আগে সুবিচার না পেয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ডাকা হয় । এদিন দূর দূরান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে নির্যাতিততা মহিলারা এসেছিলেন এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সুবিচার পাওয়ার আশায় । দেখা গেল শুনানির সময় জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার এক একটা কেস দেখছেন ও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তাকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা গেল পুলিশের প্রতি কেন এসব কেস হয়নি আপনারা করছেন কি? পুলিশকে ভৎর্সনা করতে শোনা যায় এরকম মাঝে মাঝেই হচ্ছিল মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অভিযোগকারীনির কথা শুনলেন তাদের অভিযোগ শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যাপারটা যতটা সম্ভব সমাধান করা যায় দ্রুত সেই ব্যবস্থা তিনি একের পর এক করলেন । এদিন হাওড়া হুগলি দুই জেলার অভিযোগকারীনিরা এসেছিলেন । হুগলি জেলার গ্রামীণ পুলিশ এলাকা ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার থেকে ৩৯ জন অভিযোগকারীনি সুবিচার পাওয়ার আশায় এসেছিলেন। মোট ৬০ জন অভিযোগকারীনির কেস সমাধান করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তারা। উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনে এই শুনানি হয়, যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একদিন এসেছিলেন। উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উপস্থিত ছিলেন তিনি দেখাশোনা করছিলেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার বলেন আমরা অভিযোগকারীনি তাদেরকে এখানে ডেকেছি দেখা যায় তারা এই থানা, ওই থানা ঘুরছেন দু বছর ধরে ঘুরছেন কোনো বিচার পাচ্ছেন না সেইসব কেস আমরা সমাধান করে দিই যতটা পারি বেশিরভাগ শোনা যায় পুলিশ কেস ডাইরি নিচ্ছে না অভিযোগ নিচ্ছে না তখন আমরা যা করার করি। সব রাজ্যেই এটা আছে কম বেশি, পশ্চিমবঙ্গে একটু বেশি দেখা যায়। আমরা সব সময় মহিলাদের পাশে আছি তারা যাতে আর্থিক দিক থেকে সমস্যায় না পড়ে কোন বিপদে না পড়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আমরা ভালোভাবে দেখছি আমরা প্রশাসনকে এটা দেখতে বলেছি সব সময় মন্ডলের কেসটা ও আমরা ডিজিকে রিপোর্ট দিতে বলেছি।

কালীগঞ্জে উপনির্বাচনে নতুন ভূমিকা নিতে চলেছে এনসিসি ক্যাডেটরা

কলকাতা, ৬ জুন ঃ নদীয়ার কালীগঞ্জে ১৯ জুনের উপনির্বাচনে নতুন ভূমিকা নিতে চলেছে এনসিসি ক্যাডেটরা। ভোটের দিন বুথের বাইরে লাইন সামলানো, বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের সহায়তা করা এবং ভোটারদের মোবাইল ফোন জমা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবার তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তবে যে সকল এনসিসি সদস্যরা এই কাজে নিযুক্ত হবে, তাদের বয়স হতে হবে ১৮ বছরের কম হতে হবে বলে কমিশনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটাররা ফোন সঙ্গে আনলেও, লাইনে দাঁড়ানোর পর তা বন্ধ করে বুথ লেভেল অফিসারের কাছে টোকেনের বিনিময়ে জমা রাখতে হবে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সেই টোকেন দেখিয়ে ফোন ফেরত নেওয়া যাবে। এনসিসি ক্যাডেটদের এই দায়িত্ব পালন নিয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্কুলগুলো থেকে নামের তালিকা সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। ভোটের আগেই এই ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কমিশন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, তাদের জন্য পানীয় জল ও খাবারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

কিডনি পাচার কাণ্ডে এবার গ্রেফতার বাঁশদ্রোণীর এক আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৬ জুন ঃ অশোকনগর কিডনি পাচার কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হলেন বাঁশদ্রোণীর এক আইনজীবী। ধৃতের নাম প্রদীপ কুমার বর (৩৭)। আইনজীবীর বাড়িতে নোটিশ দিয়ে তলব করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ অশোকনগর থানায় হাজিরা দেয় আইনজীবী। রাত তিনটে পর্যন্ত অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ সূত্রে খবর, সদুত্তর দিতে পারেনি আইনজীবী। সে কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে কিডনি পাচার চক্রে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। তাদের জেরা করে উঠে আসে এই আইনজীবীর নাম। জানা গেছে, কিডনি দানের ক্ষেত্রে জেলা এবং রাজ্যস্তরে দুটি কমিটি রয়েছে। নেফ্রোসেন্টার থেকে প্রাথমিকভাবে দাতা ও গ্রহীতার শারীরিক দিক খতিয়ে দেখার পর সেই নথির ভিত্তিতে আবেদন করলে স্বাস্থ্যজেলা প্রথমে পুলিশ ভেরিফিকেশন করায়। তারপর মহকুমা স্তরে হেয়ারিং হয়। সেই রিপোর্ট অথবা রেকমেন্ড যাই হোক, পাঠানো হয় রাজ্যস্তরে। পাশাপাশি আদালত থেকে এফিডেভিট করাতে হয় দাতাকে। তবে, প্রশাসনের রেকমেন্ডেশন ছাড়া আদালত থেকে আইনি ছাড়পত্র মেলে না। এক্ষেত্রে আলিপুর কোর্টের ওই আইনজীবীর হাতযশেই নাকি রেকমেন্ড কেসগুলি বাঁকা পথে এফিডেভিট হয়ে যেত বলেই ধৃতদের থেকে জানতে পেরেছে পুলিশ। সেই আইনজীবী জানত ঘুঘুর কোন বাসায় গিয়ে কীভাবে কাজ করাতে হয়। পুলিশ জানায়, ওই আইনজীবী আলিপুর আদালতে প্র্যাকটিস করত। হাবরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিডনি পাচার সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র এফিডেভিট হয়েছে ওই আইনজীবীর মাধ্যমে। আলিপুর আদালত থেকেই করিয়েছিল সে। হাবরায় কিডনি বদল অথচ আলিপুর আদালতের পাশ করা নথিপত্র দেখে সন্দেহ দানা বাঁধে পুলিশের। তারপরই তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তকারীরা জানান, এই চক্রের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ২০১৪ সাল থেকে ওই আইনজীবী কাজ করেছে। ৫০০ টাকার এফিডেভিটের জন্য অন্তত ১০ হাজার টাকা নিয়েছে সে। আদালতের কাগজে অবশ্য টাকা লেনদেনের কোনও উল্লেখ নেই। এর আগে কিডনি পাচার চক্রে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল অমিত জানা, মৌসুমী সর্দার, পিয়ালী দে, গৌরাঙ্গ সর্দার, বিকাশ ঘোষ ওরফে শীতল। তাদের মধ্যে এক মহিলা এবং এক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করে আইনজীবীর নাম উঠে আসে। শুক্রবার অভিযুক্ত আইনজীবীকে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়।

অনলাইন গেমিং প্রতারণা মামলার তদন্তে নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ অনলাইন গেমিং প্রতারণা মামলার তদন্তে নয়া মোড়! ৭৬৬ বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। ইতিমধ্যেই এই তদন্তে ইডির জালে ২ প্রতারক। এদের মধ্যে সোনু ঠাকুরকে জলপাইগুড়ি ও বিশাল ভরদ্বাজকে গুয়াহাটি থেকে গ্রেফতার করেছে ইডি। ধৃতদের ইডি বিশেষ আদালতে পেশ করা হলে ১৩ জুন পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অন লাইন গেমিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে এই চক্রের বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে দাবি, এই অনলাইন গেমিং চক্রের মাথারা বিদেশে বসে আছে। ধৃত দুজন এখানে এজেন্ট হিসেবে করতেন। বর্তমান যুগে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাড়ছে অনলাইন গেমের জনপ্রিয়তা। আর তারই সুযোগ নিয়ে রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে অনলাইন প্রতারণার ঘটনা। অনলাইন গেমের আড়ালে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার এক চক্র কাজ করছে ঠকিয়ে নিতে, এমনটাই দাবি তদন্তকারীদের। তবে পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে।

মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ পাটের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু মহিলার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার রতুয়া থানার অন্তর্গত আটগামা বলরামপুর এলাকায়। জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম আদরি মন্ডল(৪০)। স্বামী গৌতম মন্ডল। ঘটনার সম্পর্কে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল নাগাদ স্থানীয় একটি পাটের জমিতে কাজ করতে যায় মহিলা। সেখানেই একটি বিষধর সাপ তার বাম পায়ে কামড় দেয় । মহিলাটি সাপটিকে দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। জমিতে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন, তরিঘরি উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল নিয়ে আসেন। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মৎস্যজীবিদের সুরক্ষায় এবার ইসরো প্রযুক্তির ব্যবহার কাকদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুন ঃ এবার মৎস্যজীবিদের সুরক্ষায় এগিয়ে এলো সরকার। গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় ISRO-র প্রযুক্তির ব্যবহারের কাজ শুরু কাকদ্বীপের ট্রলারে। মৎস্য দপ্তরের তরফে সম্পূর্ণ নিখরচায় এই ডিভাইস লাগানো হচ্ছে ট্রলারে। মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা মজবুত করতে এই বিশেষ উদ্যোগ। কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন ট্রলারে লাগানো হচ্ছে ইসরোর প্রযুক্তি নির্ভর ট্রান্সপন্ডার ডিভাইস। এটি স্যাটেলাইট বেসড মেরি টাইম সেফটি সিস্টেম। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে থাকার সময়ে যে কোনও বিপদের সংকেত পাঠানো যাবে উপকূলে। যেখানে সাধারণ মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে ইসরোর এই ডিভাইস বিশেষ ভাবে কাজ করতে সক্ষম। মৎস্য দপ্তরের তরফে সম্পূর্ণ নিখরচায় এই ডিভাইস লাগানো হচ্ছে ট্রলারে। জানা গেছে, ইসরোর এই আধুনিক যন্ত্র কেবলমাত্র মৎস্যজীবীদের জন্যই

নয়, দেশের সুরক্ষাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।যদি প্রতিবেশী দেশের কেউ ভারতীয় জলসীমায় ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে আগে থেকেই সতর্কবার্তা পাঠাবে এই ডিভাইস।তবে এই ডিভাইস ট্রলারে লাগানোর জন্য মস্যজীবীদের বিভিন্ন সরকারি নথি জমা দিতে হবে মস্য দপ্তরের একটি নির্দিষ্ট পোর্টালে।শুধু তাই নয়, সমুদ্রে কোথায় মাছের ঝাঁক রয়েছে, তাও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে। আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে কাকদ্বীপ মহকুমায় ৩০০টি ট্রলারে বসানো হচ্ছে এই ডিভাইস। পরবর্তীতে অন্যান্য ট্রলারেও এই যন্ত্র লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে মস্য দপ্তরের।এই ডিভাইস লাগানোর কাজে নিযুক্ত কর্মী প্রীতম পাণ্ডা বলেন,এই ডিভাইস সম্পূর্ণ স্যাটেলাইট নির্ভর। সমুদ্রের যে কোনও প্রান্ত থেকে এই যন্ত্র ব্যবহার করে ডাঙায় বা উপকূলে সংকেত পাঠানো সম্ভব হবে। কাকদ্বীপের এক মাঝি বলেন,আগে বিপদের সময় কার ও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম না। এখন সেটা সম্ভব হবে। মৎস্যজীবীরা জানান,এই প্রযুক্তি থাকলে গভীর সমুদ্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্ভাবনাও কমবে।মস্যজীবি সংগঠনের সভাপতি তথা ট্রলার মালিক সতিনাথ পাত্র বলেন,এই ডিভাইসের মাধ্যমে দু মুখী প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ করা সম্ভব। গভীর সমুদ্রে মস্যজীবীরা বিপদের মুখোমুখি হলে যেমন উপকূলে সংকেত পাঠাতে পারবেন, তেমনই সরকারের তরফেও কোনও বার্তা ট্রলারে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই ডিভাইসের ব্যবহার শুরু হলে গভীর সমুদ্রে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবেন মস্যজীবী এবং মাঝিরা।আর সরকারের এই উদ্যোগে দূর্ঘটনা ও কমবে।

দীঘায় প্রথম গড়াবে জগন্নাথ দেবের রথের চাকা, প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৬ জুন ঃ দীঘার মাটিতে প্রথম গড়াবে জগন্নাথ দেবের রথের চাকা, ইতিমধ্যে জগন্নাথ দেব, বলভদ্রদের ও সুভদ্রা দেবীর সুসজ্জিত রথ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগন্নাথ ধামের সম্মুখে। আর তাতে উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। একমাস আগেই উদ্বোধন হয়েছে দীঘার জগন্নাথ ধাম, আর এখন সেই মন্দির ঘিরেই রথযাত্রার জোর প্রস্তুতি। রথের রশ্মিতে টান দিতে মুখিয়ে আছেন বহু পর্যটক জানা যাচ্ছে, এই ঐতিহাসিক রথযাত্রার শুভ সূচনা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরীর ধাঁচে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে শুরু হবে রথযাত্রা। ৩৬ চাকা বিশিষ্ট তৈরি রাখা হয়েছে তিনটি সুবিশাল রথ-নন্দঘোষ, তালধ্বজ ও দেবদলন। হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও পর্যটকের ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে চলছে জোরকদমে কাজ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে থাকছে একের পর এক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। ১২ জুনঃ স্নানযাত্রা উৎসব, এরপর ১৫ দিনের অনসর-এই সময়ে মূর্তির দর্শন বন্ধ থাকবে। ২৬ জুনঃ নবযৌবন ও নেত্র উৎসব। ২৭ জুনঃ রথযাত্রার মূল দিন-আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হবে 'পাহান্দি বিজ'। রথযাত্রা দেখতে ও রথের রশ্মিতে টান দিতে মুখিয়ে আছেন পর্যটকেরা। ইতিমধ্যেই অনেকে দিঘা ঘুরে দেখে যাচ্ছেন প্রস্তুতির হালচাল। তাঁরা জানাচ্ছেন, এই উদ্যোগে দিঘা পাচ্ছে নতুন চেহারা-ধর্মীয় পরব আর পর্যটন মিলেমিশে তৈরি হচ্ছে এক নতুন পরিবেশ। রথযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু 'মাসির বাড়ি' । দীঘা থানার পাশের পুরনো মন্দিরকে মাসিরবাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ৭৫ লক্ষ টাকার প্রকল্পে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রায় সম্পূর্ণ। সাত দিন রথ থাকবে মাসিরবাড়িতে, চলবে মহাপ্রসাদ বিতরণ। দুটি স্থানেই পালিত হবে রীতিনীতি- মাসিরবাড়িতে যাবে রথের নিম কাঠের (দারু ব্রহ্মের) মূর্তি, আর মূল মন্দিরেই থাকবেন পাথরের বিগ্রহ। রথের দড়ি টেনে, ভক্তিরস উপভোগ করতে প্রস্তুত দীঘা। শুধু পুণ্যার্থী নয়, পর্যটকেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রতি।

হাম ও রুবেলার মতো ছোঁয়াচে রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে তৎপর রাজ্য

কলকাতা, ৬ জুন ঃ রাজ্য সরকার ২০২৬ সালের মধ্যে হাম ও রুবেলার মতো ছোঁয়াচে রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে তৎপর হয়েছে। সেকারণে রাজ্যের ২৩টি পুরসভা এলাকায় বিশেষ টিকাকরণ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই পুর এলাকায় বহু শিশু এখনও এই দুটি রোগের টিকা নেয়নি। নারী ও শিশুকল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ১০টি জেলাকে চিঠি দিয়ে এই সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠিয়েছে। পুরসভাগুলিতে কীভাবে অভিযান চালাতে হবে, তা জানিয়ে পাঠানো হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। অভিযানে যেসব পুরসভা যুক্ত থাকবে, তার মধ্যে রয়েছে হাওড়া, ডায়মন্ডহারবার, কলকাতার একাধিক বরো, চন্দননগর, বিধাননগর প্রভৃতি।

বাইক চুরি করে পালাতে গিয়ে ধৃত ১, বর্ধমান আদালত চত্বরে উত্তেজনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ জুন ঃ জনবহুল আদালত চত্বরের মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল দুই দুষ্কৃতি। আদালতের এদিকের গেট বন্ধ থাকায় বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে স্থানীয়দের হাতে পাকড়াও হয় এক দুষ্কৃতি, কোনরকমে পালাতে জখম হল আরেকজন। তারপর স্থানীয়দের হাতে ধোলাই খেয়ে শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতির ঠাঁই হল শ্রীঘরে। ঘটনাস্থল থেকে হুগলি জেলার নাম্বার সম্বলিত একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। শুক্রবার বেলায় এই রকম ঘটনায় হতচকিত হয়ে পরে আইনজীবী থেকে বর্ধমান আদালতে আসা সাধারণ মানুষ। এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে বর্ধমান জেলা আদালত চত্বরে। স্থানীয়দের দাবি, এই ব্যক্তিরা বাইক চুরি করে পালাচ্ছিল। এরা বর্ধমানের রাস্তা ঠিক মতো না চেনে না, তাই পালাবার জন্য আদালত চত্বরে ঢুকে পরে বাইক নিয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তির নাম চন্দন গোয়ালা, কখন নিজেকে বিহারের আবার কখন ওড়িষার বাসিন্দা বলে দাবি করছে হিন্দি ভাষী চন্দন। কি কারণে দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে কোর্ট চত্বর দিয়ে যাচ্ছিল? পলাতক সঙ্গী কোথায়? তারা কি বাইক চুরি আন্তরাজ্য গ্যাঙের সঙ্গে জড়িত? এই সব নানান প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ আধিকারিকরা। প্রত্যক্ষদর্শী আইনজীবী দুলাল দাস বলেন, শুক্রবার বেলায় মহিলা থানার দিক থেকে আদালতে আসার জনবহুল রাস্তা দিয়ে হঠা দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল দুজন। যেহেতু আদালতে গেটে তালা ছিল তাই বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পা। এতে দুজন আইনজীবী ও পথচারী আহত হয়। আশপাশের সকলে বাইক আরোহীদের ধরতে গেলে এক ধরা পরলেও আরেকজন পালিয়ে যায়। পাকড়াও হওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে চাবির গোছা ও স্ক্রুডাইভার পাওয়া যায়। বিষয়টি আদালতে থাকা পুলিশ কে জানালে ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ, আটক করে হিন্দি ভাষী এই ব্যক্তি কে। উদ্ধার হয়েছে হুগলি জেলার একটি বাইক। আমাদের সন্দেহ হিন্দি ভাষী এই ব্যক্তি বাইক চুরি করে পালাচ্ছিল বলে জানান তিনি।

রামনগরে পর পর 'গলা কাটা' হত্যার সঙ্গে যোগ বসন্তপুরে মহিলার... চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, রামনগর, ৬ জুন ঃ রামনগরে একের পর এক 'গলা কাটা' খুন! চেন্নাই থেকে ধরা পড়ল মূল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম সাহারুল। এদিকে রামনগরে একের পর এক 'গলা কাটা' খুনের সঙ্গে বসন্তপুরে গলা কেটে খুন কাণ্ডের যোগ সামনে আসছে। গত ৯ মে চন্দনপুর কাজুরদান এলাকায় রাজীব দাস নামে এক যুবকের গলা কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল রামনগরে। ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় রহস্যের জট খুলল পুলিস। সেই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে রাজীব বর, সাইমুল ইসলাম ও সোমনাথ দাসকে। তাদের জেরা করে পুলিস চেন্নাই থেকে পাকড়াও করল মূল অভিযুক্ত আসারুল ওরফে কালা এবং তার ভাই সাহারুল ওরফে স্যারুলকে। এরপরই পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য! মনে করা হচ্ছে, এই সাহারুল যুক্ত থাকতে পারে বসন্তপুরে এক মহিলার গলা কেটে খুনের ঘটনাতেও। সেই ঘটনায় নিহত মহিলার গলা কাটা দেহ উদ্ধার হলেও, এখনও উদ্ধার হয়নি মহিলার কাটা মুণ্ড। কাটা মুণ্ডুর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। ওদিকে রাজীব দাস হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো ভোজালিটি একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, রামনগর থানা এলাকায় একের পর এক গলা কেটে খুনের ঘটনা ঘটছিল। মাথা ও ধড় আলাদা জায়গায় ফেলে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে অপরাধীরা। কিন্তু কেন এই নির্মম খুনের ধারাবাহিকতা? কেন প্রতি খুনের পর ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? এহেন খুনের পিছনে রহস্য-ই বা কী? সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ধৃতদের জেরা করে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় পুলিস।

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/এলএমজি/০৯ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; ক্রম নং-১; টেন্ডার নং. ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/১২; কাজের নাম ঃ ১) সিনিয়র ডিইএন/IV/লামডিং-এর আওতাধীন লামডিং-এ বাস্কেটবল, ভলিবল, লন টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদির জন্য বহুমুখী ক্রীড়া কমপ্লেক্স। (বৈদ্যুতিক অংশ) ২) সিনিয়র ডিইএন/IV/লামডিং -এর আওতাধীন টেবিল টেনিস, বিলিয়ার্ড, জিম, ক্যারম এবং মুকারের জন্য লামডিং-এ ইনডোর ক্রীড়া কমপ্লেক্সের উন্নয়ন। (বৈদ্যুতিক অংশ) ৩) সিনিয়র ডিইএন/IV/লামডিং -এর আওতাধীন লামডিং-এ ক্রিকেট এবং ফুটবলের জন্য রেলওয়ে স্টেডিয়ামের উন্নয়ন। (বৈদ্যুতিক অংশ)। টেন্ডার মূল্য: ১,০১,২৮,৭৬৭.৮১/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,০০,৭০০/- টাকা; ক্রম নং-২; টেন্ডার নং. ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/১৩; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/IV/লামডিং (বৈদ্যুতিক অংশ) -এর আওতাধীন এসি সুবিধা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ফলস সিলিং, ডিস্টেম্পারিং, অ্যালুমিনিয়াম দরজা জানালা প্রদানের মাধ্যমে ডিআরএম (ডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন অফিসের আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১৬,৬৪,৯৬৯.২৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৩,৩০০/- টাকা; উপরের সমস্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা এবং খোলা ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ নথি ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গৃহস্থালী

পরিবেশের ‘যম’ প্লাস্টিক, প্লাস্টিকমুক্ত গৃহ কি করে গড়ে তুলবেন জেনে নিন

পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করার জন্য প্লাস্টিক বর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা সকলেই জানেন। তবে তা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের ব্যবহার কমছে কি? বরং প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ব্যবহার। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে

প্লাস্টিকমুক্ত পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার নিতে হবে। পরিবেশের ‘যম’ প্লাস্টিকের ব্যবহার কীভাবে কমাবেন জানেন না তাই তো? জেনে নিন সহজ কৌশল। প্লাস্টিক ব্যাগ ভুলেও ব্যবহার করবেন না। তার পরিবর্তে কাপড়ের কিংবা পাটের ব্যাগ ব্যবহার করুন। তার ফলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমবে অনেকটা। পাল্লা দিয়ে কমবে দূষণও। অনেকেই জলের বোতল নিয়ে বাইরে বেরতে ভুলে যান। তার ফলে বাইরে থেকে কিনে মিনারেল ওয়াটার খান। আর ওই বোতল ব্যাগবন্দি করে ঘরে ফেরেন। এই অভ্যাস বদল করুন। পরিবর্তে বাড়িতে রিইউজেবল ব্যবহার করুন। এই অভ্যাস প্লাস্টিক দূষণ থেকে পৃথিবীতে বাঁচাতে কিছুটা সাহায্য করবে। রান্নাঘরে সাদা প্লাস্টিকের কৌটো জমানোর অভ্যাস থাকে অনেকের। প্লাস্টিকমুক্ত পৃথিবী চাইলে ভুলেও তা ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে স্টিল কিংবা কাচের কৌটো ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাফে কিংবা রেস্তরাঁয় অনেকেই প্লাস্টিকের স্ট্র, চামচ ব্যবহার করেন। ব্যবহারের আগে বিরোধিতা করুন। আর বাড়িতে ভুলেও এগুলি নিয়ে আসবেন না। পরিবর্তে বাঁশ কিংবা আখের স্ট্র, চামচ ব্যবহার করতে পারেন। ফল, শাকসবজি, চাল, ডালের প্যাকেট রান্নাঘরে জমাবেন না। জমানো মানেই তা ব্যবহার করা। তাই হাতে আসামাত্রই ফেলে দিন। শ্যাম্পু, তেলের প্লাস্টিকের শিশি আবার অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না। তা ফেলে দেওয়াই ভালো।

সাবান, রান্নার তেল, স্ন্যাকসের মতো জিনিসপত্র একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কিনুন। তার ফলে বাড়িতে প্লাস্টিক আসবে কম। স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারও হবে কম। এই সামান্য কয়েকটি সহজ কৌশলে আপনি প্লাস্টিকমুক্ত গৃহকোণ গড়ে তুলতে পারেন আপনি। আপনার এই ছোট্ট পদক্ষেপই একদিন প্লাস্টিকমুক্ত পৃথিবী গড়তে সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

ফ্রিজ ছাড়াই দীর্ঘদিন টাটকা থাকবে সবজি-ফল! জানেন কি পদ্ধতি

অফিস-কাছারির পর অধিকাংশই সপ্তাহে একটাদিন সময় পান বাজার করার। ফলে ৭ দিনের সবজি-ফল একসঙ্গে আসে বাড়িতে। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, সপ্তাহান্তে নষ্ট হচ্ছে অনেক কিছুই। সেই সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি কি তা নিয়ে কিছু কথা। সবজি হোক বা ফল, একটু বেশিদিন সতেজ রাখার উপায় বলতে একমাত্র ফ্রিজ। কিনে আনার পর সঠিক পদ্ধতিতে ফ্রিজে রাখা গেলে বেশ কয়েকদিন ধরে তা খাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ খরচ হয়। আবার এখনও এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে এখনও ফ্রিজের চল ততটা নেই। ফলে সেখানে বেশি করে বাজার করা মানে সবজি-ফল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যা আর্থিক ক্ষতি তো বটেই, তা ছাড়াও কেউই চান না জিনিস অপচয় করতে। এই সব দিক বিবেচনা করেই একটি উপায়।বিষয়টা ঠিক কী? রেশম মাইক্রোনিডলের মাধ্যমে সবজি বা ফলের ত্বকের ক্ষতি না করে ভিতরে টিস্যুতে মেলাটোনিন প্রবেশ করানো যায়। গবেষকরা বলছেন, এই পদ্ধতি ব্যবহারে সাধারণ তাপমাত্রায় অতিরিক্ত ৪ দিন সতেজ থাকবে সবজি-ফল। ফ্রিজে রাখলে টাটকা থাকতে পারে ১০ দিন পর্যন্ত। ফলে অপচয় কমবে বলেই দাবি গবেষকদের। তবে শুধু আমজনতার জন্যই নয়, কৃষকদের জন্যও এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রত্যন্ত এলাকার ক্ষেত্রে অনেক সময় ফসল তোলার পর তা বাজারে নিয়ে আসতে আসতেই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায়। শাক-সবজি-ফল খারাপ হয়ে যায়, ক্ষতি হয় চাষিদের। এই পদ্ধতিতে সুফল পেতে পারেন তাঁরাও।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে যে ভাবেই করুন সোফা পরিষ্কার করবেন

সোফা না থাকলে বাড়ির ড্রয়িংরুম যেন সম্পূর্ণ নয়। আর তা রোজকার ব্যবহারে অপরিষ্কার হওয়াই স্বাভাবিক। বাড়িতে ভ্যাকিউম ক্লিনার না থাকলেই মুশকিল। কীভাবে সোফা পরিষ্কার করবেন, তা ভেবে চিন্তা বাড়ে অনেকের। তবে ভ্যাকিউম ক্লিনার না থাকলেও ঘরোয়া পদ্ধতিতে সোফা পরিষ্কার সম্ভব। জেনে নিন সহজ পন্থা।

১. সোফাতে ধুলো ময়লা ঢুকে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অল্প নোংরা হলে নরম ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে নিতে পারেন। একই পন্থা পরিষ্কার করতে পারেন কুশনও।

২. তবে ধুলোর চেয়ে দাগ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেশি। সেক্ষেত্রে শুধু নরম ব্রাশের পরিবর্তে ঘরোয়া পন্থায় সোফা পরিষ্কার করতে পারেন।

৩. একটি বালতিতে সাবান ও জল মিশিয়ে নিন। পরিষ্কার কাপড় সাবান জলে ডুবিয়ে তা দিয়ে সোফা মুছে নিন। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছুন।

৪. বেকিং সোডা এবং ভিনিগারের মিশ্রণ দিয়েও সোফা পরিষ্কার করতে পারেন। এই মিশ্রণ ১৫-২০ মিনিট ধরে সোফায় স্প্রে রাখার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। তাতেই আবার নতুনের মতো ঝকঝকে হবে সোফা।

৫. লেবু ও নুনের মিশ্রণে উঠবে সোফার ছিটছিটে কালো দাগ। ওই দাগের উপর কমপক্ষে ১০-১৫ মিনিট আগে মিশ্রণ দিয়ে দিন। তারপর ভালো করে ঘষে মুছে ফেলুন।

৬. খুব হালকা নোংরা হলে গরম জল এবং শুকনো কাপড়ও সোফার ময়লা তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

৭. অলিভ অয়েল এবং ভিনিগারের মিশ্রণেও সোফায় লেগে থাকা দাগ পরিষ্কার করা সম্ভব।

৮. ওয়েট টিস্যুর সাহায্যে সোফার দাগ তুলতে পারেন।

আপনার ড্রয়িংরুমে থাকা সোফাকে সারাক্ষণ ঝকঝকে রাখার জন্য অবশ্য রয়েছে কিছু টিপস। সেগুলি হল-

১. প্রতিদিন কমপক্ষে একবার করে নরম কাপড় দিয়ে সোফা ও কুশন ঝেড়ে নিন।

২. নরম ব্রাশ দিয়ে সপ্তাহে একদিন অবশ্যই সোফার ধুলে ঝেড়ে ফেলুন।

৩. প্রয়োজনে সোফার কভারও ব্যবহার করতে পারেন।

বাড়ি সাজিয়ে এফলতে পারেন বোগেনভেলিয়া দিয়ে, গন্ধ নেই, কিন্তু রূপ এবং রং সবকিছুতেই সেরা

‘বোগেনভেলিয়া’ নিয়ে বাগানবিলাসীর সংখ্যা কম নয়। কম-বেশি যাঁরা পছন্দ করেন এই গাছ তাঁরা বাড়িতে অল্প জায়গার মধ্যেও ঠিক লালনপালন করার চেষ্টা করেন। গন্ধ না থাকলেও এই ফুলের গাছ কিন্তু রূপ এবং রং সবকিছুতেই সেরা। বাগানবিলাস, কাগজফুল, বাগান বাহার, বোগেনভেলিয়া বহু নামের মতোই এই ফুল গাছের অনেক রংও। বাজারে বা নার্সারিতে অনেক রকম রঙের এই গাছ পাওয়া যায়। বাড়িতে মাটিতে হোক বা টবে এই গাছ বসালে তার যত্ন কীভাবে নেবেন জেনে নিন।

বাড়ি বা নিজের বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে অনেকেই এই বাগানবিলাস বা কাগজ ফুলের গাছ বসান। দু’কামরা ছোট্ট ফ্ল্যাটের জানলা বা এক ফালি বারান্দা আলো করে থাকে বাগানবিলাস। গোলাপি, সাদা, কমলা বিভিন্ন রঙে এই ফুলের গাছ মেলে। জানেন কী ভাবে যত্ন তিতে হয়। তাই এই লেখা। প্রথমেই ভালো করে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে মেশাতে হবে বালি মাটি, জৈব সার। ব্যবহার করতে পারেন মাটি তৈরির সময়ে এক চামচ পটাশ সার গাছের খাদ্যের প্রয়োজনে।

এই গাছের চারা কিনে নিয়ে এসে মাটিতে বসানোর পর তাতে প্রয়োজনমতো জল দেবেন। এই গাছে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। তবে হ্যাঁ, গাছের গোড়ার জল না শোকানো পর্যন্ত আবার জল দেবেন না। টবে বসানোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মানতে হবে। জৈব সার হিসাবে কাগজফুল বা বাগানবিলাস গাছে ব্যবহার করতে পারেন সরষের খোল, গোবর সার, পাতা পচা সার ইত্যাদি। কাগজ ফুলের গাছে পর্যাপ্ত রোদের প্রয়োজন হয়। তাই যেখান থেকে এই গাছ পর্যাপ্ত রোদ পাবে সেরকম জায়গাতেই গাছটি রাখুন। ভরা গ্রীষ্মে এই কারণেই ফুলে ফুলে ভরে ওঠে কাগজ ফুলের গাছ।

তবে রোদ পেলে শীতকালেও এই গাছে ফুল পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে বর্ষাকালে বরং কম ফুল আসে। তবে সঠিক পরিচর্যায় আপনার কাগজ ফুলের গাছ ভরে উঠবে ফুলে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতে আগামী কয়েকদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বালতিস্তান, মুজাফফ রাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, ছত্তিশগড়, পূর্ব রাজস্থান এবং কর্ণাটকে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম রাজস্থানে এ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত ধুলোঝড়ের সম্ভাবনা। পশ্চিম রাজস্থানে আগামী ৭ থেকে ৯ জুন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

ভিয়েতনামে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়ার

ক্যান থ্রো, ৬ জুন ঃ ভিয়েতনামে এমবিবিএস পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু। বুধবার ভিয়েতনামের ক্যান থ্রো শহরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই ভারতীয় ছাত্রের। তেলেঙ্গানার কুমুরাম ভীম আসিফাবাদ জেলার বাসিন্দা আরশিদ আশ্রিত তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে আরশিদ ও তাঁর এক বন্ধু কোথাও যাচ্ছিলেন। বাইক চালাচ্ছিলেন আরশিদ। দ্রুত গতিতে থাকার ফলে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাইকটি। বাইকের পিছনে থাকা আরশিদের বন্ধু ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম হন তিনি। এদিকে দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আরশিদের। দুর্ঘটনার মুহূর্ত সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। সেই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একটি শুনশান রাস্তায় দ্রুত গতিতে একটি বাইক বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এদিকে আরশিদের বাবার একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। এদিকে ছেলের মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আরশিদের বাবা অর্জুন এবং মা প্রতিমা।

এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিধায়ক পি হরিশ বাবু আশরিদের বাড়িতে যান। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি মৃতদেহ দ্রুত দেশে ফোরানোর জন্য কেন্দ্রয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন।

উত্তরপাড়ায় জাতীয় মহিলা কমিশনের শুনানি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জুন ঃ হুগলিতে এবার আসলেন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা তাদের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার ৪ সদস্যের মহিলা কমিশনের একটি দল শুক্রবার হুগলির উত্তরপাড়ার গণভবনে সকাল দশটা থেকে শুনানিতে বসেন। এদিন হাওড়া হুগলি দুই জেলার মহিলাদের ডাকা হয় শুনানিতে। এই মহিলারা আগে সুবিচার না পেয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ডাকা হয় । এদিন দূর দূরান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে নির্যাতিততা মহিলারা এসেছিলেন এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সুবিচার পাওয়ার আশায় । দেখা গেল শুনানির সময় জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার এক একটা কেস দেখছেন ও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন তাকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা গেল পুলিশের প্রতি কেন এসব কেস হয়নি আপনারা করছেন কি? পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে শোনা যায় এরকম মাঝে মাঝেই হচ্ছিল মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অভিযোগকারীনির কথা শুনলেন তাদের অভিযোগ শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আইনি ব্যাপারটা যতটা সম্ভব সমাধান করা যায় দ্রুত সেই ব্যবস্থা তিনি একের পর এক করলেন । এদিন হাওড়া হুগলি দুই জেলার অভিযোগকারীনিরা এসেছিলেন । হুগলি জেলার গ্রামীণ পুলিশ এলাকা ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার থেকে ৩৯ জন অভিযোগকারীনি সুবিচার পাওয়ার আশায় এসেছিলেন। মোট ৬০ জন অভিযোগকারীনির কেস সমাধান করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ প্রশাসনের কর্তারা। উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনে এই শুনানি হয়, যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একদিন এসেছিলেন। উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উপস্থিত ছিলেন তিনি দেখাশোনা

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মউ স্বাক্ষর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৬ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালিগাঁওস্থিত রঙ ভবনে বিশ্বব্যাপী থিম প্লাস্টিক দূষণের অবসান গ্রহণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উদযাপন করে। অনুষ্ঠানটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েউইমেন্স ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন (এনএফআর ডব্লিউডব্লিউও)-এর সভানেত্রী শ্রীমতী শালিনী শ্রীবাস্তবের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি মুখ্য আকর্ষণ ছিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর সহযোগিতা মূলক গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি (মউ) স্বাক্ষর। উদযাপন অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং বরিষ্ঠ আধিকারিক উপস্থিতি ছিলেন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এবং অন্যান্যডিভিশনাল অফিসার তাদের নিজ নিজ স্থান থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন, যাতে প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তাটি সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েজুড়ে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রী এম. কালিমুথু, চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) এবং কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুযাহাটির প্রতিনিধিত্ব করেন ডঃ অরি ঃদম গর্গ, রেজিস্ট্রার। এই সমঝোতা চুক্তিটি জলবায়ু অনুকূল পরিকাঠামো, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত স্থায়ী পরিবহন সমাধানের মতো প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতামূলক গবেষণা ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। এই অংশীদারিত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় রেলওয়ের মধ্যে সমন্বিত পরিবেশগত তত্ত্বাবধান এবং জ্ঞান বিনিময়ের দিকে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অজয় সিং একটি অতিথি বক্তৃতাও উপস্থাপন করেন, যিনি স্টেশন ক্যাফেটেরিয়াগুলিতে প্লাস্টিক প্যাকেজিং নির্মূল করার ওপর অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেন। এনএফআর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস দ্বারা পরিবেশিত বিট প্লাস্টিক পলিউশন শীর্ষক একটি বিষয়ভিত্তিক নাটকে একটি ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বোতলের ক্ষতিকারক জীবনচক্র চিত্রিত করা হয় এবং দর্শকদের রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকল গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সমাপ্তী ভাষণে, জেনারেল ম্যানেজার স্থায়ীত্বের প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিষ্ঠা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং নতুন পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপের ঘোষণা করেন, যার মধ্যে ৫০টি প্রধান স্টেশনে প্লাস্টিক সংগ্রহের পাত্র স্থাপন এবং রেলওয়ে ওয়েটিং রুমে পুনর্ব্যবহারযোগ্য চায়ের কাপ চালু করা রয়েছে। বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে প্লাস্টিকের পানির বোতল নির্মূল, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রিফিলযোগ্য পানির স্টেশন স্থাপন এবং ক্যাটারিং পরিষেবায়. বায়োডিগ্রেডেবল বিকল্প গ্রহণের বিষয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চলমান পদক্ষেপগুলি প্রদর্শন করা হয়। একই সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্লাস্টিক-হ্রাস কৌশল, পুনর্ব্যবহারযোগ্য অংশীদারিত্ব এবং পরিবেশবান্ধব সাফল্যের গল্প তুলে ধরা একটি পরিবেশগত পুস্তিকাও রিলিজ করা হয়।

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা চুক্তি থেকে শুরু করে নাটক, বক্তৃতা এবংপ্লাস্টিক হ্রাসের পদক্ষেপ পর্যন্ত এই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং অধিক স্থায়ী ভবিষ্যত নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত গোরখপুর-যোধপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০৬ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার যোধপুর থেকে ০৪৮২৯০৪৮৩০ যোধপুর-গোরখপুর-যোধপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এবং ১৩ থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গোরখপুর থেকে ০৩টি ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৪৮২৯ যোধপুর-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১২ থেকে ২৬ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার যোধপুর থেকে বিকাল ৪.১৫ মিনিটে, মের্তা রোড থেকে বিকাল ৪.৪০ মিনিটে, দেগানা থেকে বিকাল ৪.১৮ মিনিটে, ছোটি খাতু থেকে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে, দিদোয়ানা থেকে বিকাল ৪.২৪ মিনিটে, লাডনুন থেকে বিকাল ৪.০০ মিনিটে, সুজনগড় থেকে বিকাল ৪.১৩ মিনিটে, রতনগড় থেকে বিকাল ৪.৩৫ মিনিটে, চুরু থেকে বিকাল ৪.২৫ মিনিটে, সাদুলপুর থেকে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে, পরের দিন লোহারু থেকে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে, মহেন্দ্রগড় থেকে বিকাল ৪.০৭ মিনিটে, রেওয়ারি থেকে বিকাল ৪.৪০ মিনিটে, গুরগাঁও থেকে বিকাল ৩.২৮ মিনিটে, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকাল ৩.৪৫ মিনিটে, দিল্লি থেকে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে, গাজিয়াবাদ থেকে বিকাল ৫.৫০ মিনিটে ছাড়বে। মোরাদাবাদ থেকে ০৮.২৫ মিনিটে ছেড়ে এটি বেরেলি থেকে ০৯.৫৬ মিনিটে, লখনউ থেকে ২.৩০ মিনিটে, অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬.৪০ মিনিটে, অযোধ্যা ধাম থেকে ১৭.০৫ মিনিটে, মানকাপুর

থেকে ১৮.২০ মিনিটে, বাস্তি থেকে ১৯.০৭ মিনিটে এবং খলিলাবাদ থেকে ১৯.৩১ মিনিটে ছেড়ে গোরখপুরে ২০.৫০ মিনিটে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪৮৩০ গোরখপুর-যোধপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৩ থেকে ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গোরখপুর থেকে ২৩.২৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং খলিলাবাদে ০০.০৬ মিনিটে, বস্তিতে ০০.৩৪ মিনিটে, মানকাপুরে ০১.৩২ মিনিটে, অযোধ্যা ধামে ০২.৩৫ মিনিটে, অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্টে ০৩.০৫ মিনিটে, লখনউতে ০৬.০৫ মিনিটে, বেরেলিতে ০৯.৩৩ মিনিটে, মোরাদাবাদে ১১.১০ মিনিটে, গাজিয়াবাদে ১৩.১৭ মিনিটে, দিল্লিতে ১৪.১০ মিনিটে, দিল্লিতে ১৪.৪২ মিনিটে, গুরগাঁওয়ে ১৫.০২ মিনিটে, রেওয়ারিতে ১৬.২০ মিনিটে, মহেন্দ্রগড়ে ১৭.১৮ মিনিটে, লোহারুতে ১৮.০২ মিনিটে, সাদুলপুরে ১৯.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। চুরু ২০.০০ টায়, রতনগড়। এটি সুজানগড় থেকে ২১.১০ টায়, সুজানগড় থেকে ২১.৪৬ টায়, লাডনুন থেকে ২১.৫৯ টায়, দিদোয়ানা থেকে ২২.২৫ টায়, ছোটি খাতু থেকে ২২.৫৩ টায়, দেগানা থেকে ২৩.৫১ টায় এবং তৃতীয় দিনে মের্তা রোড থেকে ০১.২০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ০৪.০০ টায় যোধপুর পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ সংযুক্ত থাকবে যার মধ্যে রয়েছে ০২টি এসি দ্বিতীয় স্তর, ০৪টি এসি তৃতীয় স্তর, ১০টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি জেনারেল দ্বিতীয় স্তর এবং ০২টি এসএলআরডি কোচ।

নাসা থেকে ‘ড্রাগন’ প্রত্যাহারের হুমকি! মুহূর্তেই ইউ-টার্ন মাস্কের

ওয়াশিংটন, ৬ জুনঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ধনকুবের ইলন মাস্কের বিবাদ এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার হট টপিক। এই আবহেই মাস্ক ঘোষণা করেন যে, তিনি নাসা-র ব্যবহার করা স্পেসএক্সের ড্রাগন স্পেসক্রাফটটি সরিয়ে নিচ্ছেন। যদিও এমন মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিজের কথা প্রত্যাহার করে নিয়ে জানান যে, তিনি ‘টিম আমেরিকার’ সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, সেকথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলের কাছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন ট্রাম্পই। তিনি লেখেন, ‘আমাদের বাজেটে টাকা বাঁচানোর সবথেকে ভালো উপায় হল ইলন মাস্কের সরকারি চুক্তি এবং ছাড় খারিজ করে দেওয়া। আমি অবাক হচ্ছি যে বাইডেন তা করেননি।’ এরপরেই এক্স বাড়ায় ক্ষুব্ধ মাস্ক লেখেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমার সরকারি কনট্রাক্ট খারিজ করে দেওয়া নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার প্রেক্ষিতে বলি, স্পেসএক্স তার ড্রাগন মহাকাশযান অবিলম্বে প্রত্যাহার করবে।’ যার জেরে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি নাসা আর এই মহাকাশযান ব্যবহার

করতে পারবে না? এই পোস্টের পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কেটে যায়। এসবের মধ্যেই জনৈক এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে মাস্ক ও ট্রাম্পের এই বিবাদকে লজ্জাজনক বলেন এবং আপাতত এই বিবাদ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। এরপরেই শুভবুদ্ধির উদয় হয় মাস্কের। পাল্টা জবাবে ওই ব্যবহারকারীকে টেসলা প্রধান লেখেন, ‘‘ভালো পরামর্শ। ঠিক আছে, আমরা ‘ড্রাগন’কে ডিকমিশন(খারিজ) করব না।’’ এরপরেই মাস্ক পুরনো একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা, আর তার পেছনে ড্রাগন মহাকাশযান। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘টিম আমেরিকা।’ তবে ধামাচাপা দিলেও ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের সম্পর্ক ক্রমেই তলানিতে পৌঁছচ্ছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্কের সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ চওড়া থেকে আরও চওড়া হচ্ছে। গত সপ্তাহেই ট্রাম্পের বিলের সমালোচনা করে প্রশাসনিক উপদেষ্টার পদ ছেড়েছিলেন টেসলা সিইও। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হতাশার সুরে বলেছিলেন, ‘মাস্কের আচরণ হতাশাজনক।’ পাল্টা মাস্ক দাবি করেন, তাঁকে ছাড়াই জিততে পারতেন না ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের দখল নিতেন ডেমোক্র্যাটরা।

উপভোটের আগেই নারী সম্মান রক্ষায় পথে বিজেপি, আর ঠিক ৩ দিন পর থেকেই ময়দানে শুভেন্দুরা

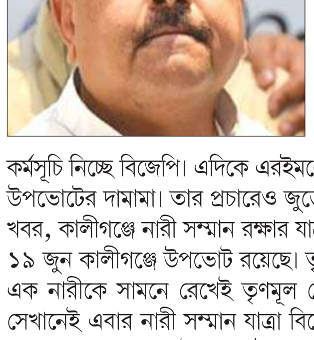

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ নারী সম্মান রক্ষায় এবার পথে বিজেপি। অনুব্রত মণ্ডলের মন্তব্যের পরে বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে তারা। এবার পথে নামছেন দলের মুখেরা। আগামী ৯ তারিখ বোলপুর থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। নেতৃত্বে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যজুড়েই এই কর্মসূচি নিচ্ছে বিজেপি। এদিকে এরইমধ্যেই আবার বাংলায় বেজে গিয়েছে উপভোটের দামামা। তার প্রচারেও জুড়ে যাচ্ছে এই কর্মসূচি। দলীয় সূত্রে খবর, কালীগঞ্জে নারী সম্মান রক্ষার যাত্রায় ভোট প্রচার চলবে বিজেপির। ১৯ জুন কালীগঞ্জে উপভোট রয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থী আলিফা আহমেদ। এক নারীকে সামনে রেখেই তৃণমূল ভোট যুদ্ধে জিততে চাইছে। আর সেখানেই এবার নারী সম্মান যাত্রা বিজেপির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ভোটের আগেই স্নায়ুর চাপ তৈরি করতেই এই কৌশল পদ্ম শিবিরের। আগামী ১৬ জুন কালীগঞ্জ বিধানসভায় নারী সম্মান যাত্রা করবে বিজেপি। নেতৃত্বে থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে অনুব্রত মণ্ডলের মন্তব্য, অন্যদিকে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তৃণমূলের নানা স্তরের নেতাদের মন্তব্যে বেড়েছে বিতর্ক। এই দুইকে সামনে রেখেই নারী সম্মান রক্ষার কর্মসূচি পদ্ম ব্রিগেডের। ১৭ জুন ভোট প্রচারের সময়সীমা শেষ হবে। তার আগের দিন, ১৬ জুন নারী সম্মান যাত্রা কর্মসূচি বিজেপির। আদতে যা ভোটের প্রচারও বলে মত রাজনীতির কারবারিদের। এখন দেখার পাল্টা প্রচারে কেমন ঝড় তোলে ঘাসফুল শিবির।

Name Change

I, VASUNDHARA RUNGTA (Old Name) W/O RAJESH RUNGTA Residing at Station Road Barakar, P.O - Barakar, P.S - Kulti, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713324 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BASUNDHARA RUNGTA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 06-06-2025. VASUNDHARA RUNGTA (Old Name) and BASUNDHARA RUNGTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SANJAY BANKA (Old Name) S/O MADAN LAL BANKA Residing at Balarampur, P.S - Balarampur, District - Purulia, Pin - 723143 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY KUMAR BANKA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 06-06-2025. SANJAY BANKA (Old Name) and SANJAY KUMAR BANKA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Charlie Chaudhuri (Old Name) D/o Debasis Banerji W/o Avisek Chaudhuri Residing at 244/1, B B Chatterjee Road, Kasba, Circus Avenue, District- Kolkata, Pin - 700042 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Charlie Banerji (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 49/2025 Dated 06-06-2025. Charlie Chaudhuri (Old Name) and Charlie Banerji (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Kamaluddin alias Kamaluddin (Old Name) S/o Sk Abul Hossain Residing at Basu Mahalla, Vtc - Pandua, P.o - Pandua, District- Hooghly, Pin- 712149 West Bengal shall henceforth be known as Sk Kamal Uddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 47/2025 Dated 06-06-2025. Sk Kamaluddin, Kamaluddin (Old Name) and Sk Kamal Uddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Sabina Yeasmin alias Sabina Yeasmine (Old Name) D/o Sk Kamal Uddin Residing at Bosepara, Vtc - Basumahalla, P.o - Pandua, District- Hooghly, Pin- 712149 West Bengal shall henceforth be known as Sabina Yasmin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 48/2025 Dated 06-06-2025. Sabina Yeasmin, Sabina Yeasmine (Old Name) and Sabina Yasmin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shahansha Hussain S/o Late Md Hajjan Residing at G/85, Battikal 1st Lane, P.o+P.s - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024 West Bengal India shall henceforth be known as Shahenshah Hussain. I declare that Shahansha Hussain and Shahenshah Hussain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-06-2025.

Name Change

I, Ift Khar Khan S/o Late Irshad Khan Residing at 21/1, Danesh Molla Lane, P.o+P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102 West Bengal India shall henceforth be known as Iftekhar Khan. I declare that Ift Khar Khan and Iftekhar Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-06-2025.

Name Change

I, Naseema Khan W/o Late Md Shakil Khan Residing at Vill - Bagaha, P.o - Matka, P.s - Solon, District - Rae Bareli, Pin - 229127, Uttar Pradesh India shall henceforth be known as Naseema Khanam. I declare that Naseema Khan and Naseema Khanam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-06-2025.

Name Change

I, Maroof Khan S/o Late Md Shakil Khan Residing at 29/H/1, Jheel Road Cossipore, P.o+P.s - Cossipore , District - Kolkata, Pin- 700002 West Bengal India that my deceased father who previously known as Shakil Khan shall henceforth be known as Md Shakil Khan.I declare that my deceased father Shakil Khan and Md Shakil Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 06-06-2025.

Name Change

I, Aditi Pal W/o Subrata Manna Residing at Devaloke Sonar City, 1117, Shimultala, Sonarpur Station Road, Rajpur Sonarpur, P.o+P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700150 West Bengal India shall henceforth be known as Aditi Pal Manna. I declare that Aditi Pal and Aditi Pal Manna is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-06-2025 no 50/2025.

Name Change

I, Afchar Mondal, S/O- Late Ichhab Mondal, residing at Vill-Patia, P.O-Madhabpur P.S. Chapra, Dist-Nadia Pin- 741164 do hereby declare that I have changed my name from Apsar Mandal to Afchar Mondal and henceforth I shall be known as Afchar Mondal in all purpose, vide affidavit no 3 sworn before the Notary Public at Krishnagar on 06/06/2025. Afchar Mondal and Apsar Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I Fakir Mandal S/o - Late Akman Mondal residing at Vill-Jhitkipota P.S. Kotwali Dist. Nadia Pin. 741102 W.B. That I Have changed my name from Fakir Mondal (Old Name) to Fakir Mandal (New Name). That Fakir Mandal &Fakir Mondal is the same & one identical person vide affidavit Before The Notary Public Krishnagar Nadia Dated 03/06/2025.

উত্তর সিকিমে উদ্ধারকাজ জারি, ছাতেন থেকে হেলিকপ্টারে ৩৬ জন পাকইয়ংয়ে পৌঁছালেন

গ্যাংটক, ৬ জুন ঃ উত্তর সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে শুক্রবার সকাল থেকে ফের শুরু হয়েছে হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযান। এদিন হেলিকপ্টারে দুই দফায় মোট ৩৬ জনকে ছাতেন থেকে পাকইয়ং গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দরে আনা হয়। প্রথমে হেলিকপ্টারে ১৭ জন এবং পরে আরও ৯ জনকে পাকইয়ংয়ে আনা হয়। বাকি পর্যটকদের উদ্ধারকাজ অব্যাহত। পাকইয়ং জেলা তথ্য আধিকারিক জানান, উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের গ্যাংটক পৌঁছাতে এসএনটি বাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরে মোতায়েন রয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের মেডিক্যাল টিমও। প্রসঙ্গত, টানা বর্ষণের জেরে উত্তর সিকিমের প্রধান সড়কে ধস নামায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বহু পর্যটক সেখানে আটকে পড়েন। সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারেই চলছে উদ্ধারকাজ।

প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লালবাগের একটি নার্সিংহোমে তাণ্ডব চলে। ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে মৃতার পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রসূতির মৃত্যুর পর দায় এড়াতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহরমপুরে অন্য হাসপাতালে পাঠায়। বহরমপুরে নিয়ে গেলে হাসপাতাল থেকে জানানো হয় , অনেক আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তারপরেই মৃতার বাড়ির লোকজন এসে নার্সিংহোম ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ উঠেছে, লালবাগের ওই বেসরকারি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ প্রসূতির মৃত্যুর পরও পরিবারের লোকেদেরকে সেই ঘটনার কথা জানায়নি। পরিবারের লোকেদেরকে 'ভুল তথ্য' দিয়ে মৃত অবস্থাতেই ওই প্রসূতিকে বহরমপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বহরমপুরের চিকিৎসকরা প্রসূতির পরিবারকে গোটা বিষয়টি জানিয়ে দিলে তাঁরা দেহ নিয়ে লালবাগ শহরে ফিরে এসে ওই নার্সিংহোমের সামনে দেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময় কিছু উত্তেজিত জনতা ওই নার্সিংহোমের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

৮ বছর অপেক্ষা, বাসিন্দারা নিজেদের পরিশ্রম দিয়েই তৈরি করল বাঁশের সাঁকো

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ জুন ঃ প্রশাসনের ভরসায় না থেকে বাসিন্দারা নিজেদের পরিশ্রম দিয়েই তৈরি করল বাঁশের সাঁকো। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বিষয়টি নিয়ে বিগত আট বছর যাবত একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও সমাধান হয়নি আজও। ভোটের আগে যদি এই ব্রিজ পাকাপোক্ত ভাবে না করা হয় তাহলে ভোট বয়কট পর্যন্ত করা হবে বলে জানান তাঁরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের দেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাপাইন-বাঁশদেউল সহ একাধিক গ্রামের সাধারণ মানুষদের বালিয়া খাড়ি বাঁশের সাঁকোই একমাত্র ভরসা। দীর্ঘ ৮ বছর যাবত নিত্যদিনের যাতায়াত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে রোজদিন সাঁকো পেরিয়ে কুশমন্ডি সহ অন্য যেকোনো প্রান্তে যেতে হয়। অভিযোগ, ওপারে হাসপাতাল থাকায় এইপারের মানুষদের ওই সাঁকো দিয়েই জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে রোগীদের আনতে হয়। নয়তো এলাকায় কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বা গর্ভবতী মহিলাদের প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয় কুশমন্ডি গ্রামীন হাসপাতালে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই গ্রামবাসীরা নিজেরাই তৈরি করলাম বাঁশের সাঁকো।

জাফরাবাদে বাবা-ছেলে খুনে চার্জশিট দিল বিশেষ তদন্তকারীদল, অভিযুক্ত ১৩ জন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে বাবা-ছেলে খুনে চার্জশিট দিল বিশেষ তদন্তকারী দল। ১৩ জনকে অভিযুক্ত দেখিয়ে চার্জশিট পেশ। ঘটনার ৫৬ দিনের মাথায় জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে চার্জশিট দিল পুলিশ। দ্রুত শুনানি শুরু হবে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের জেরা করে একাধিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে ১৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এদিন শুক্রবার চার্জশিট দিল বিশেষ তদন্তকারী দল। অভিযুক্তরা কীভাবে ঘটনা ঘটিয়েছেন ও তারপর গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তাঁদের কোথা থেকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সমস্তটাই চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত খবর। তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট পেশ করে দ্রুত শুনানির কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, মুর্শিবাদের ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে অশান্তির সময় জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে রাজ্য। ডিআইজি পদমর্যদার আধিকারিকের নেতৃত্বে তদন্ত চলে। খুনে যুক্ত থাকার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ ও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সব অভিযুক্তই ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশের দাবি, তদন্তে উঠে এসেছে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। তদন্তের পর আজ শুক্রবার জঙ্গিপুর আদালতে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। এদিকে সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পৌর পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হলেও রাস্তা তৈরি হয়নি আজও, রাস্তার দাবি বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ পৌর পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হলেও আজও তৈরি হয়নি রাস্তা। আবার কোথাও রাস্তা থাকলেও ভাঙাচোরা এবরো খেবড়ো। চলাচলের একেবারেই অযোগ্য। রাস্তা না থাকায় এলাকায় কোন যানবাহন চলাচল তেমন করে না। গোটা শহর জুড়ে এখন দাপিয়ে বেড়ায় টোটো। কিন্তু মালদার ইংরেজবাজার পৌরসভার অন্তর্গত এই এলাকার নাম শুনলেই পিছুটান নেন টোটো চালকেরাও। কারণ একটাই রাস্তা নেই এমনই অবস্থা ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ নাগরিকদের। এই এলাকার কুলদীপ মিশ্র কলোনি সর্বোচ্চ এলাকা রাস্তার কাজ মাঝপথেই শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাস্তা সম্পূর্ণ হয়নি। এলাকাগুলির বাসিন্দাদের এখন একটাই দাবি রাস্তা। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে নাকি রাস্তা হচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। আজকে গ্রামগঞ্জের রাস্তা বেহাল রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে দুর্ঘটনায় কবলে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের । গ্রামের পথশ্রী এখন হতশ্রীতে পরিণত হয়েছে। এইতো গেল গ্রামের কথা কিন্তু শহরের পৌর এলাকাতেও দেখা গেল রাস্তায় হয়নি। মাঝপথে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন বন্ধ হয়েছে কবেই বা রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে কোন উত্তর নেই পৌর নাগরিকদের কাছে। কিন্তু শহরের এই এলাকার রাস্তা কেন হচ্ছে না তার উত্তর আজও জানা নেই স্থানীয়দের। । পুরসভার দাবি, ধীরে ধীরে এলাকায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে আগামীতে গোটা এলাকাতে রাস্তা তৈরি হবে। এদিকে রাস্তা না থাকায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে পুরসভার এই এলাকার বাসিন্দারা। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কুলদীপ মিশ্র কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ভোট আসলেই কাউন্সিলরদের এলাকায় দেখা যায় তারা বলে ভোট দেন আমরা রাস্তার কাজ করে দেবো কিন্তু ভোট পেলেই আর তাদের দেখা যায় না। আমরা তাদের সাথে দেখা করতে গেলেও তারা দেখা করে না এই রাস্তা দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে কাজ শুরু হল মাঝ পথেই কাজ শেষ করে চলে যায় ভোট আবার যখন আসবে তখন আবার এই রাস্তা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে জনপ্রতিনিধিরা। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুজিত সাহা যদিও রাস্তার এই সমস্যার কথাটি স্বীকার করে নেন তিনি জানান, কুলদীপ মিশ্র কলোনীর এলাকার বাসিন্দাদের যে রাস্তা নিয়ে অভিযোগ সেটা সম্পূর্ণ সঠিক। কেননা এই সমস্যাটা আমি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে প্রায় ৩০ বছর আগে থেকেই সমস্যাটা ছিল যারা সেই সময় পূর্বে নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন তারা এলাকার কাজ কিছু করতেন না তৃণমূল কাউন্সিলর হিসেবে আমি নির্বাচিত হবার পর এলাকায় রাস্তা ঢালাই করেছে লাইট দিয়েছি। ইংরেজবাজার পৌরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি জানান ইংরেজবাজার পৌরসভায় দীর্ঘদিন যাবত তৃণমূল পরিচালিত ভোট চলে আসছে। কিন্তু আমরা দেখছি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কোথাও ড্রেন হয়নি, কোথাও রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়নি মাঝ পথেই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করার কোন ইচ্ছায় ইংরেজবাজার পৌরসভার নেই। মানুষ সাফার করছে পৌরসভার কোন ভূমিকা নেই তৃণমূল পরিচালিত এই পৌরসভা নিজের মত ভাবে চলছে।

কর্পোরেট কেরিয়ার ছেড়ে রাজনীতিতে কেন, জানালেন আলিফা আহমেদ

দুরন্ত বার্তা, কালীগঞ্জ, ৬ জুন ঃ নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ত সময়ের মাঝে, কিছুটা সময় বের করে কালীগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদ জানালেন, কীভাবে তাঁর ১৫ বছরের কর্পোরেট কেরিয়ার ছেড়ে রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শুধু পিতার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মীরা -। গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে আলিফা রাজনীতির ময়দানে তাঁর প্রবেশকে ব্যাখ্যা করলেন মানুষের প্রত্যাশার প্রতি সাড়া এবং জনসেবা করার দায়িত্ববোধ হিসেবে। নেতাজির মূর্তির সামনে উপস্থিত বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আমি আপনাদের মেয়ে, আপনাদের সেবা করতেই এসেছি। ১৫ বছরের কর্পোরেট জীবন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থী বলেন, ' এমনকী সহকর্মীরাও, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন আমি সফল পথ ছেড়ে চিরাচরিত রাজনীতিতে যোগ দিলাম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর, ওনার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণ করার দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। আমাদের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে এবং কালীগঞ্জের মানুষের ডাক শুনে আমি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভোটারদের আশ্বস্ত

করে তিনি জানান, তাঁর প্রধান অগ্রাধিকার হবে প্রয়াত পিতা ও প্রাক্তন বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের শুরু করা উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্পূর্ণ করা। রাজ্য সরকারের রূপান্তরমূলক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী- এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবেই নারীদের ক্ষমতায়নের প্রতীক। প্রতিটি নারী জানেন, আর্থিক সহায়তার আসল মূল্য কতটা, যা জীবন বদলে দিতে পারে। বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করে আলিফা আহমেদ বলেন, বিজেপি মানুষের জীবনের কোনও মূল্য দেয় না। সবাই দেখেছে মণিপুরে কী ঘটছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, অথচ আমাদের সরকার নারীদের ক্ষমতায়ন করে, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। কংগ্রেস বা বামেদের ভোট দেওয়া মানে পরোক্ষভাবে বিজেপিকে সাহায্য করা। কেউ যেন তাঁদের ভোট নষ্ট না করেন। আমি আপনাদের মেয়ে- আমি চাই আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আপনাদের জন্য কাজ করতে পারি।

নদীয়ায় দশ বছর পূর্বের খুনের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা রানাঘাট আদালতের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ জুন ঃ এক পান বিক্রেতাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় ২ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন

কারাদণ্ডের সাজা শোনালো নদীয়ার রানাঘাট আদালত। সূত্রের খবর, গত ২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শান্তিপুরে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার পান ব্যবসায়ী দিলীপ বিশ্বাস কে গুলি করে খুনের অভিযোগ ওঠে শান্তিপুরের দুই দুষ্কৃতী নয়ন সরকার ও তার সঙ্গী নির্মল দেবনাথের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। আর সেই মামলায় প্রায় ১০ বছর পর বুধবার দুই অভিযুক্ত নয়ন সরকার ও নির্মল দেবনাথ কে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার আনুমানিক বেলা ১,৩০ নাগাদ অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারা দণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন রানাঘাট ADJ আদালত। শুক্রবার এই সাজা ঘোষণার পর রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশীষ মৌর্য ও সরকারি আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভদ্র জানান, এই খুনের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক সাজা ঘোষণা করেছে আদালত, গত ১০ বছর আগে খুনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আদালতে মামলা চলতে থাকে, শুক্রবার তদন্তের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করলো রানাঘাট এ ডি জে আদালত, আগামী দিনে এই ধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে যদি দুষ্কৃতীরা যুক্ত থাকলে তাদেরও এইরকম পরিণতি হবে। আইনের চোখে কেউ ধুলো দিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবেনা। অন্যদিকে সরকারি আইনজীবী মহল থেকেও আদালতের এই ঘোষণা কে কুর্নিশ জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা হওয়ায় খুশি মৃতের পরিবার।

পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পারুলিয়া বাজার এলাকায় বর্ধমান সেন্টাল কো অপারেটিভ ব্যাংকের উদ্বোধনে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

যাত্রীবাহী বাস ও দুধ বহনকারী ভ্যানের সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ জুন ঃ বাঁকুড়া খাতড়া রাজ্য সড়কে যাত্রীবাহী বাস ও দুধ বহনকারী পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন দুটি গাড়ির চালক সহ বেশ কয়েকজন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে খাতড়া আদিবাসী কলেজের অদূরে। ঘটনায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে। আঘাত কারোর তেমন গুরুতর নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বেপরোয়া গতিতে বাঁকুড়া খাতড়া রাজ্য সড়ক ধরে বাঁকুড়ার দিক থেকে একটি দুধ বহনকারী পিক আপ ভ্যান খাতড়ার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস খাতড়া আদিবাসী কলেজের কাছাকাছি আসতেই বেপরোয়া গতিতে থাকা পিক আপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। দুটি গাড়ির সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে পিক আপ ভ্যানটি ছিটকে গিয়ে রাস্তার ধারে একটি গাছে ধাক্কা দিয়ে গাছ সহ রাস্তার ধারে উল্টে যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে সাথী মন্ডল স্বামী হারাধন মন্ডল, সাকিম বাঁশী, থানা ইন্দপুর, জেলা বাঁকুড়া থানা ও জেলা বাঁকুড়া সামীল ১৭৮ থানাওয়ার বিশিষ্ট উপরশোল মৌজা স্থিত ৮০ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩২ ও ৩৫ নং দাগে ৫৩৩ বর্গফুট, ৩২ নং দাগে ১৭৪৪ বর্গফুট জমিন লালমোহন দত্ত, মাধব দত্ত, শৈলেন দত্ত, মেনকা দত্ত, মেথর দত্ত, মনসারাম দত্ত, রাজীব দত্ত, দিলীপ দত্ত এর নিকট বাঁকুড়া ডি এস আর অফিসের রেজিঃ ১ নং বহির ০১০১০২৬১১ /২০২৪ নং দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দাতাপক্ষে বাঁকুড়া এ ডি এস আর অফিসে রেজিঃ ০১০২০০৫০৬ /২০২৩ এবং ০১০২০০৫০৭/২০২৩ নং আমমোক্তার নামা মূলে অনুপ ঘোষ পিতা জানকীনাথ ঘোষ, কপিলদেব বাগ পিতা ভীমচন্দ্র বাগ এবং মৃন্ময় কোনার পিতা সুভাষ চন্দ্র কোনার কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল এণ্ড এল আর ও ১ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।

Sd/- Soumen Ghoshal
Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura
Enrolment No: F-684/2009

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD

CIN-L36934WB1977PLC031184
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL-743125
PHONES: (033) 2581-2757/2038 FAX: 2581-3795
EMAIL: ail@aucklandjute.com; WEBSITE: www.aucklandjute.com

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/ REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **47th Annual General Meeting ("AGM") of Auckland International Limited ("the Company") will be held on Monday, the 30thday of June, 2025 at 11.00 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the Forty seventh AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular issued by SEBI vide circular no. SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular") and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be the CorporateOffice of the Company.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 :

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 47th AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2024-25 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 06thJune, 2025 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 47th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 47th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at http://www.aucklandjute.com/, website of the Stock Exchange i.e. https://www.cse-india.com/ and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

Participation in AGM through VC / OAVM :

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from National Securities Depository Limited (NSDL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM :

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 47thAGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd June, 2025, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23rd June, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Friday, 27thJune, 2025 at 09:00 A.M. and ends on Sunday, 29thJune, 2025 at 05:00 P.M.The remote e-voting module shall not be allowed beyond Sunday, 29th June, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to refer to the 47th AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 23rd June, 2025, he/she may obtain login id and password by sending a request over at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 47th AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User Id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Manner of registering/updating E-mail ID:

Members holding shares in physical form, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, may register their email address by sending a scan copy of a signed request letter mentioning name, folio number, complete address, scanned copy of self-attested PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) in support of the address of the Members registered with the Company, by sending an email at ail@aucklandjute.comand/ornichetechpl@nichetechpl.com. Members holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participant/s.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th June, 2025 to Monday, 30th June, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.comor call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 4430 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

By Order of the Board
For **AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED**
SD/- **S. GHOSE**
[Company Secretary]

Place: Kolkata
Date: 07th June, 2025

মেয়েকে হাত-পা বেঁধে ওষুধ খাইয়ে ভোগদখল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুন ঃ বীরভূমে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার গুণধর বাবা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শেখ শাহাবুদ্দিন। গ্রেফতার করেছে সদাইপুর থানার পুলিস। জানা গেছে, প্রায় দু মাস ধরে তার নিজের মেয়েকে হাত, পা বেঁধে ওষুধ খাইয়ে নির্মম এই অত্যাচার চালাত তারই জন্মদাতা। এই অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করে গেছে ওই নাবালিকা। গত কয়েকদিন আগে মামার বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। সে মামার বাড়ি থেকে আর বাড়ি ফিরতে রাজি ছিল না। কেন ওই নাবালিকা বাড়ি ফিরতে নারাজ সেই নিয়ে কৌতূহল শুরু হয় পরিবারের মধ্যে। আর এরপরেই জানাজানি হয় আসল রহস্য। সদাইপুর থানায় গতকালই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে সদাইপুর থানার পুলিস। এদিন তাকে সিউড়ি আদালতে তোলা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছে যে আমার মক্কেল (১)পবন সাউ (২) সুরেশ সাউ (৩)সুধীর সাউ এবং (৪) লালন সাউ এর মা স্বর্গীয় শোভা দেবী ২০০৯ সালে০৫৬১৫ নং দলিল মূলে জমিটি কিনেছিলেন যা, (১)২০০৮ সালে ০০৯২৫ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে কৃষ্ণ বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। (২) ১৯৯৫ সালে ০০০৯২ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে নিমাই চন্দ্র নস্কর, চকপাড়া মৌজার এল আর ৭০৪ নম্বর দাগে ৬১২৭ নং খতিয়ানের দুই কাঠা শালী জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও-তে যোগাযোগ করুন।

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে উচ্চ টিভিইউ থাকা (>২০,০০০) মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেটসমূহে (কেজে-৬২, এসকে-২২০, এসকে-২৩৯, এসকে-২৬২, এসকে-২৬৯) পাঁচটি ইন্টারলকিঙের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৬,৯২,৪২৭.০২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৫৩,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৭৮, তারিখ ০৪.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৪-আর১, কাজের নাম ঃ** ১) এবিএসএস-এর অধীনে ডানকুনিতে গ্রাউন্ড ফ্লোর বিল্ডিং সম্পূর্ণ করা সেই সঙ্গে সামনের বারান্দা সহ সম্মুখভাগের উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ অংশের কাজ, চারপাশের এলাকা এবং পার্কিং এলাকার উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ২) এবিএসএস-এর অধীনে বালিতে সম্মুখভাগ ও বারান্দার পুনরুন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ অংশের কাজ এবং বুকিং অফিসে বিদ্যমান ভবনের শৌচালয় এবং ওয়েটিং হল প্রভৃতির চারপাশের এলাকার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৩) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শেওড়াফুলি স্টেশনের অধীনে কমার্শিয়াল বিল্ডিং-এর একতলার বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা, অভ্যন্তরীণ অংশ, চারপাশের এলাকার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৪) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে চন্দননগর স্টেশনে সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়ন এবং বুকিং অফিসের অভ্যন্তরীণ অংশ, শৌচালয় এবং ওয়েটিং হল প্রভৃতির উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৫) সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ -এর শাখায় অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অম্বিকা কালনা স্টেশনে প্রধান প্রবেশ ভবনের এবং দ্বিতীয় প্রবেশ ভবনের একতলার উন্নয়ন সেইসঙ্গে সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ অংশের কাজ সহ চারপাশের এলাকা ও পার্কিং অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ৬) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে তারকেশ্বর স্টেশন বিল্ডিং-এর সম্প্রসারিত অংশের বাকি কাজ (একতলার) এবং ডোম অংশ সম্পূর্ণ করা, স্টেশন ভবন ও তীর্থযাত্রীদের শেডের সংযোগস্থল তৎসহ বারান্দা সহ সামনের অংশের উন্নয়ন, বুকিং অফিসের অভ্যন্তরীণ অংশের, স্টেশনে ভবনের শৌচালয় ও ওয়েটিং হল প্রভৃতির উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮৪,৩৯,২৭৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৯২,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-125/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Thanamakua Gram Panchayt
Vill & P.O.-Podrah, Sankrail, Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-150/TGP/25-26** (SL-1 & 4) BID SUBMISSION START DATE:- **05/06/2025 AT 15:30 Hrs.** BID SUBMISSION CLOSING : **18/06/2025 16:30Hrs.** BID OPENING DATE : **20/06/2025 17:30HRS.** PLEASE LOOK FOR DETAILS **www.wbtenders.gov.in** & UNDER SIGNED GP OFFICE.

SD/-
PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT.

Thanamakua Gram Panchayt
Vill & P.O.-Podrah, Sankrail, Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE NIT NO-150/TGP/25-26 (SL-1 & 4) BID SUBMISSION START DATE:- 05/06/2025 AT 15:30 Hrs. BID SUBMISSION CLOSING : 18/06/2025 16:30Hrs. BID OPENING DATE : 20/06/2025 17:30HRS. PLEASE LOOK FOR DETAILS www.wbtenders.gov.in & UNDER SIGNED GP OFFICE.

SD/-
PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছে যে আমার মক্কেল (১) কৃষ্ণা শর্মা(২) মহানন্দ শর্মা (৩) দেবানন্দ শর্মা এবং (৪) সচিতানন্দ শর্মা এর মা স্বর্গীয় দেওঝরি দেবী ২০০৫ সালে ০২৩০৮নং দলিল মূলে জমিটি কিনেছিলেন যা, ২০০২ সালে হাওড়া ADSR অফিসে (১) ৪১১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে গৌরিশংকর মন্ডল পিতা সন্ন্যাসী চরন এবং (২) ৪১০ নং, আমমোক্তার দলিল মূলে নিমাই চন্দ্র মণ্ডল পিতা কৃষ্ণচন্দ্র চকপাড়া মৌজায় হাল ৭৩ দাগে ৭২৪, ২০৩৯, ৪৪৯৭ নং খতিয়ানে দুই কাঠা জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (৩০) দিনের মধ্যে বালী জগাছা BL & LRO -তে যোগাযোগ করুন।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০৯-এপি-III-২০২৫। **কাজের নামঃ** "ইয়ার্ডের উন্নয়ন - চালসা, ক্যারন, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি এবং হাসিমারা ইয়ার্ড"। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৭,৬৯,৬৩৮.০৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০৩,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

R. C. A. LIMITED

Registered Office : 10, Middleton Row, Kolkata - 700 071
E-mail : rcaltd@rediffmail.com **CIN : U64990WB1899PLC000255**

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

NOTICE is hereby given to the Shareholders of **R. C. A. Limited** ("the Company") that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (hereinafter called 'the Rules') all those equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the demat account in the name of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") pursuant to the Rules.

The Company has dispatched individual notices to the concerned shareholders on 03.06.2025 at their respective registered address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account as per the said Rules.

The Company has upload the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website www.rcaltd.co.in. Shareholders are requested to refer to the Investor's section on the website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Suspense Account. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) for the purpose of transfer to IEPF Suspense Account as per the Rules, and upon such issue the original share certificate(s) stands registered in their name shall automatically stand cancelled.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the provision of the Rules.

Notice is also hereby given to all such shareholders to forward the requisite documents to the Company or Registrar Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. by October 13, 2025 with a request of claiming the unpaid dividends for the year 2017-18 so that the shares are not transferred to IEPF Suspense Account. It may please be noted that if no claim is received by the Registrar by October 13, 2025, the Company shall transfer the aforesaid shares without any further notice, by following the process as enumerated in the said Rules which is as under:

1) In case of shares held in physical form by issuing duplicate share certificate(s) and thereafter transferring the same to IEPF Suspense Account.
2) In case of shares are held in demat mode by directly transferring such shares to IEPF Suspense Account.

It may be noted that upon such transfer the shareholders can claim the transferred shares along with dividend from the IEPF Authority for which details are available at **www.iepf.gov.in**. You are also requested to update your Bank Account Details with the Company or Registrar. For any information/ clarification on this matter concerned shareholders can contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent **Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd, 5th Floor, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001.**

Place : Kolkata
Date : 06.06.2025

PINAKI SEN
Sd/-
Director
(DIN: 00568355)

আনক্যাপড খেলোয়াড়দের কোটি টাকার চুক্তিতে ক্ষোভ গাভাসকরের

মুম্বই, ৬ জুনঃ ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর সম্প্রতি আইপিএল-এ একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সমালোচনা করেছেন যেখানে আনক্যাপড তরুণ ক্রিকেটাররা ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ না করেই কোটি কোটি টাকার চুক্তি পাচ্ছেন। স্পোর্টস্টারের জন্য তার সাম্প্রতিক কলামে গাভাসকর প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এই ধরনের অনেক খেলোয়াড়, যারা এখনও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের প্রমাণ করেননি, তারা এত বিপুল অর্থ উপার্জন করছেন। সম্প্রতি সমাপ্ত আইপিএল ২০২৫ মরশুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই মরশুমে শশাঙ্ক সিং, সুয়াশ শর্মা-সহ বেশ কিছু আনক্যাপড খেলোয়াড় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। তবে, গাভাসকর এই খেলোয়াড়দের সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। তিনি তার কলামে লিখেছেন, 'বাজারের চাহিদার যুক্তি খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রায়শই এটি কেবল ভাগ্যের ব্যাপার। কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি তরুণ প্রতিভার উপর ঝুঁকি নিতে চায়। আইপিএল-এর কোটিপতি আনক্যাপড খেলোয়াড়দের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের মধ্যে খুব কমই ভারতের হয়ে বড় কিছু করতে পেরেছেন। এটা তাদের ভাগ্যই যে তারা এমন কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন, যা তারা আসলে প্রাপ্য নয়।' গাভাসকর রাসিখ দার, নেহাল ওয়াধেরা, নামান ধীর-এর মতো খেলোয়াড়দের উদাহরণ দিয়েছেন, যারা বড় চুক্তি পেলেও ভারতের শীর্ষস্তরের ক্রিকেটে তেমন কিছু দেখাতে পারেননি। গাভাসকর আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, অনেক খেলোয়াড় আইপিএল-এর জন্য নিজেদের ফিট রাখতে রঞ্জি ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অংশ না নিয়ে চোটের ভান করছেন। তিনি বলেন, 'বিসিসিআই সম্প্রতি ম্যাচ ফি বাড়িয়েছে, যা খুবই ভালো উদ্যোগ। তবে, যদি তারা একটি স্ল্যাব সিস্টেম চালু করে, যেখানে বেশি ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়রা বেশি পারিশ্রমিক পাবেন, তাহলে আরও খেলোয়াড় রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নেবেন। এতে আইপিএল-এর আগে চোটের ভান করার প্রবণতা কমবে।' পরিস্থিতির উন্নতির জন্য গাভাসকর প্রস্তাব দিয়েছেন যে, বিসিসিআই-এর উচিত ঘরোয়া খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফি আরও বাড়ানো এবং বেশি ম্যাচ খেলার জন্য বেশি পুরস্কার দেবে। এছাড়াও, তিনি ঘরোয়া টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে পৌঁছানো দলগুলোর জন্য আরও বেশি প্রণোদনার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পদক্ষেপগুলো তরুণ খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে এবং ভারতীয় ক্রিকেটের মূল ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

এএফসি কোয়ালিফায়ারে ভারতের সামনে হংকং চ্যালেঞ্জ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭-এর কোয়ালিফায়ারে ভারতীয় ফুটবল দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই অপেক্ষা করছে। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর কোয়ালিফায়ারে শীর্ষ দুইয়ে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতকে গ্রুপ সি-তে বাংলাদেশ, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রথম ম্যাচের পর গ্রুপ সি-এর চারটি দলই একই পরিস্থিতিতে রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গোলশূন্য ড্র হয়েছে, অন্যদিকে হংকং এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যেও একই ফলাফল দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিপক্ষরা তাদের সাম্প্রতিক প্রীতি ম্যাচে কেমন পারফর্ম করেছে। ভারতীয় দলের সামনে কী চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, দেখে নেওয়া যাক।

● হংকংয়ের গোলশূন্য ড্র এবং সমালোচনার মুখে কোচ

হংকং সম্প্রতি ১৭৫তম স্থানে থাকা নেপালের বিরুদ্ধে একটি গোলশূন্য ড্র খেলেছে। এই ম্যাচে হংকংয়ের খেলোয়াড়রা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও নেপালের শক্তিশালী প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে গোল করতে ব্যর্থ হয়। নেপালের ডিফেন্স সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে, যা হংকংয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হংকংয়ের কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউড এই ম্যাচে তার কৌশল এবং খেলোয়াড় নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বিশেষ করে লাউ চি-লোককে দলে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গেছে। হংকংয়ের আক্রমণভাগ নেপালের বিরুদ্ধে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিল। হংকংয়ের সাম্প্রতিক ফর্মও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাদের শেষ জয় এসেছিল প্রায় তিন মাস আগে ম্যাকাওয়ের বিরুদ্ধে। এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রথম ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও তারা গোলশূন্য ড্র খেলেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচটি হংকংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে জয় পেলে তারা গ্রুপে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে।

● বাংলাদেশের জয় এবং হামজার গোল

বাংলাদেশ তাদের সাম্প্রতিক প্রীতি ম্যাচে ভুটানের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে। এই জয় বাংলাদেশের জন্য মানসিকভাবে বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড় হামজা চৌধুরী তার অভিষেক ম্যাচে গোল করে দলকে জয় এনে দিয়েছেন। এই জয় বাংলাদেশের জন্য আসন্ন সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বড় প্রেরণা। এর আগে তারা ভারতের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র খেলেছে। হামজার এই পারফরম্যান্স এবং দলের আত্মবিশ্বাস বাংলাদেশকে গ্রুপে শক্তিশালী প্রতিযোগী করে তুলেছে।

● সিঙ্গাপুরের দুর্দান্ত জয়

১৬১তম স্থানে থাকা সিঙ্গাপুর মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পেয়েছে। এই জয় তাদের ছয় ম্যাচের জয়হীন ধারা ভেঙেছে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচের আগে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আমিরুল আদলি এবং ইকসান ফান্ডির গোল সিঙ্গাপুরের জয় নিশ্চিত করেছে। মালদ্বীপের পক্ষে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে আহমেদ রিজুওয়ানের গোল কেবল সান্ত্বনার গোল হিসেবে রয়ে গেছে। এই জয় সিঙ্গাপুরকে গ্রুপে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

● ভারতের প্রস্তুতি এবং চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় ফুটবল দল প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জয় পেতে ব্যর্থ হয়ে একটি মাত্র পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে, হংকংয়ের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচটি ভারতের কোচ মানোলো মার্কেজের দলের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। এই ম্যাচে জয় পেলে ভারত গ্রুপে শীর্ষে উঠে আসতে পারে এবং এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭-এর জন্য কোয়ালিফাই করার পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবে, থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে পরাজয় ভারতীয় দলের জন্য উদ্বেগের কারণ। দলকে এখন পুনর্গঠন করে মনোযোগ বাড়াতে হবে। মার্কেজের কৌশল এবং খেলোয়াড়দের মাঠের পারফরম্যান্স এই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হংকংয়ের দুর্বল আক্রমণভাগের সুযোগ নিয়ে ভারত যদি তাদের আক্রমণাত্মক খেলার ধরন বজায় রাখতে পারে, তাহলে জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

মেসির ফেরার ম্যাচে আলভারেজের গোলে জয়রথেই আর্জেন্টিনা

সান্তিয়াগো, ৬ জুনঃ চিলির মাঠে ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে শুরু হওয়া ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারার পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এটি টানা চতুর্থ জয়। এই হারে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার ক্ষীণ আশাটুকুও শেষ হয়ে গেল চিলির। আর্জেন্টিনা নিশ্চিত করল শীর্ষে থেকে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করা। ৬৬ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নেয় আর্জেন্টিনা, এর চারটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা চিলি গোলের জন্য সাত শট নিয়ে তিনটি রাখতে পারে লক্ষ্যে। ঘরের মাঠে প্রথম ভালো সুযোগ পায় চিলি। তৃতীয় মিনিটে আলেক্সিস সানচেসের গতিময় শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ষোড়শ মিনিটে নিজেদের প্রথম ভালো সুযোগে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। থিয়াগো আলমাদার রক্ষণচেরা পাস ধরে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন হুলিয়ান আলভারেজ। সাত মিনিট পর হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আর্তুরো ভিদাল। ৩৪তম মিনিটে ক্রিস্তিয়ানো রোমেরোর কাছ থেকে বল পেয়ে বাইরে মেরে ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন জুলিয়ানো সিমেওনে। নয় মিনিট পর নিকো পাসের শট ব্লকড হয় চিলির রক্ষণে। পরের মিনিটে আলমাদার শট ঝাঁপিয়ে ফেরান আয়োজক গোলরক্ষক ব্রায়ান কর্তেস। পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যাওয়া চিলি দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবলে আর্জেন্টিনাকে চেপে ধরে। তবে ভাঙতে পারেনি গোলরক্ষক মার্তিনেজের প্রতিরোধ। ৫৭তম মিনিটে পাসের জায়গায় বদলি নামেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মার্চে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিপক্ষে জয় পাওয়া দুটি ম্যাচে ছিলেন না আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। ৬০তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে লুকাস সেপেদার গতিময় শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন মার্তিনেস। তিন মিনিট পর হাভিয়ের আলতামিরানোর শটও ঠেকিয়ে দেন তিনি। ৬৪তম মিসিটে কাপেদার জোরালো শটে কোনোমতে মাথা ছুঁয়ে দেন রোমেরো। ক্রসবারে বল ফেরে মাঠে। হাতছাড়া হয় চিলির দারুণ সুযোগ। ১০ মিনিট পর খুব ভালো জায়গা থেকে বাইরে মেরে আরেকটা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করেন সেপেদা। ৭৮তম মিনিটে মেসির ফ্রি কিকে কোনো বিপদ ঘটতে দেননি চিলি গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর অধিনায়কের রক্ষণচেরা পাসে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পান সিমেওনে। কর্তেসকে কাটিয়ে ফেললেও অবিশ্বাস্যভাবে শূন্য জালে বল পাঠাতে পারেননি এই ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে জাল অক্ষত রেখে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এবং কার্ডের খাড়া ও চোটে বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত থাকায় অনিমিতদের সুযোগ দেন স্কালোনি। তাদের নিয়েও জয়রথেই থাকল দল। ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ২৪ পয়েন্ট করে নিয়ে পরের দুটি স্থানে আছে যথাক্রমে একুয়েডর ও প্যারাগুয়ে। এদিনই একুয়েডরের মাঠে গোলশূন্য ড্র করা ব্রাজিল ২২ পয়েন্ট নিয়ে আছে চারে। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হেরে যাওয়া উরুগুয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে আছে পাঁচে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে চিলি

আনচেলত্তির অভিষেকে ব্রাজিলের হতাশার গোলশূন্য ড্র

গুয়াকিল, ৬ জুনঃ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে একুয়েডরের মাঠে ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে শুরু হওয়া ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাজিল। আয়োজক দল একুয়েডরও হলুদ জার্সি পরে খেলায় ব্রাজিল নিজেদের প্রথম পছন্দের জার্সি পায়নি। হলুদের জায়গায় নীল জার্সি পরে খেলতে নেমে দলটি ছিল অচেনা। বল দখল, সুযোগ তৈরি, গোলের জন্য শট ও লক্ষ্যে রাখা- প্রতিটি সূচকেই তারা পিছিয়ে ছিল একুয়েডরের চেয়ে। প্রায় ৪৮ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য কেবল তিনটি শট নিতে পারে ব্রাজিল, এর দুটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে একুয়েডরের সাত শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু তরে একুয়েডর। তবে প্রথম ভালো সুযোগ পায় ব্রাজিল। ২২তম মিনিটে ভিনিসিউস জুনিয়রের শট এগিয়ে এসে ঠেকান আয়োজক গোলরক্ষব গানসালো ভাইয়ে। পাঁচ মিনিট পর ক্রসে পাঞ্চ করতে পোস্ট ছেড়ে এগিয়ে যান আলিসন বেকার। ব্রাজিল গোলরক্ষক বল নাগাল না পাওয়ায় সুযোগ এসে আয়োজকদের সামনে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ফাঁকা জালেও শচ লক্ষ্য রাখখতে পারেনি তারা। ৩৩তম মিনিটে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি লম্বা সময় পর ব্রাজিলের হয়ে খেলা কাসেমিরো। পাঁচ মিনিট পর একুয়েডরের অরক্ষিত মিডফিল্ডার হন ইবোয়াহ বিপজ্জনক জায়গা থেকে বাইরে হেড করেন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও কমে যায় খেলার গতি। প্রকট হয়ে ওঠে ব্রাজিলের মাঝমাঠ আর আক্রমণভাগের সমন্বয়হীনতা। এই অর্ধে প্রথম ভালো সুযোগ পান ইবোয়াহ। ৬৭তম মিনিটে ঝাঁপিয়ে তার শট ঠেকান আলিসন। নয় মিনিট পর কাসেমিরোর আচমকা দূরপাল্লার শট ঝাঁপিয়ে ফেরান একুয়েডর গোলরক্ষক। ৭৬তম মিনিটে একইভাবে পেরভিস এস্তুপিনানের শট ব্যর্থ করে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসন। বাকি সময়ে তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। ১৫ ম্যাচে এটি ব্রাজিলের পঞ্চম ড্র। সঙ্গে পাঁচ জয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে তারা। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে একুয়েডর। এদিনই উরুগুয়েকে ২-০ গোলে হারিয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এসেছে প্যারাগুয়ে। ২১ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে আছে পাঁচে।

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে উজবেকিস্তান-জর্ডান, ১০ টিম পেল বিশ্বকাপের টিকিট

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল উজবেকিস্তান ও জর্ডান। গতকাল রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ কোরিয়াও। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হতে চলেছে। আয়োজক হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার বিশ্বকাপ খেলা আগে থেকেই নিশ্চিত। গত এই তিন দলসহ বাছাইপর্ব খেলে বিশ্বকাপের মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে আরও সাতটি দল। উজবেকিস্তানের জন্য গত সমীকরণ সহজ ছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কাছে না হারলেই হতো। সেটাই হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করে ফেলেছে উজবেকিস্তান। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ২-০ গোলে ইরাককে হারিয়ে টানা এগারোবার বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করেছে। জর্ডান বিশ্বকাপ নিশ্চিতের ম্যাচে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ওমানকে। গতকাল বিশ্বকাপ নিশ্চিতের জন্য শুধু নিজেরা জিতলেই হতো না, ইরাকেরও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হারতে হতো। দুটো ফল পক্ষে আসাতেই হয়েছে ইতিহাস। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উজবেকিস্তান আছে ৫৭ নম্বরে। ৩৬ মিলিয়ন মানুষের এই দেশ ১৯৯২ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলে। এর আগে ২০০৬ সালে বিশ্বকাপে ওঠার দারুণ সুযোগ ছিল তাদের। জর্ডানের তখন বাহরাইনের বিপক্ষে দুই লেগের প্লে-অফে খেলতে হয়েছিল। এই প্লে-অফের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো কে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কনকাকাফ অঞ্চলের ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মুখোমুখি হবে। ওই ম্যাচের বিজয়ী পরে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে কোয়ালিফাই করত। উজবেকিস্তান প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছিল, কিন্তু রেফারির একটি ভুলের কারণে ফিফা ম্যাচটি আবার খেলার নির্দেশ দেয় এবং তারা শেষ পর্যন্ত অ্যাওয়ে গোলের ভিত্তিতে বাদ পড়ে। তবে দলটি ১৯৯৬ থেকে প্রতিটি এশিয়ান কাপে খেলেছে। ২০০৪ থেকে প্রতিবারই নকআউটে উঠেছে। ২০১১ সালে সেমিফাইনালে, সর্বশেষ আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। এশিয়ান কাপের রানার্সআপ জর্ডান বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬২তম। তারা ১৯৮৬ সাল থেকে সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নিচ্ছে। এর আগে বিশ্বকাপ খেলার সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিল ২০১৪ সালে, তবে তখন তারা আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে উরুগুয়ের কাছে হেরে যায়।

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে উজবেকিস্তান।

জর্ডানের ইতিহাস গড়ার উল্লাস।

৯ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ফ্রান্সকে হারিয়ে আবারও ফাইনালে স্পেন

প্রথমার্ধে তিন মিনিটের মধ্যে দুই গোল, দ্বিতীয়ার্ধে পরপর দুই মিনিটে আরও দুটি। ৫৫ মিনিটের মধ্যে চার গোলের ব্যবধানে এগিয়ে গেল স্পেন। লড়াইটা তখন একপেশে। তবে হাল ছাড়ল না ফ্রান্স। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা জিইয়ে রাখল তারা, যদিও পেরে উঠল না। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জিতে টানা তৃতীয়বারের মতো উয়েফা নেশন্স লিগের ফাইনালে উঠল শিরোপাধারী স্পেন।

স্টুটগার্ট, ৬ জুনঃ স্টুটগার্টে বৃহস্পতিবার রাতে সেমি-ফাইনালে একপর্যায়ে ৫-১ গোলে এগিয়ে যায় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। শেষ পর্যন্ত তারা জেতে ৫-৪ গোলে। আগামী রবিবার মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শিরোপা লড়াইয়ে প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের মুখোমুখি হবে ২০২৪ ইউরো জয়ীরা। স্পেনের জয়ে জোড়া গোল করেন বার্সেলোনার হয়ে দুর্দান্ত মরসুম কাটিয়ে আসা লামিনে ইয়ামাল। নিকো উইলিয়ামস, মিকেল মেরিনো ও পেদ্রি করেন একটি করে গোল। ফ্রান্সের হয়ে জালের দেখা পান কিলিয়ান এমবাপে, হায়ান শের্কি ও রান্দাল কোলো মুয়ানি, অন্যটি স্প্যানিশদের আত্মঘাতী। ম্যাচে বল দখলে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি গোলে বেশি শট নেয় ফ্রান্স, তাদের ২৪ শটের ৯টি ছিল লক্ষ্যে। স্পেনের ১৬ শটের ৮টি লক্ষ্যে ছিল। ফ্রান্সের বিপক্ষে টানা দুটি সেমি-ফাইনালে জিতল স্পেন। জার্মানিতেই গত বছরের ইউরোর শেষ চারে ২-১ গোলে জিতেছিল তারা। পরে ফাইনালে ইংল্যান্ডকে একই ব্যবধানে হারিয়ে জিতেছিল শিরোপা। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরু থেকে জমে ওঠে লড়াই। সপ্তম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগটি পান এমবাপে। পিএসজির হয়ে সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী উসমান দেম্বেলের পাসে কাছ থেকে রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডের প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক উনাই সিমন। দ্বাদশ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফরাসি ডিফেন্ডার থিও এরনাঁদেজের জোরাল শট ক্রসবারে লাগে। অষ্টাদশ মিনিটে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন স্পেনের ফরোয়ার্ড নিকো উইলিয়ামস। ২২তম মিনিটে আর ভুল করেননি তিনি। ডান দিক থেকে ইয়ামাল বক্সে খুঁজে নেন মিকেল ওইয়ারসাবালকে। জটলার ভেতর থেকে এই ফরোয়ার্ডের বাড়ানো বল জালে পাঠান ২২ বছর বয়সী উইলিয়ামস। সেই রেশ থাকতেই ২৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেরিনো। এই গোলেও জড়িয়ে ওইয়ারসাবালের নাম। তার চমৎকার ফ্লিকে বক্সে বল পেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁকে পরাস্ত করেন আর্সেনাল মিডফিল্ডার। ৩১তম মিনিটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের নায়ক দিজিরে দুয়ের নিচু শট ফেরান সিমন। পরের মিনিটে এমবাপের শটও ব্যর্থ করে দেন আথলেতিক বিলবাও গোলরক্ষক। ৪৪তম মিনিটে ইয়ামালের ক্রসে বক্সে ওইয়ারসাবালের হেড পাসে চমৎকার ভলিতে ফ্রান্সের জালে বল পাঠান ডিন হাউসেন। তবে আক্রমণের শুরুতে রিয়ালের মাদ্রিদের নতুন এই ডিফেন্ডার অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। ৫৪ ও ৫৫ মিনিটে আরও দুই গোল করে ম্যাচে চালকের আসনে বসে যায় স্পেন। প্রথমে সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান ইয়ামাল। বক্সে বার্সেলোনার উইঙ্গার নিজেই ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল স্পেন। আর নিকো উইলিয়ামসের পাস বক্সে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে স্কোরলাইন ৪-০ করেন পেদ্রি। ৫৯তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান এমবাপে। বক্সে রিয়াল মাদ্রিদের তারকাকে পেদ্রো পোরো ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল ফ্রান্স। ৬৭তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে আবার চার গোলের লিড পুনরুদ্ধার করেন ইয়ামাল। ডান দিক থেকে পেদ্রো পোরোর পাস বক্সে পেয়ে সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ সামলে বুটের মাথা দিয়ে শট নেন ১৭ বছর বয়সী উইঙ্গার, গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে জালে যায় বল। ৭৯তম মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে আবার ব্যবধান কমান অভিষিক্ত হায়ান শের্কি। এমবাপের পাস বক্সের বাইরে ডান পায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের চমৎকার ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন ৬৩তম মিনিটে বদলি নামা ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ৮৪তম মিনিটে সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় আরেকটি গোল শোধ করতে পারে ফ্রান্স। প্রতিপক্ষের শট বক্সে ক্লিয়ারের চেষ্টায় নিজেদের জালে বল পাঠান স্পেনের ডিফেন্ডার দানি ভিভিয়ান। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে শের্কির ক্রসে হেডে ব্যবধান এক গোলে নামিয়ে আনেন কোলো মুয়ানি। বাকি সময়ে নাটকীয় কিছু আর করে দেখাতে পারেনি ফ্রান্স।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com